ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-247 ■ 17 June, 2025 ■ আগরতলা ১৭ জুন, ২০২৫ ইং ■ ২ আশাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আজ ১৬তম জাতীয় জনগণনা পরিচালনার জন্য একটি গেজেট নোটিফিকেশন জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আসন্ন জনগণনার রেফারেন্স তারিখ হবে ১লা মার্চ, ২০২৭। তবে লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড রাজ্যের তুষারাবৃত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ এলাকাগুলোর জন্য রেফারেন্স তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১লা অক্টোবর, ২০২৬। এই জনগণনা দুইটি ধাপে পরিচালিত হবে। প্রথম ধাপটি হলো হাউসলিস্টিং অপারেশন, যেখানে প্রতিটি পরিবারের বাসস্থানের অবস্থা, সম্পদ এবং সুবিধার তথ্য সংগ্রহ করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে জনসংখ্যা গণনা করা হবে, যাতে প্রতিটি নাগরিকের গণতাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহ করা হবে। এবারের জনগণনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বর্ণভিত্তিক গণনা, যা প্রথমবারের মতো জাতীয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত

করা হচ্ছে। এই কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা হবে। নাগরিকদের জন্য সেল্ফ-এনুমারেশন বা নিজে তথ্য দেওয়ার সুযোগও রাখা হয়েছে, যা ডিজিটাল সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। জনগণনা কার্যক্রমের জন্য প্রায় ৩৪ লক্ষ গণনাকারী ও তদারককারী এবং ১.৩ লক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হবে।

তথ্য সংগ্রহ, প্রেরণ এবং সংরক্ষণের প্রতিটি স্তরে কঠোর তথ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে বলে মন্ত্রক জানিয়েছে। এই জনগণনা ভারতের ইতিহাসে ১৬তম জাতীয় জনগণনা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী অষ্টম। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই ঘোষণাকে দেশের প্রশাসনিক কাঠামো ও নীতিনির্ধারণে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

উত্তর জেলার কালাগাঙ্গের পঞ্চায়েত দখল নিয়ে উত্তেজনা, মোতায়েন পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। কালাগাঙ্গের পার পঞ্চায়েতে ভোটাভোটিকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ট্রসে জয়লাভ করে পঞ্চায়েতের দখল নিলো সিপিএম। অবশেষে দীর্ঘ টালবাহানা ও জল্পনা কল্পনার পর ট্রসে জয়ী হয়ে কালাগাঙ্গের পার পঞ্চায়েতের দখল নিলো সিপিএম।

উল্লেখ্য, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন কালাগাঙ্গের পার পঞ্চায়েতটি ছিল দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে যথারীতি পঞ্চায়েতের তেরোটি আসনের মধ্যে সাতটি সিপিএম ও ছয়টিতে বিজেপি জয়ী হয়। পরে পঞ্চায়েত আইনানুযায়ী সিপিএম দল পঞ্চায়েত গঠন করে পরিচালনা শুরু করে। এরপর দীর্ঘ আট মাস পঞ্চায়েত পরিচালনার পর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে সিপিএমের এক সদস্য দল ত্যাগ করায় পঞ্চায়েত বডি ভেঙ্গে যায়। এরপর থেকে দুমাস অভিবাবকহীন হয়ে পড়ে। অবশেষে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ সোমবার ছিল উক্ত পঞ্চায়েতের ভোট গ্রহন প্রকৃয়া।

দুপুর বারোটা থেকে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করেন পঞ্চায়েত অফিসার হেলাল উদ্দিন এবং উনার সহযোগী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরো দুজন কর্মী। যথারীতি দুদলের পক্ষে ছয়টি করে ভোট পড়ে।পরে পঞ্চায়েত অফিসার দুদলের সমর্থন নিয়ে ট্রস করেন। তখন ট্রসে সিপিএম জয়ী হয়, আর এতেই শুরু হয় চরম সমস্যা। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যরা ট্রস হেরে শুরু করে হট্টগোল। এতে করে প্রায় দুঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় পঞ্চায়েত অফিসারকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধাকারিক ও কদমতলা থানার ওসি। তাঁদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত করে সিপিএমকে আনুষ্ঠানিক জয়ী ঘোষণা দিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। এতে সিপিএম এর পক্ষে প্রধান নির্বাচিত হন মমতা বেগম ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন আব্দুল বাছিত।

এদিকে আইন শৃঙ্খলা অটুট রাখতে এদিনের এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসন ছিলো অত্যন্ত আঁটোসাঁটো। বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ছাড়াও মোতায়েন ছিলো কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাছাড়া দুদলের কর্মী সমর্থক ও উৎসাহী জনতার উপস্থিতি ছিলো লক্ষনীয়।

স্বামী সন্তান ফেলে পর পুরুষের হাত ধরলো গৃহবধূ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ জুন।। স্বামী সন্তান ফেলে পর পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে গেল গৃহবধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুই সন্তানের জননী স্বামী সন্তান ফেলে রেখে মামাতো ভাইয়ের হাত ধরে পালিয়ে যায়। ঘটনায় কৈলাসহর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে লংলিরপার এলাকার বাসিন্দা নান্টু সেনের স্ত্রী পূর্নিমা শীল শনিবার সকালবেলা উনার নিজ ঘর থেকে বের হয়ে চলে যান। এখন পর্যন্ত তিনি আর বাড়িতে ফিরে আসেননি। পাশাপাশি উনার মোবাইল ফোনে ফোন করলে সুইচ অফ পাওয়া যাচ্ছে। ওই গৃহবধূ প্রায় সময় ফোনে আসাম রাজ্যের লংগাই এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ শীল অর্থাৎ উনার মামাতো ভাইয়ের সাথে প্রায় সময় কথা বলতেন। উনার সাথে প্রণয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা স্টেট এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি কাউন্সিলের সভায়

গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টিতে জোর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হলো রাজ্যের প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারীদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। রাজ্যের প্রান্তিক এলাকার জনগনের কাছে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সুফল পৌছে দিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রান্তিক এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন, সড়ক যোগাযোগ সহ জনগণের আর্থ সামাজিক মানোন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ত্রিপুরা স্টেট এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি কাউন্সিলের প্রথম সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।

তিনি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এম জি এনরেগা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজ্যের অধিকাংশই গ্রামীণ এলাকা। রাজ্য সরকার গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টিতে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তাই উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে জেলাশাসক ও সমাহর্তা, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সাথে প্রতিনিয়ত সমন্বয় রেখে কাজ করা প্রয়োজন। উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কেও জনপ্রতিনিধিদের অবহিত করার পাশাপাশি কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে নিয়মিত মনিটরিং-এর উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব-আরোপ করেন। তিনি বলেন, উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে কোনও ধরণের সমস্যা এলে তা দ্রুত জনপ্রতিনিধিদের গোচরে এনে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ এক সুসংহত গতিতে এগোচ্ছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১১ বছরের কার্যকালের যুগান্তকারী সাফল্যকে স্মরণ করে সোমবার পশ্চিম জেলার মোহনপুর মণ্ডলে এক জাঁকজমকপূর্ণ সংকল্প সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রী নাথ তাঁর বক্তব্যে মোদী সরকারের ১১ বছরকে 'অমৃতকাল' বলে অভিহিত করেন এবং বলেন, 'এই এক দশকেরও বেশি সময়ে ভারত শুধু অর্থনৈতিক বা কৌশলগত দিক থেকে নয়, মানবিক এবং কল্যাণমুখী জাতি হিসেবেও বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ভারত সেবা, সুশাসন ও গরিব কল্যাণের পথেই এগিয়ে চলেছেযার মূল প্রেরণা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।'

তিনি বলেন, এই সংকল্প সভা ছিল জাতি গঠনের প্রতি সম্মিলিত অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার এক মঞ্চ। 'আজ আমরা আবারও একত্রিত হয়েছি একটি শক্তিশালী, উন্নত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত গঠনের লক্ষ্যে। গত ১১ বছরে দেশ এক সুসংহত গতিতে অগ্রসর হয়েছে। আজ গোটা দেশ ও বিশ্বে একটাই বিশ্বাস'মোদীজি আছেন তো সব সম্ভব'। আমরা কখনও এমন প্রধানমন্ত্রী দেখিনি," বলেন রতন লাল নাথ।

তিনি সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরুচ্চারণ করে বলেন, 'উন্নয়ন সবার জন্য, সুযোগ প্রতিটি নাগরিকের জন্য।' মন্ত্রী নাথ কৃষি থেকে শুরু করে ডিজিটাল পরিকাঠামো পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে ভারতের উন্নয়নের দিশা তুলে ধরেন এবং বলেন, "একটি সক্ষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতের দিশায় আমরা সবাই মিলে আরও এগিয়ে যাব। আমাদের যাত্রা থেমে থাকবে না।"

উপস্থিত দলের কর্মী-সমর্থক এবং স্থানীয় জনগণের ব্যাপক উৎসাহপূর্ণ উপস্থিতি এই সংকল্প সভাকে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিনে পরিণত করে।

রেগা ধ্বংসের চেষ্টা করছে মোদী সরকার, অভিযোগ খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন।। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সোমবার মোদি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া অভিযোগ এনে বলেছেন, মোদি সরকার মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা আইন (এমজিএনরেগা) ধ্বংস করতে চাইছে। তিনি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় ছাঁটাইকে "সংবিধানের বিরুদ্ধে অপরাধ" বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এক্স-এ এক বার্তায় খাড়গে একটি সংবাদ প্রতিবেদন শেয়ার করে জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধে এমজিএনরেগা-র মোট বরাদ্দের ৬০ শতাংশের বেশি ব্যয় না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা এই প্রকল্পের ইতিহাসে প্রথম। খাড়গে হিন্দিতে দেওয়া পোস্টে লেখেন, "গরিবের লাইফলাইন এমজিএনরেগা ধ্বংস করতে চাইছে মোদি সরকার। প্রথম ৬ মাসের জন্য ৬০ শতাংশ ব্যয়ের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "রোজগারের অধিকার সুনিশ্চিত করা এই প্রকল্পে কাটছাঁট করা সংবিধানের বিরুদ্ধেই এক ধরনের অপরাধ।"

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মোদি সরকারের প্রতি একাধিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন তিনি। তিনি জানতে চেয়েছেন, এই অর্থবছরের শেষে যখন চাহিদা বেড়ে যায়, তখন আলাদা করে প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকা খরচ না করতে হয়, সরকার কি তাই চাইছে? সাথে তিনি যফ করেন, যেহেতু এমজিএনআরইজিএ একটি চাহিদানির্ভর প্রকল্প, যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে প্রথমার্ধে হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যায়, তখন কী হবে। তাঁর আরও প্রশ্ন, এই সীমা অতিক্রম করলে কি রাজ্য সরকারগুলো কাজের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কাজ দিতে অস্বীকার করবে। না কি শ্রমিকরা বেতন ছাড়াই কাজ করবেন। তিনি আরও জানতে চেয়েছেন। সম্প্রতি এক রিপোর্ট অনুযায়ী, মাত্র ৭ শতাংশ পরিবারকে প্রতিশ্রুত ১০০ দিনের কাজ দেওয়া হয়েছে, তা কি সত্য নয়। কেন প্রায় ৭ কোটি রেজিস্টার্ড শ্রমিককে আধার-ভিত্তিক পেমেন্ট না থাকায় এমজিএনআরইজিএ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গত ১০ বছরে কেন এই প্রকল্পের জন্য সর্বনিম্ন বরাদ্দ করা হয়েছে এবং গরিব-বিরোধী মোদি সরকার কেন এমজিএনরেগা শ্রমিকদের দমন করতে এতই উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। খাড়গে বলেন, এমজিএনরেগা-র খরচ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়িতে হামলা

প্রতিবাদে বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদেশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। বাংলাদেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক বাড়িতে আক্রমনের প্রতিবাদে আজ শহরের রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছে প্রদেশ বিজেপি। এদিনের মিছিলটি আস্তাবল(স্বামী বিবেকানন্দ) ময়দান থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বাংলাদেশ সহকারি হাই কমিশন অফিসের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এদিন প্রদেশ বিজেপির নেতৃত্বরা সহকারি হাই কমিশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁরা মহম্মদ ইউনূসের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনুসের অনুসারী ও বর্তমান সরকারপন্থী মৌলবাদীদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক বাড়ি শান্তিনিকেতনে বর্বরোচিত, ন্যাক্কারজনক হামলা চালানো হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের বিভিন্ন ইস্যুতে মথার আন্দোলনের স্পষ্টিকরণ চাইল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। রাজন্য আমলের স্মৃতি ধ্বংস করতে চাইছে বিজেপি। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস আদিবাসী কমিটির চেয়ারম্যান শব্দকুমার জমাতিয়া। পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে তিপরা মথা সুপ্রিম প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের তীব্র নিন্দা করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস আদিবাসী কমিটি জনজাতিদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে মুখ্য সচিবের কাছে যে চিঠি প্রেরণ করেছিল তা নিয়ে সোমবার কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস আদিবাসী কমিটির চেয়ারম্যান শব্দকুমার জমাতিয়া। পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে তিপরা মথা সুপ্রিম প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণের তীব্র নিন্দা করেন তিনি।

এদিন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন পরবর্তীতে চুপ করে যাওয়া নিয়ে সরব হলেন শব্দ কুমার জমাতিয়া। তাঁর কথায়, সিএএ আন্দোলন হোক অথবা পুষ্পবন্ত প্যালেস অথবা বাংলাদেশি বিতরণই হোক না কেন, তিনি প্রতিটা ইস্যুতে আন্দোলন শুরু করে কেন সেখান থেকে সরে আসেন, প্রশ্ন তুললেন তিনি। সেই ব্যাপারে চিঠিও দিলেন প্রদ্যোতকে তিনি।

তাঁর কথায়, পুরোনো রাজভবনে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণের রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে বিরোধীতা করেছিল তিপরা মথা। মথার অভিযোগ ছিল ইতিহাস মুছার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। আগরতলার পুরাতন রাজবাড়ীটিকে তাজ হোটেল সংস্থার কাছে তুলে দিতে চাইছে সরকার। কিন্তু ইতিহাস মুছে উন্নয়ন কোনোদিনই সম্ভব নয়। তাহলে রাজ্য সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর এবিষয়ে নিয়ে রাজ্যবাসী আন্দোলন দেখেননি। সব বিষয় নিয়ে তিনি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে চিঠি দিয়েছিলেন বলে জানান।

বামুটিয়ায় অটোরিকশা চালকের দ্বন্দ্ব, দিনভর পরিষেবা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। অনেকদিন হলো আগরতলা বামুটিয়া রোডে বাস চলাচল বন্ধ। হাতেগোনা কয়েকটি ম্যাজিক গাড়ি চলে। বামুটিয়াবাসীর চলাচলে অটো রিক্সার উপরই ভরসা এখন। সূর্যোদয় থেকে রাত্রি পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় অটো দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। বামুটিয়ায় কয়েকশ অটোরিক্সা চলাচল করে। বর্তমানে গ্যাস চালিত অটোরিকশা এবং ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চলাচল করে। গ্যাস চালিত অটোরিকশা সিন্ডিকেট হল বামুটিয়া ব্লক সংলগ্ন অপরদিকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা সিন্ডিকেট হল লিচু বাগান এলাকায়।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা একটি স্ট্যান্ড তুফানীয়া লুঙ্গাই খুলেছে। এ নিয়েই দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে দুই সিন্ডিকেটের মধ্যে। বিগত কয়েকদিন যাবত দুই সিন্ডিকেটের মধ্যে রনং দেহি মনোভাব চলছে গতকাল থেকে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ সংঘাত থেকে সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি। আজ সকাল থেকে বামুটিয়া রোডে কোন অটোরিক্সা চলাচল করিনি এতে যাত্রী সাধারনের দুর্দশা চরম পর্যায়ে পৌঁছে। শ্রমজীবী মানুষ থেকে অফিস আদালতের কর্মচারী রোগী থেকে ছাত্রছাত্রী সবাই অসুবিধায় পড়ে। যাত্রী সাধারণের অসুবিধা মন্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাসের কাছে পৌঁছলে তিনি দ্রুত সমস্যা সমাধান করতে মাঠে নেমে পড়েন। দুই সিন্ডিকেটের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলে যানবাহন স্বাভাবিক করে দেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি জানান পরবর্তীতে ব্যাটারি এবং গ্যাস চালিত অটোরিকশা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসে স্থায়ী সমাধান করবেন। মন্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাসের এই উদ্যোগে স্বাগত জানান বামুটিয়ার যাত্রী সাধারণ।

বিবিএমসি কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। *আগরতলা শহরের বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উৎসাহের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভর্তি হচ্ছে।*

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা জানিয়েছে, কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। রাজধানী আগরতলা শহরের বীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৭০ হাজার বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার, ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। নাকা চেকিংয়ের সময় গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৭০,০০০ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করে ধর্মনগর থানার পুলিশ। সাথে তিন যুবককে আটক করে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং সিগারেট চোরাচালান রোধে অভিযান অব্যাহত থাকবে, বলে জানান পুলিশ অফিসার সুলেমান রিয়াং।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে ধর্মনগর থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফল প্রকাশের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ টেট পরীক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।।অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশের দাবিতে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এসটিজিটি পরীক্ষার চাকুরী প্রত্যাশী যুবক যুবতীরা ।এদিন ফলাফল প্রকাশ এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি অশ্রুসিক্ত নয়নে করজোড়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করেন তাঁরা।

তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষায় হয়েছিল ।কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশও করছে না এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না টিআরবিটি। প্রায় ৪ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি ।এ বিষয়ে দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়লেও তাদের দাবি পূরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কিন্তু দেখা গেছে টেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে টিআর বিটি। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে আজ সকালে অতিসত্বর ফল প্রকাশের দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১৭ জুন, ২০২৫ ইং
২ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অর্থনীতিতে উন্নয়ন

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা, এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রসার বড় ভূমিকা পালন করিতেছে।কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল ই-গভর্নেন্স ও পরিষেবা প্রদান। গ্রামাঞ্চলেও এখন সরকারি পরিষেবা অনলাইনে সহজেই পাওয়া যাইতেছে। জমির রেকর্ড, পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ইত্যাদি ডিজিটাল মাধ্যমে দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে পৌঁছিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে। সস্তা ডেটা এবং স্মার্টফোনের সহজলভ্যতার কারণে গ্রামীণ এলাকাগুলিও এখন শহরের মতো ডিজিটাল বিশ্বের অংশ হইয়া উঠিয়াছে। ডিজিটালাইজেশনের সুবাদে বর্তমানে ভারতে, শহর আর গ্রামের সীমারেখা অনেকটাই মুছিয়া গিয়াছে। মানুষ ক্রমশ নাগরিক জীবনশৈলীতে নিজেদের অভ্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত আরবিআই-এর মাসিক বুলেটিনে বলা হইয়াছে, ২০২৪-২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বর ভারতীয় অর্থনীতিতে দ্রুত অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কারণ কৃষিজাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি ঘটিয়াছে। গ্রামীণ জীবনযাপনে উন্নতির ফলে মানুষের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে। এনএসএসও-র সাম্প্রতিক মাসিক মাথাপিছু খরচ (এমপিসিই) যাহা সমীক্ষায় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা থেকে দেখা যাইতেছে যে, গ্রামীণ ব্যয় শহুরে অংশকে ছাপাইয়া যাওয়ায়, গ্রাম-শহরের ব্যবধান কমিয়া আসিতেছে।এর পিছনে রহিয়াছে ক্রমবর্ধমান আর্থিক লেনদেন।সম্প্রতি মজুরির হার বৃদ্ধি এবং শহুরে অভিবাসনের কারণে গ্রামীণ পরিবারগুলিতে রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরবিআই-এর বুলেটিনে আরও বলা হইয়াছে যে, এমন কিছু নির্দিষ্ট কারণ রহিয়ায়েছে যাহা, গ্রামীণ পরিবারগুলির ব্যয় ক্ষমতা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। সমীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে পরিবহন, চিকিৎসা ব্যয় এবং উপভোক্তা পরিষেবার ব্যয়, গ্রামীণ অঞ্চলে খাদ্যশস্য বাবদ ব্যয়ের চাইতে বেশি। উন্নয়নগুলি আশা জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং গ্রামীণ ভারত ক্রমশ শহরাঞ্চলের জীবনশৈলীর সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিয়াছে।গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষ ভোগ্যপণ্য অর্থাৎ এফএমসিজি-তে ব্যয় বাড়াইয়া দিয়াছেন। এর ফলে এই ধরনের পণ্য সংস্থাগুলি এর সুফল পাইতেছে, যাহা আয়ের আপগ্রেড স্টক মূল্যায়নকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এই ধরনের পণ্য বিক্রির পরিমাণে উন্নতির ফলে মুদ্রাস্ফীতি সময় নিয়া কমিয়াছে।ভারতকে বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জিডিপির ২০-২৫ শতাংশে পৌঁছনো প্রয়োজন। উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছনোর পথ হইল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এটি বৈদ্যুতিন, ফার্মাসিউটিক্যালস, টেক্সটাইল এবং অটোমোবাইলের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়াইয়া তুলিবে এবং ভারতীয় পণ্যগুলিকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক মানে পৌঁছিয়া দিবে।

দুইটি ড্রিমলাইনার বিমানের মাঝ আকাশে বিভ্রাট, ঘন্টা কয়েকের ব্যবধানে হংকং ও লন্ডন থেকে ফিরে এল দুই ভারতগামী ফ্লাইট

নয়াদিল্লি/হংকং/লন্ডন, ১৬ জুন : আহমেদাবাদে সাম্প্রতিক ড্রিমলাইনার ভয়াবহ দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, ফের মাঝ আকাশে বিপত্তিএবার ঘন্টা কয়েকের ব্যবধানে হংকং ও লন্ডন থেকে ফিরে এল দুটি ভারতগামী বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে সোমবার সকালে। এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ৩১৫ ফ্লাইটটি হংকং থেকে দিল্লিগামী ছিল। স্থানীয় সময় সকাল ৯:৩০ নাগাদ টেক-অফ করার প্রায় ৯০ মিনিট পর, পাইলটরা কারিগরি ত্রুটির সন্দেহে হংকং এয়ারপোর্টে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বিমানে থাকা সকল যাত্রী ও কর্মী নিরাপদে নামেন। বর্তমানে বিমানটিতে প্রযুক্তিগত পরীক্ষা চলছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র জানিয়েছেন, "এআই ৩১৫ ফ্লাইটটি কারিগরি সমস্যার কারণে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে হংকং ফিরে এসেছে। বিকল্প ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং যাত্রীদের সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।"

অপরদিকে, রবিবার বিকেলে লন্ডন থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিএ ৩৫ ফ্লাইটটিও মাঝপথে ফিরে আসে। ১:১৬ মিনিটে হিথ্রো থেকে ছেড়ে প্রায় দু'ঘণ্টা পর এটি আবার লন্ডনে ফিরে আসে। বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে, 'একটি প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্ভাবনা থাকায় রুটিন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে ফ্লাইটটি ফিরিয়ে আনা হয়েছে।'

এদিকে, এই ধারাবাহিক ঘটনার প্রেক্ষিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে যাত্রীদের মধ্যে। কারণ, কিছুদিন আগেই আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ ফ্লাইট বিধ্বস্ত হয়ে ২৭৯ জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে বিমানের ২৪১ জন আরোহী ছাড়াও ২৯ জন ছিলেন ভূমিতে, যাঁদের মধ্যে পাঁচজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটিও ছিল বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার, যা নিয়ে গোটা বিশ্বে প্রশ্ন উঠেছে বিমানটির নিরাপত্তা নিয়ে। বিমানের জিই জেনএক্স ইঞ্জিন সংক্রান্ত ত্রুটিকেই প্রাথমিক কারণ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এই অবস্থায়, ডিজিসিএ বোয়িং ৭৮৭ বিমানগুলির ওপর কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে। বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার মডেলের বিমানগুলির ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফুয়েল প্যারামিটার ও সিস্টেম ডায়াগনস্টিক পর্যবেক্ষণ, কেবিন এয়ার কম্প্রেসার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশের পরীক্ষা, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিন কন্টোল সিস্টেমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন, ফুয়েল-চালিত অ্যাকচুয়েটর ও অয়েল সিস্টেম পরীক্ষা, হাইড্রলিক সিস্টেমের কার্যকারিতা নিরীক্ষা এবং টেক-অফ থ্রাস্ট ও পারফরম্যান্স পর্যালোচনা। এ ধরনের ত্রুটির পুনরাবৃত্তি আটকাতে এবং যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্তমানে এয়ার ইন্ডিয়ার বহরে ৩৩টি বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার রয়েছে, যা এই মডেলের সবচেয়ে বড় ভারতীয় অপারেটর হিসেবে পরিচিত। পাশাপাশি, ইন্ডিগোও সীমিত সংখ্যক ড্রিমলাইনার পরিচালনা করছে। একাধিক কারিগরি ত্রুটি এবং সাম্প্রতিক আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পর যাত্রীদের মধ্যে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, তা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং বিমান প্রযুক্তির ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে আসন্ন দিনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মত বিমান নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের।

সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ সম্মান 'গ্র্যান্ড ক্রস অব দ্য অর্ডার অব মাকারিওস থার্ড' গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি/নিকোসিয়া, ১৬ জুন : ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'গ্র্যান্ড ক্রস অব দ্য অর্ডার অব মাকারিওস থার্ড'-এ ভূষিত হলেন। এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান প্রদান করেন সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি মহামহিম নিকোস ক্রিস্টোডুলিদিস।

সম্মান গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, তিনি এই পুরস্কারটি ভারতের ১৪০ কোটি জনগণের পক্ষ থেকে গ্রহণ করছেন। তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি, সরকার ও জনগণকে। এই সম্মানকে তিনি ভারত ও সাইপ্রাসের দীর্ঘদিনের উষ্ণ সম্পর্ক ও পারস্পরিক বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই সম্মান ভারতের প্রাচীন দর্শন 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' (সারা বিশ্ব একটি পরিবার) — এই ভাবনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, যা ভারতের বৈশ্বিক শান্তি ও অগ্রগতির দৃষ্টিভঙ্গিকে পথ দেখায়। তিনি এই সম্মানকে ভারত ও সাইপ্রাসের মধ্যে অংশীদারিত্ব আরও মজবুত ও বৈচিত্র্যময় করার এক নতুন অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করেন।

মুক্ত দুনিয়ায় বন্দা ছেলে

ডা. প্রণব সেনগুপ্ত

অসীমবাবু এ যুগের দুব্বার জাদরেল নেতা। ইনার বাগ্মিতা, ভাষণ, যেন মহাপ্রলয়। ইনার একডাকে হাজারো লোকের জমায়েত। অসীমবাবুর অসীম ব্যক্তিত্ব, শুধু সাধারণ প্রশাসন নয়। এমনকি.... ও কর্তা ব্যক্তিদেরও নাভিশ্বাস। জনগণের সুখ দুঃখের অংশীদার, সহমর্মিতার সাথে সাধারণ লোকের স্মৃতি শ্রবণ সবই উনার চরিত্রের উৎকর্ষতা। উনার পিতা সীতাংশুবাবু ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। চোখেও কম দেখেন, সাদাসিধে চরিত্রের লোক, সবাই অসীমবাবুকে ভাল বললেও কিন্তু সীতাংশুবাবু উনার ছেলে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতে নারাজ। শুধু এইটুকুই বলেন- সারাজীবন চাকুরী করেও শেষে জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে চাই। তাতেও মনে হয় বাধা, কারণ মধ্যরাত্র অব্দি তার ঘরে চলে আনন্দ উৎসবের হুল্লোড়। আভিজাত্য, জীবনযাত্রা, এত পয়সা ওর কাছে এল কোত্থেকে। তার একমাত্র ছেলে কুমার অলক দিল্লীতে কোন নামী দামী কলেজে পড়াশুনা করে। আর নাতি অলকের মুখ দর্শন করতেও সীতাংশুবাবুর চোখে মুখে ঘেন্না ফুঠে ওঠে, কারণ অলকের সঙ্গীসাথী, জীবনযাত্রা সবটাতেই যেন উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ, আর যে কোন কারণেই অলক জোর করে তার মুখটা দাদুকে দেখাতে ইচ্ছুক। দরকারে অদরকারে ঠিক দাদুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে- খিস্তি মারবে, বিদ্রূপভাবে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বার ভঙ্গি করবে শুধু তাই নয়। সিটি মারবে যা সীতাংশুবাবুর সবচেয়ে অপছন্দ। সীতাংশুবাবু ভাবেন-আজ আর আমার বয়স নেই, নয়তো এই ছোঁড়াটাকে বাড়ী থেকে বের করে দিতাম। কিন্তু এখন কি তাঁর পক্ষে সম্ভব অলককে ঠান্ডা করা। তাছাড়া অসীমবাবুও দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ান। এবার যখন ছেলে বিনাছুটিতে বাড়ীতে আসে, তখন অসীমবাবু সস্ত্রীক বাইরে উনার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য। স্ত্রী ঊর্মিলার কিডনী প্রোবলেম, সকালে অলক পাড়ার গলিতে, দোকানে সিগারেট ফুঁকতে এসে বুঝতে পারে ওর বখাটে বন্ধুরা ওকে দেখে কেটে পড়ে। আর যাকে নিয়ে সে ছুটছে আসলেই নেশা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে, একমাত্র অলকের সঙ্গী হিসাবে সেই রয়ে গেল। সেই প্রথম অলককে বলল যে পুলিশের জালে একজন ড্রাগ চোরাকারবারী ধরা পড়েছে এবং সেই নাকি তোর বাবার নাম বলেছে। যে উনিও এই ব্যবসায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং ওকে দিয়ে ড্রাগ আমদানি রপ্তানি করায় এবং রামু আরো শুনতে পেয়েছে সি.আই.ডি পুলিশ অলক ওদের বাড়ীতে রেইড করবে। এ কথা শুনে অলক বাড়ীতে ঢোকামাত্র দেখে দুইখানা পুলিশের গাড়ী হাজির। সাদা পোষাকের পুলিশ নিজেদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বলল-তারা সি.আই.ডি বিভাগের এবং আদালত থেকে তল্লাসী পরোয়ানা নিয়ে এসেছে অলকদের বাড়ী রেইড করতে অলক জানায় তার বাবা বর্তমানে বাড়ীতে নেই, উনি উনার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বাইরে আছেন কিন্তু উনারা তাতে কর্ণপাতও করেননি। রেইড করতে এসে পুলিশ অলকের ঘরও বাদ দেয়নি। আদ্যোপান্ত, এমনকি বিছানাও উল্টে পাল্টে দেখেছে। দুটি ছোট মদের বোতল পেয়েছিল, বাদবাকী দ্রুততার সাথে চালাক অলক হাপিস করে ফেলেছে। তবে স্পেনিস গীটার দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিল বেঁটে মোটামত মিষ্টার দেবরায়, যিনি সি.আই, ডি গ্রুপকে লিড করছেন। অলককে বাজাতে বলেছিল। অলক চটপট বলেছিল আই ডোন্ট নো। মিষ্টার দেবরায় তখন বলে উঠল তাহলে রেখেছ কেন? আমার গার্লফ্রেন্ড প্রেজেন্ট করেছে। ফ্যান্টাস্টিক। তাহলে তোমার গার্লফ্রেন্ডও আছে। অফকোর্স, কেন থাকবে না, বলে অলক একটু বিদ্রুপ হাসি হাসল। আর মনে মনে মিষ্টার দেবরায়কে হিজরা বলে গাল দিল। সি.আই.ডি অফিসাররা সীতাংশুবাবুর ঘরও বাদ দেয়নি। স্ত্রীহীন আশি বছরের নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ, শিক্ষক, ভদ্র ও শালীনতার সঙ্গে ঝুঝে পড়লেন অফিসারদের সঙ্গে, ক্ষোভ, অপমানে প্রশ্ন করলেন হোয়াই সার্চ ইন মাই রুম, আই এম নট কার্লপ্রীট এট অল। সি আই.ডি অফিসাররা বললেন-আমরা এসেছি অসীমবাবুর বাড়ী সার্চ করতে। সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে। আটকে গেলেন। নীতিপরায়ণ শিক্ষক সীতাংশুবাবু, কারণ ঘটনাচক্রে উনি উনার পুত্র অসীমবাবুর অট্টালিকাসম বাড়ীতেই আছেন। অফিসাররা স-সম্মানে বিনম্র ভঙ্গিতে উনার সঙ্গে কথা বললেন এবং অনুরোধ করেন তাদের কর্তব্যে বাধা না দিতে। শুরু হয় তন্ন তন্ন করে সার্চ করা। আর চমৎকার এক উন্মোচন ঘটে সীতাংশুবাবুর ঘরে থেকে। ঘরের ভেতর দিয়ে দোতালায় অসীমবাবুর ঘরে উঠা যায়। রেলিং বেয়ে রেলিং এর বিপরীত দিকে ওয়ালে এক মস্ত বড় ফটোগ্রাফ ঋষি অরবিন্দের। সেই ফটো সরিয়ে মিষ্টার দেবরায় আবিষ্কার করে ফেলেন একটি লুকানো বেশ বড়সড় গর্ত। আর তার বিশাল গর্ত থেকেই বেরিয়ে এলো বেশ কয়েক ধরণের ড্রাগ, হেরোইন, আফিমজাতীয়, সাথে বেশ কটি বেনামে বিদেশী ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট বই এবং বেশ কিছু কাগজপত্র ও কিছু নাম।

এরপর রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সম্মানিত শিক্ষক সীতাংশুবাবুর সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি। বাজ পড়লে যেমন মানুষ স্থির হয়ে যায় উনিও তাই হলেন। একটি কথাও আর মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। তাঁর বক্তব্য উনার অজ্ঞাতে কেউ এই কাজ করেছে। ওখানে যে এত সুনিপুণভাবে এতবড় বিশাল গর্ত আছে তাও কি তিনি জানতেন? আদৌ জানতেননা। কারণ এ বাড়ী তৈরী করেছে উনার ছেলে অসীম। মিষ্টার দেবরায়ের প্রশ্ন -এ বিশাল গর্তে কে এই ড্রাগস রেখেছে?

প্রশ্নের জবাবে বৃদ্ধ সীতাংশুবাব হাত উল্টে বুঝিয়ে দেন কেবল ভগবানই জানেন।

সি. আই ডি. অফিসাররা বাস্তবে বিশ্বাসী তাঁরা উনাকে দিয়ে সীজার লিষ্টে সই করিয়ে নেন যে অসীমবাবুর ঘর থেকেই এই ড্রাগস পাওয়া গেছে। কাঁপা কাঁপা হাতে উনি দস্তখত করতে বাধ্য হন। জীবনে সম্ভবত এই প্রথম এতবড় হেনস্তা।

তারপর রটে যায় যে অসীমবাবু আর কখনো ফিরে আসবেন না। পুলিশ উনাকে খুঁজছে। প্রশ্ন উঠে উনি কি আগাম জামিনের আবেদন করেছেন, উনার আইনজীবির মাধ্যমে? চোখে খুব কম দেখেন সীতাংশুবাবু। লজ্জায় অপমানে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারেন না। এর মধ্যে নাতি অলক কখন কোথায় থাকে কে জানে।

প্রায়ই অনুপস্থিত। কিন্তু বাল্যজীবনে অলকের জীবন সূর্য্য ছিল ঠাকুর্দা সীতাংশু।

কিন্তু ঠাকুর্দা সীতাংশুবাবু যা করতে পারেননি বরং বাবা অসীম তা করেছে।

কারণ অসীমবাবু দোর্দন্ডপ্রতাপ নেতা যদিও অলকের এখন আর কোন পথ নেই। এখন অলকের জীবনে উদয়াস্ত অনিশ্চিত। দিল্লীর সেই নামী দামী কলেজ ছেড়ে চলে এসেছে, তার ঘর বাহির একাকার। সমস্ত পরিবারের মান সম্মান ভুলুণ্ঠিত কোথাও মুখ দেখাবার জো নেই, তবুও অলক কখনও সে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় এবং গলাটুকু লম্বা করে বাহিরের জগৎ লক্ষ্য করে, আর দেখে নিচের তলায় নিজের ঘর থেকে কীভাবে সামান্য কুঁজো হয়ে ঠাকুর্দা সীতাংশুবাবু এসে নিজের ইজি চেয়ারটাতে বসেন। শীতেরবেলার সোনালী রোদ্দুরে ভাঁজ করে পরা ধুতি আর খদ্দেরের সাদা পাঞ্জাবীর সঙ্গে তাঁর পাকা চুলের মাথাটা একাকার হয়ে যায়। হাই পাওয়ার চশমা লাগিয়ে খবরের কাগজ পড়েন ঠাকুরদা, আর দু"চোখ জলে ভরে যায়। এখনও মাঝে মাঝে সীতাংশুবাবুর অবচেতন মনে হয়ত উনার অজান্তে উঠে আসে হাঁক, কুমার মানে অলক আয় ব্যাটা, নেচে নেচে আয়ত দেখি।

এরকম করে ছোটবেলা অলককে ডাকতেন, কিন্তু অলক গিয়ে বলত- তুমি তো বুড়ো ঘোড়া, যতই চেষ্টা করনা কেন, আমাকে ছুঁতে পারবে না। কিন্তু এখন সীতাংশুবাবু নাতি অলককে আর ডাকেন না। শুধু যেন ক্ষোভ। এক পলক দেখেন। বিশ্বাস, হয় না। সেই উনার ছোটবেলার আদরের কুমার। আবার সীতাংশুবাবু ভাবলেন কুমার তো এত সকালে ওঠার কথা নয়, কারণ বাবার অঢেল পয়সার স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন। সে ছুটিতে এলে কখনও এত সকালে ঘুম থেকে ওঠে না, অন্তত বেলা ১০ টা গড়িয়ে গেলে ওর ঘুম ভাঙ্গে। সে উঠতেও পারবে না। কারণ সে ঘরে বসে কখনও একা বা কখনও রামু বা অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে গভীররাত পর্যন্ত দামী মদ খেতে ভালবাসে। কখনও ওরা রামুর দেওয়া গাঁজা টেনে টেনে বুঁদ হতেও ভালবাসে। ঘরে যখন থাকতে আর ইচ্ছা হয় না তখন মুহুর্তের মধ্যে কাউকে কিছু না বলে সে তার "ইয়ামাহা" নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, খুব রাফ ড্রাইভ করে। ওটাই নাকি ওর কাছে দারুণ এক্সাইটিং। সেই দিনটা কিন্তু একটু অন্যরকম। অলক সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়ে কিছুক্ষণ বাদে শিস দিতে দিতে দোতলা থেকে নেমে আসে। জানে ঠাকুরদা শিস দেওয়া সিটি বাজানো মোটেই পছন্দ করেন না। ঠাকুরদা সীতাংশুবাবুর গায়ে ছায়া ফেলে দাঁড়ায় কুমার। কিন্তু ঠাকুরদা চোখও তোলেন না। আরও ঝুঁকে পড়েন খবরের কাগজের মধ্যে। সীতাংশুবাবু। সাদা ভুরু, চোখের পলকও সাদা। কুমারের মুখটা যেন আবছা মনে হয় বলেন-ব্যাটা আজ এত সকালে?

কুমারের চটজলদি উত্তর কাল রাতে ঘুমাইনি। কেন? তোমার ছেলের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের সেলিব্রেট করলাম। সীতাংশুবাবু প্রশ্ন কীসের এত আনন্দ। বিদ্রুপের হাসি হেসে কুমারের উত্তর-জানি না। তোমার পুত্রের লেটেস্ট ইনটেলিজেন্সের কথা। উনি একটি কাগজে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন আমার বাড়ীতে ওসব হতেই পারে না। আমার অ্যাবসেন্সের সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছু স্কাউন্ডেল আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার নষ্ট করার জন্য পুলিশ লাগিয়েছে। আমাকে ব্ল্যাকমেইল করেছে।

অলকের প্রশ্ন ঠাকুরদা কী মনে হচ্ছে? এসব কি তোমার ছেলের কাজ নয়? ভাবতে পারি না। কেন ভাবতে পার না? এর আগেও তো তুমি বলতে অসীমের লাইফস্টাইল কীভাবে অত হাই কিন্তু আমি তো কিছু প্রমাণ করতে পারিনি। কিন্তু আমি বলি এই যে উনার ২/৩ জায়গায় ২/৩ টি বাড়ী, বেনামী গাড়ী, বছরে ৩/৪ বার বাইরে যাওয়া। আমাকে দিল্লী রেখে পড়ানো। আমার এডুকেশন এর জন্য বছরে দু"বার মোটা টাকা পাঠানো।

দ্যাখ জেন্টালম্যান ঠাকুরদা মশাই, তুমি নিজেও জান না-তুমি কাকে জন্ম দিয়েছ। তুমি তো কোকিল তাই তোমার বাসায় কাকে ডিম পেড়ে গেছে। - কুমার তুইও কি আমাকে দায়ী করছিস। সবাই তো আমাকেই দায়ী করছে। আমিই নাকি অসীমের বুদ্ধিদাতা। ঠাকুরদা তুমিই বলো তোমার ছেলে অসীমের হাই লাইফ কি তোমার জন্য নয়-তোমার সাদামাটা চরিত্রটাকে কি উনি কাজে লাগাননি?

একবার শুধু ভেবে দেখো তুমি কি করেছ। আর তোমার ছেলের কি নেই। একটু মাথা তুলে সীতাংশুবাবু বলেন কুমার তোর মুখটা যে দেখতে পাচ্ছি না। জানি না কেন দেখতে পাচ্ছ না। দেখলে যে তোমার ঘেন্না করবে।

শার্ট টেনে অলককে ঠাকুরদা বলে-ব্যাটা এই মুখেই তো তুই তোর বাবার বন্দনা করেছিস যেহেতু তোর বাবা তোকে মোটা টাকা দিত, আমাকে ওয়ার্থলেস এন্ড হর্স বলে ব্যাটা যত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে গেছিস।

কুমার বলে ঠিকই বলেছ ঠাকুরদা, আরাম আয়েসের জীবন কাটানোর জন্য আমিই ছিলাম বাবার একমাত্র সঙ্গী। যে বাবাকে সবসময় সাপোর্ট দিয়ে যেতাম। সীতাংশুবাবুর খেদোক্তি-আমি অসীমকে বোঝাতে পারিনি, ও যে বেপরোয়া দুর্নীতি, কালো ব্যবসা ওর কাছে কোন ব্যাপার না বুঝে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কিছু করার ছিল না- এখন ভয়তো তোকে নিয়ে। কেন ঠাকুরদা। গুরুগম্ভীর গলায় সীতাংশুবাবুর যুক্তি- তুইও যদি তোর বাবার মতই হয়ে যাসতবে আমি যাই কোথায়? ভরসাটুকু যে পাই না কুমার।

কুমারের উত্তর-আমি কি আর আগের মত আছি ঠাকুরদা মশাই-এখন কি আর তোমার ছেলেকে কুনির্শ করব?

হঠাৎ দিল্লী থেকে চলে এলাম, এখন তো বুঝতেই পারছি, লেখাপড়া লাটে উঠেছে। জান ঠাকুরমশাই লজ্জা করে লাভ নেই। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক নীরেনবাবুর ছোট মেয়ে নন্দিতা আমার গার্লফ্রেন্ড ছিল। ঠাকুরদার প্রশ্ন- তাহলে কি আজ আর নেই শোনো সেই আমাকে স্পেনিশ গীটার প্রেজেন্ট করেছিল। আর নামীদামী নেতা অসীমবাবুর ছেলে বলে আমাকে ওদের বাড়ীর সবাই খাতির করে। কিন্তু বাবার কেচ্ছা-কাহিনী খবরের কাগজে বের হবার পর পড়াশুনা করার কথা ভাবাটাও এখন আমার অন্যায়। সবদিক থেকে খিস্তি খেয়ে আমি চলে গেলাম শিক্ষক নীরেনবাবুর বাড়ী।

যেই নন্দিতা আমাকে রাজকুমার বলে ডাকতো। নন্দিতা বাড়ীতে ঢুকতেই হেসে ফেলল-বলল হ্যালো ড্রাগ ব্যবসায়ী আসুন, আসন গ্রহণ করুন-নন্দিতার কথায় আমি রেগে গেলাম।

চিৎকার করে বলে উঠলাম-চুপ করো। কী করে এডুকেটেড ছেলের সাথে কথা বলতে হয় জান না? অশিক্ষিত, মুর্খ, ফকির।

হঠাৎ যেন নন্দিতা রুদ্ররূপ নিয়ে জ্বলে উঠল ছুটে এসেই আমার দু"গালে আচমকা দু"থাপ্পড় কষাল। চিৎকার করে বলে উঠল আমরা ডাল ভাত খাই, সাধারণ ইস্কুলে পড়াশুনা করি, আর তোর লেখাপড়া জানা বাপ আন্তর্জাতিক ড্রাগ চোরাচালানকারী। সারাদিন দেশ সেবা বলে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে, শিক্ষিত চোরাচোট্টা, লুঠেরা, ভদ্রলোকের মুখোস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু আমাদের আত্মমর‍্যাদা আছে।

যদি কোনদিন আমাদের বাড়ীর দিকে আর পা রাখিস তাহলে পা দুটো কেটে দেব। ঘৃণা, লজ্জায়, নীরেনবাবুর বাড়ী থেকে বের হয়ে যখন রাজপথে উঠে এলাম ঘরেই ফিরে যাব বলে, তখন গলি গলি থেকে ছেলেরা বলতে লাগল চোরের ব্যাটা পালাচ্ছে দ্যাখ, ঠাকুরদা বল কোথায় যাই, সব পথ বন্ধ, মুক্ত দুনিয়ায় থেকেও আমি বন্দী বাবার অপকর্ম এখন আমার ঘাড়ে।

নৃত্যে যখন মুক্তির রূপ

সেটা ১৯৬১ সাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রবীন্দ্র-শতবর্ষের অর্ঘ্য হিসাবে দেবকী বসু ছবি তৈরি করলেন, পূজারিণী। শ্রীমতীর ভূমিকায় অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে নটীর নাচটি নাচলেন মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার। আমরা দেখি, শান্তিনিকেতনে নাচের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ নয়, তবলার দ্রুত বোলের সঙ্গে ঘুঙুরের তীব্র ঝনতার একটি শান্ত বিন্দুতে মিশে যায় এই নাচের সূচনায়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাঁশির সঙ্গে বেজে ওঠে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে "নৃত্যরসে চিত্ত উছল" হয়ে বেজে ওঠার গানটি। রবীন্দ্রগানের টেক্সট-এর সঙ্গে শুরু হয় নাচ।

আর তখনই যেন শিল্পীর ঈষতউত্তোলিত হাতের ভঙ্গিতে দেখা দেয় রবীন্দ্রনাথের আঁকা খুব পরিচিত নারীমূর্তির আভাস। আমাদের মনে পড়ে যায় শঙ্খ ঘোষের "রেখা নাট্যের নটী" নিবন্ধটির কথা, যেখানে লেখক মনে করিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথের রেখাশিল্পের শরীরে কী ভাবে আভাস রচনা করে নৃত্যশিল্পের এক সম্ভাব্য প্রতিমা। নটীর পূজা-র প্রথম অভিনয়ের পঁয়তাল্লিশ বছর পরে মঞ্জুশ্রীর নৃত্যরচনায় যেন নির্মিত হয় রবীন্দ্রগানের সঙ্গে নৃত্যের এক অন্যতর বয়ান, যা বিগত চার দশকে শান্তিনিকেতনে চলতে-থাকা নাচের ধারা থেকে অনেকটাই আলাদা। কিন্তু তা কি একেবারেই আলাদা তাঁর নিজের গানের সঙ্গে নৃত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় থেকে? এই যে ব্রাহ্মসমাজ ও প্রথম যুগের শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রায়-বর্জিত তবলা, এই যে ঘুঙুরের শব্দ, এই যে শাস্ত্রীয় নাচের মেধাবী চলন থেকে চিত্রকলার প্রায়-বিমূর্ত প্রতিমায় মিশে যাওয়া নাচ এ কি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যকল্প থেকে খুবই দূরের? "আমার গানের সঙ্গে যখন নাচবি, তখন সেই (শাস্ত্রীয়) কাঠামোর ওপরে গানের ভাব অনুযায়ী প্রতিমা গড়ে তুলবি," সুকৃতি দেবীকে বলছেন রবীন্দ্রনাথ (বহিল আনন্দধারা, ১৯৯৯)। মনে পড়ে, নিজের গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কাঠামো ও তার উপরে শিল্পীর প্রতিমা নির্মাণের কথা। কিন্তু "রবিবাবুর গান" যখন ক্রমে "রবীন্দ্রসঙ্গীত" হয়ে উঠল, সেই নতুন নামকরণটির কাছে আমরা সানন্দে নিজেদের সমর্পণ করলাম। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট কলাবিদ্যা হিসাবে "রবীন্দ্রনৃত্য" শব্দটি কিছুটা সংশয়ী করে তোলে আমাদের। রবীন্দ্রনাথ তো নাচিয়ে ছিলেন না, এবং যে অর্থে তিনি সঙ্গীত রচনা করেছেন সে অর্থে "নাচ" রচনা করেননি। অথচ পাড়ায়-প্রতিযোগিতায়-প্রতিষ্ঠানে ধীরে ধীরে "রবীন্দ্রনৃত্য" শব্দটি কবে যেন স্থায়ী আসন পেয়ে গেল, "রবীন্দ্রসঙ্গীত" শব্দটির সমান উচ্চতায়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি তথাকথিত "শুদ্ধ" গায়ন নির্মাণের জন্য ১৯৪৪ সাল থেকে বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতি একাধিপত্য প্রয়োগ করেছিলেন। এমনকি দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া গানকে নাকচ করার সময় তাঁরা ওঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কাগজে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে উপযোগী যন্ত্রের একটি অবিকল্প মুদ্রিত তালিকা। সঙ্গীত সমিতির আধিপত্যের এ ধরনের বয়ানে কুণ্ঠিত হয়ে রবীন্দ্রগান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকেন এ দেশের অনেক গুণী গাইয়ে। আন্তর্জাল বা ইউটিউবের মতো মাধ্যমগুলি আছে বলে আমরা বেশ বুঝে নিতে পারি, "রবীন্দ্রসঙ্গীত" নামের যে মূর্তিটি বিশ্বভারতীর সঙ্গীত সমিতি অনুমোদিত রেকর্ড-ক্যাসেট-সিডি থেকে ক্রমশ উঠে দাঁড়িয়েছে, তার চেহারা রবীন্দ্রনাথ বা দিনেন্দ্রনাথের গাওয়া গানগুলির রূপটি থেকে অনেকটাই দূরের। ফিরে যাই নাচের প্রসঙ্গে। রবীন্দ্র-শতবর্ষে নির্মিত যে নাচের কথা দিয়ে এ লেখা শুরু, সেই নটীর পূজা-র প্রথম অভিনয়ের জন্য নাচ তৈরি হয় ১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে। প্রতিমাদেবী "পূজারিণী" কবিতাকে নির্ভর করে একটি মূকাভিনয় করাবেন জেনে রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেলেন এই নাটক, যার অভিনয়ের অন্তিম মুহূর্তটি মিশে যাচ্ছে একটি নাচে। আমাদের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সেটিই প্রথম নাচ। মণিপুর থেকে আসা নৃত্যশিক্ষক নবকুমার সিংহের শেখানো কিছু ভঙ্গি আর প্রতিমা ঠাকুরের অভিনয়-নির্দেশ নিয়ে নেচেছিলেন নন্দলাল-কন্যা গৌরী বসু।

ঠিক তার পাঁচ বছর পর যখন কলকাতায় নটীর পূজা-র অভিনয় হওয়ার কথা, তখন শ্রীমতী চরিত্রের জন্য এই নাচকে নতুন করে তৈরি করার আদেশ পেলেন শান্তিদেব ঘোষ। তাঁর বয়ানে পাই, তিনি নাচটি তৈরির সময় পায়ের ছন্দের কাজের প্রতি বেশি জোর দিয়েছিলেন। কেবল মণিপুরির জায়গায় এ বার এল কথাকলি আর বাউল নাচের মিশেল। এই বর্ণনা পড়ে নাচটির যে ছবি আমাদের চোখে ভেসে আসে তা জোরালো আঘাত পায় নিউ থিয়েটার্স-এর উদ্যোগে নির্মিত এই অভিনয়ের চলচ্চিত্ররূপটি দেখে। আমরা কিন্তু প্রায় মাথা-নিচু-করা, অত্যন্ত মন্থর একটি শরীরী অভিনয়ের মধ্যে কথাকলি, মণিপুরি, বাউলের "নাচ" বলতে যা বুঝি তা দেখতে পাই না ছায়াছবিতে ধরা নটীর পূজা-য় ললিতা সেনের নিবেদনে। রবীন্দ্র-শতবর্ষের পর থেকে বাঙালি সমাজে রবীন্দ্রনৃত্য বলতে ঈষতমণিপুরি কথাকলির মিশেল, বাটিকের উত্তরীয়, ঘুঙুরের অলঙ্করণবর্জিত চলন, এই সব কিছু খুব জরুরি চিহ্ন হিসাবে গণ্য হল। ঠিক যেমন "রাবীন্দ্রিক" শব্দটা কিছু বিশেষ ভঙ্গি আর সাজকে অবলম্বন করে একটা প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক চিহ্ন হয়ে উঠল বাঙালি সমাজে। একক স্থাপত্যের মতো এই অনড় কঠিন গড়ন কিন্তু বার বার দ্রব হয়েছে নানা সৃজনমূলক নৃত্য নির্মাণ ও নিরীক্ষার ধারায়। যে অমলা নন্দীর মায়ার খেলা-র অভিনয় দেখে একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি (তখন অমলাশঙ্কর) ও উদয়শঙ্কর ১৯৬১ সালেই তাঁদের নিজস্ব শৈলীতে তৈরি করলেন "সামান্য ক্ষতি"-র নৃত্য। সেই প্রযোজনায় পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও উস্তাদ আলি আকবর খান নানা ভারতীয় ধ্রুপদী ও লোকসঙ্গীতের যন্ত্র ব্যবহার করে এক অন্যতর আবহ নির্মাণ করলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় অভিনীত প্রথম চণ্ডালিকা প্রযোজনায় (১৯৩৯) মায়ের ভূমিকায় সাড়া জাগানো নৃত্য-অভিনয় করেছিলেন মৃণালিনী স্বামীনাথন, উত্তরকালে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠান "দর্পণা" থেকে কন্যা মল্লিকা সারাভাইকে সঙ্গী করে ভরতনাট্যমের নানা স্তরের অভিনয়শৈলী ব্যবহার করে এক অনুপম চণ্ডালিকা তৈরি করলেন। সেই প্রযোজনার পোশাকে ব্যবহার করলেন দক্ষিণ ভারতের মোটা সুতির শাড়ি আর লোকসমাজের গয়না। ঠিক তার পাশাপাশি এই বাংলায় মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার স্পষ্ট করলেন তাঁর "নবনৃত্য" আন্দোলনের ধারণাটি, তাঁর বহু-অভিনীত প্রযোজনা "তোমারি মাটির কন্যা"-তে ব্যবহার করলেন মণিপুরের প্রাকবৈষ্ণব যুগের মহিলা পুরোহিতদের (মাইবি) নাচের আঙ্গিক। সেই নির্মিতি দেখে নির্দেশকের সঙ্গে সঙ্গে টেক্সটকে নতুন করে পাঠ করলাম আমরা। এঁরা কিন্তু খুব স্পষ্ট আর সচেতন ভাবেই এড়িয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনের শৈলী ও সজ্জা, কিন্তু কোথাও সরে গেলেন না রবীন্দ্রনাথের থেকে, বরং শান্তিনিকেতনের প্রযোজনাগুলির পৌনঃপুনিকতার বাইরে আমরা নতুন পাঠ ও ব্যাখ্যান পেতে শুরু করলাম টেক্সট-এর, এমনকি নৃত্যেরও। বিশ্বভারতী সম্প্রতি "রবীন্দ্রনৃত্য" শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ও পাঠক্রম চালু করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় নৃত্যনাট্য প্রযোজনার সময় নানা দেশের নানা শৈলীর নাচকে স্বাগত জানিয়েছেন। শেষ বয়সের এই নতুন সাধনায় রবীন্দ্রনাথ জন্ম দিয়েছিলেন এক বহমান ধারার, যে ধারায় নানা নদীর নানা স্রোত এসে মিশতে পারে। রবীন্দ্রপ্রয়াণের পরবর্তী সময়কালে আমরা লক্ষ করেছি বিশ্বভারতীর পড়ুয়া হিসাবে এসে কেউ কেউ যেমন রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে নিজের পরিসরে নিজের ব্যাখ্যানে নাচ তৈরি করেছেন, তেমনই বাইরে থেকে শাস্ত্রীয় নাচ শিখে এবং শান্তিনিকেতনের বাইরে সেই নাচকে আশ্রয় করে খুবই আগ্রহ-জাগানো রবীন্দ্র- নৃত্যনাট্য তৈরি করে, উত্তরকালে বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতাসূত্রে এসে কেউ দিয়েছেন শান্তিনিকেতনে প্রচলিত "রবীন্দ্রনৃত্য" শব্দটিকে এক নতুনতর মার্জিত আকার। সেই নতুন ধাঁচের প্রযোজনা কিন্তু তৈরি হয়েছে শিল্পীর একক উদ্যোগে, বিশ্বভারতীর বাইরে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় এআইডিডব্লিউর উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনা চরমে, নিহত শতাধিক, তেহরানে ইসরায়েলি বিমান হামলা অব্যাহত

তেহরানে,১৬ জুন : ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সংঘর্ষ চতুর্থ দিনে প্রবেশ করেছে এবং পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক রূপ নিচ্ছে। ইসরায়েলি বিমান হামলার জবাবে ইরান সোমবার সকালে নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালে তেলআবিবে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। ইসরায়েলের জরুরি পরিষেবা জানিয়েছে, এ হামলায় কমপক্ষে ৫ জন নিহত এবং ডজনখানেক বেসামরিক নাগরিক আহত হয়েছেন। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ২২৪ জন নিহত হয়েছেন এবং ১,২৭৭ জন হাসপাতালে ভর্তি আছেন, যাদের মধ্যে ৯০ শতাংশই বেসামরিক নাগরিক।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, তারা তেহরানের আকাশসীমায় 'পূর্ণ আকাশ আধিপত্য' প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ধ্বংস করেছে। এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ৫০টিরও বেশি ফাইটার জেট ব্যবহার করে ১২০টিরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চার ধ্বংস করা হয়েছে, যা ইরানের মোট মজুদের এক-তৃতীয়াংশ। একইসঙ্গে তেহরানে ২০টির বেশি সামরিক কমান্ড সেন্টার এবং বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর কুদস ফোর্সের ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে।

ইরান থেকে চালানো এক ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরণের কম্পনে তেলআবিবে মার্কিন কনসুলেট আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি। তবে এতে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। নিরাপত্তা হুমকির কারণে তেলআবিব ও জেরুজালেমে মার্কিন কূটনৈতিক কার্যালয়গুলো সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

এদিকে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইরানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনে অন্য পথ ব্যবহার করে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১২০ জন ভারতীয়কে তুর্কমেনিস্তানের মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভারতের পাশাপাশি চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া ও তাইওয়ানও নিজ নিজ নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে সহায়তা করছে।

ইসরায়েলের সামরিক অভিযান ইরানের শীর্ষ সামরিক ও পরমাণু নেতৃত্বের উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, তারা ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর প্রধান জেনারেল হোসেইন সালামি, মেজর জেনারেল গোলাম আলি রাশিদ এবং গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ কাজেমিকে হত্যা করেছে। এছাড়া নিহত হয়েছেন অন্তত নয়জন শীর্ষ পরমাণু বিজ্ঞানী, যাদের মধ্যে রয়েছেন শাহিদ বেহেশতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিজ্ঞানী মোহাম্মদ-মেহদি তেহরাঞ্চি।

এই উত্তেজনার মধ্যেই ইরান পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি (ঞ্জঞ্চ) থেকে বেরিয়ে আসার হুমকি দিয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং সংসদের সঙ্গে সমন্বয় করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, পাকিস্তান ইরানের সঙ্গে বালোচিস্তান সীমান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। ইসরায়েল জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের সমালোচনাকে উপেক্ষা করে জানিয়েছে, তারা 'একপাক্ষিক ও পক্ষপাতদুষ্ট' সমালোচনাকে আমলে নিচ্ছে না। পাশাপাশি জানা গেছে, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের পক্ষ থেকে আয়াতুল্লাহ খামেনিকে হত্যার প্রস্তাব ভেটো দিয়েছিলেন, কারণ এতে অঞ্চলজুড়ে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল।

তেলআবিবজুড়ে এখন আতঙ্ক ও চরম নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। প্রতিনিয়ত সাইরেন, ধোঁয়া আর বিস্ফোরণের শব্দে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ছে। যদিও ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশিরভাগ ক্ষেপণাস্ত্র বাধা দিতে সক্ষম হয়েছে, তবে মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতির মাত্রা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

PNIET No: 28/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 11/06/2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Providing conservancy services for sweeping and cleaning of all offices including lavatory blocks of New Secretariat Building PWD Block No.7 under the jurisdiction of Capital Complex Sub-Division No-II, PWD(B) at New Secretariat building complex for 12(twelve) month during the year 2025-26. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIET No: 27/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Estimated Cost: 11,04,383.00, Earnest Money: 22,088.00 and Time for completion: 365 (three hundred sixty five) days
Last date & time for online Bidding: 25/06/2025 upto 3:00 PM
ICA/C/1026/25

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

GOVERNMENT OF TRIPURA REVENUE DEPARTMENT
No. F.09 (02)-REV/ACQ/VI/24
DECLARATION
(U/S-19 of the RFCTLARR Act, 2013)
SCHEDULE OF LAND
Ref. File No. F.DM/W/LA/SDR/13/2024

Name of District	-	West Tripura
Name of Sub-Division	-	Sadar
Name of Mouja	-	Singarbil, Sheet No. 3/p
Name of Tehsil	-	Lankamura
Name of Police Station	-	Airport

Project:- Acquisition of private land measuring 1.410 acres of Mouja – Singarbil, Sheet No.3/p at Lankamura TK under Sadar Sub-Division for the purpose of development of MBB Airport.

Sl. No.	Khatian No	Plot No	Class of Land	Area to be acquired (in Acres)
1.	525	4048	Tilla	0.280
2.	1306	4043	Tilla	0.270
3.	999/1,2	4029	Vid (Tilla)	0.050
		4028	Tilla	0.210
4.	1016	4027	Tilla	0.140
5.	1006	4020	Tilla	0.080
	1403/1,2	4001	Tilla	0.380
	Total Jote land measuring :-			1.410
	Total Khas land measuring :-			0.000
	Total departmental land :-			0.000
	Total land to be acquired :-			1.410

ICA/D/ 386/25

By Order of the Governor
Chandra Krishna Malsom
Deputy Secretary to the Government of Tripura Revenue Department
AGARTALA

MEMORANDUM

The tender for the work "Mtc. of Bishalgarh to Jampuijala via Takarjala road under Bishramganj PWD(R&B) Sub-Divisional area (Portion from Ch.8.00 Km to 11.00 Km) Gandhi Home to Dayaram para /SH:- Patch- carpeting, seal coat etc. during the year 2025-26" bearing DNIe-T No: 51/ R/DNIeT/EE-BRG/PWD/ 2024- 25, dated, 10.03.2025 and e-procurement Tender ID No:- 2025_CEPWD_59394_1 Published vide PNIT No:-30/ EE-BRG/PWD/2024-2025 which was circulated vide this office memo No- F.17(18)/EE- BRG/PWD/I/ 561293, Dated, 10/03/2025, is hereby cancelled due to Administrative reason.
ICA/C/1032/25

Executive Engineer,
Bishramganj Division,
PWD (R&B),

PNIe-T No. 35/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated: 11/06/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre/Service Provider in Tripura for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Providing, Installation & commissioning of air Conditioning System at different conference Hall of PWD ,and in the different PWD building Govt. of Tripura as and when required basis for the Year 2025-2026 DNIeTNo.27/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26.	Rs 7,78,886.00	Rs 15,578.00	365(Three Hundred Sixty five) Days	Up to 3:00 PM on 23/06/2025	At 3:30 PM on 23/06/2025

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1033/25

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD
Agartala

আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স-এর প্রথম সভা দিল্লিতে অনুষ্ঠিত: সভাপতিত্ব করলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : নয়াদিল্লিতে আজ অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স -এর প্রথম সভা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে গঠিত এই অ্যালায়েন্সের লক্ষ্য হলো বিশ্বজুড়ে সাতটি প্রধান বিগ ক্যাট প্রজাতিটাইগার, লায়ন, লেপার্ড, স্নো লেপার্ড, চিতাহ, জাগুয়ার এবং পুমার সংরক্ষণে যৌথ পদক্ষেপ নেওয়া। সভার সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র যাদব।

এই উচ্চপর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ করে নয়টি দেশের মন্ত্রিপর্যায়ের প্রতিনিধিদল, যথা ভুটান, কম্বোডিয়া, এসওয়াতিনি, গিনি, ভারত, লাইবেরিয়া, সুরিনাম, সোমালিয়া ও কাজাখস্তান। শ্রী যাদব তাঁর ভাষণে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত বিগত এক দশকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বস্থানে উঠে এসেছে। তিনি বিগ ক্যাট বিচরণকারী দেশগুলিকে আইবিসিএ -র বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

সভায় সর্বসম্মতভাবে শ্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে আইবিসিএ -র সভাপতি এবং শ্রী এস.পি. যাদবকে মহাপরিচালক হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়। এ ছাড়াও সভায় আইবিসিএ -র প্রথম আন্তর্জাতিক স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয় এবং আইবিসিএ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত সদর দপ্তর চুক্তি অনুমোদিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে আইবিসিএ ভারতের মাটিতে তার সদর দপ্তর ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য অফিস স্থাপন করতে পারবে।

শ্রী যাদব বলেন, সাতটি প্রধান বিগ ক্যাট প্রজাতি ও তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণের জন্য যৌথ পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এর ফলে আমাদের পরিবেশগত ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

প্রসঙ্গত, ভারতের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি আইবিসিএ গঠনের নোডাল সংস্থা হিসেবে কাজ করছে এবং ১২ মার্চ ২০২৪-এ সরকারিভাবে এটি গঠিত হয়।

বর্তমানে এই জোটের আওতায় রয়েছে ৯৫টি বিচরণকারী দেশ যারা বিগ ক্যাট সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সভায় অংশগ্রহণকারী দেশের প্রতিনিধিরাও তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে জানান, তারা আন্তরিকভাবে বিগ ক্যাট সংরক্ষণে কাজ করবে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে একীভূত পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্সের প্রথম সভায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে সভাপতি হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়, যা ভারতের প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের আস্থা ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি বহন করে। এছাড়াও, আইবিসিএ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত সদর দপ্তর চুক্তি, সংগঠনের কর্মপরিকল্পনা এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধিমালা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতের মাটিতে আইবিসিএ -এর সদর দপ্তর স্থাপনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিগ ক্যাট সংরক্ষণের কেন্দ্রস্থল হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই সভা ভারতের নেতৃত্ব ও প্রতিশ্রুতির এক মাইলফলক এবং বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেডে নির্মিত পঞ্চম 'ফাস্ট প্যাট্রোল ভেসেল' 'আচল' জলযাত্রা শুরু করল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর জন্য

গোয়া, ১৬ জুন: ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর জন্য গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড-এ নির্মিত অষ্টটি দ্রুতগামী টহল জাহাজের মধ্যে পঞ্চম জাহাজ 'আচল'-এর জলযাত্রা আজ গোয়াতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপকূলরক্ষী বাহিনীর পশ্চিম উপকূল কমান্ডের কমান্ডার ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক অনিল কুমার হরবোলা এবং তাঁর পত্নী শ্রীমতী কবিতা হরবোলা, যিনি জাহাজটির শুভ সূচনা করেন।

'আচল' জাহাজটি আমেরিকান ব্যুরো অফ শিপিং এবং ইন্ডিয়ান রেজিস্টার অফ শিপিং-এর যৌথ মানদণ্ডে কঠোর নকশা ও নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে। এতে ৬০ শতাংশের বেশি দেশীয় উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে, যা আত্মনির্ভর ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদনের পথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

জাহাজটির দৈর্ঘ্য ৫২ মিটার এবং প্রস্থ ৮ মিটার। মোট ৩২০ টন ওজনের এই এফপিভি জাহাজটিতে সিপিপি-ভিত্তিক প্রপালশন সিস্টেম রয়েছে, যার মাধ্যমে এটি সর্বোচ্চ ২৭ নট গতিতে চলতে সক্ষম।

'আচল' মূলত উপকূলবর্তী অঞ্চল, দ্বীপ এবং অফশোর সম্পদ রক্ষার জন্য সুরক্ষা, নজরদারি, নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ চালাবে। এটি ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ও গোয়া শিপইয়ার্ডের দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্বে আরেকটি মাইলফলক হয়ে উঠেছে।

জানা গেছে, ৪৭৩ কোটি টাকার প্রকল্পে নির্মিত এই জাহাজটি শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, স্থানীয় শিল্প ও এমএসএমই ইউনিটগুলির জন্যও নতুন

ট্রাই প্রকাশ করল টেলিকম ট্যারিফ (৭১তম সংশোধনী) আদেশ ২০২৫ : পিএম-ওয়ানী প্রকল্পের আওতায় পাবলিক ডেটা অফিসগুলির জন্য ইন্টারনেট ট্যারিফ নির্ধারণ

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : ভারতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ আজ টেলিকমিউনিকেশন ট্যারিফ (৭১তম সংশোধনী) আদেশ, ২০২৫ প্রকাশ করেছে, যা প্রধানমন্ত্রী ওয়াই-ফাই অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস প্রকল্পের আওতায় পাবলিক ডেটা অফিস-এর জন্য খুচরো ব্রডব্যান্ড সংযোগের ট্যারিফ নির্ধারণ করে।

টেলিকম বিভাগ জানিয়েছে, পিএম-ওয়ানি প্রকল্প প্রত্যাশিত হারে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ ছিল পিডিও -দের কাছে ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারীদের উচ্চমূল্য নির্ধারণ। এ ছাড়া, পরিষেবা প্রদানকারীরা অনেক সময় পিডিও -দের থেকে ইন্টারনেট লিজড লাইন(আইএলএল)-এর মাধ্যমে সংযোগ নিতে বলত, যা ব্যবসায়িক চুক্তির আওতায় পড়ে, এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

এই প্রেক্ষিতে, ট্রাই আগেই ২৩ আগস্ট ২০২৪-এ ৭০তম সংশোধনী খসড়া আদেশ প্রকাশ করে, যেখানে এফটিটিএইচ খুচরা ট্যারিফ অনুযায়ী পিএম-ওয়ানি সংযোগের হার নির্ধারণের প্রস্তাব রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ ডট পিএম-ওয়ানি কাঠামো সংশোধন করে পরিষ্কার জানায়, টিএসপি -র সঙ্গে কোনও বাধ্যতামূলক বাণিজ্যিক চুক্তির প্রয়োজন নেই। এই সংশোধন, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মতামত ও খোলামেলা আলোচনা শেষে, ট্রাই ১৫ জানুয়ারি ২০২৫-এ সংশোধিত খসড়া আদেশ প্রকাশ করে। অবশেষে, ট্রাই তার চূড়ান্ত ৭১তম সংশোধনী আদেশ ২০২৫ জারি করল। নতুন আদেশ অনুযায়ী, ট্রাই নির্দেশ দিয়েছে"যে কোনও পরিষেবা প্রদানকারী, যারা এফটিটিএইচ খুচরা ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দেয়, তাদের অবশ্যই তাদের ২০০ এমবিপিএস পর্যন্ত সমস্ত খুচরা এফটিটিএইচ প্ল্যান পিডিও-দের জন্য অফার করতে হবে, যার মূল্য সেই একই ব্যান্ডউইথের খুচরা গ্রাহকদের জন্য নির্ধারিত ট্যারিফের দ্বিগুণের বেশি হবে না।"

এই ট্যারিফ কাঠামো ছোট ও স্থানীয় পিডিও-দের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবাকে আরও সুলভ করে তুলবে এবং একই সঙ্গে পরিষেবা প্রদানকারীদেরও যুক্তিসঙ্গত আর্থিক পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করবে। ট্রাই জানিয়েছে, এই কাঠামো বর্তমান বাজার পরিস্থিতি, পিএম-ওয়ানি পরিষেবার গ্রহণযোগ্যতা এবং ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে।

এই আদেশ ট্রাই-র ওয়েবসাইটে (ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ঠ্স্থ্.ম্ভ্রুদ্র) উপলব্ধ। যে কোনও তথ্য বা ব্যাখ্যার জন্য, শ্রী বিজয় কুমার, উপদেষ্টা (আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ), ট্রাই-এর সঙ্গে৯১-১১-২০৯০৭৭৭৩ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

পাঁচ বছর পর ফের শুরু কৈলাশ মানসরোবর যাত্রা, নাথুলা পাস পথে প্রথম দফার তীর্থযাত্রীরা পৌঁছালেন গ্যাংটক

গ্যাংটক/নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: পাঁচ বছরের দীর্ঘ বিরতির পর আবারও শুরু হলো বহু প্রতীক্ষিত কৈলাশ মানসরোবর যাত্রা, এবার সিকিমের নাথুলা পাস পথ ধরে। শুক্রবার প্রথম দফার ৩৪ জন তীর্থযাত্রী পৌঁছেছেন গ্যাংটকে, যাদের সাদরে স্বাগত জানিয়েছে সিকিম প্রশাসন। পূর্ণ ভক্তি ও আধ্যাত্মিক আবেগে ভরপুর এই যাত্রা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি ভারত-চীন সাংস্কৃতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

২০২৫ সালের যাত্রার সূচনা এদিন সকালে দু'টি পৃথক অনুষ্ঠানে হয়নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু ভবন এবং গাজিয়াবাদের কৈলাশ মানসরোবর যাত্রা ভবন থেকে। নয়াদিল্লিতে পতাকা ওড়ান বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা, যিনি চীনা সরকারের সহযোগিতার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়, "এই আধ্যাত্মিক তাৎপর্যময় যাত্রা পুনরায় শুরু করতে সাহায্য করায় আমরা চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।"

গাজিয়াবাদ থেকে যাত্রার সূচনা ছিল পূর্ণ ধর্মীয় আবহে। "হর হর মহাদেব" ধ্বনির মধ্যে ৩৯ জন তীর্থযাত্রী, যার মধ্যে ছিলেন দুইজন সরকার নিযুক্ত সংযোগ আধিকারিক, যাত্রা শুরু করেন। যদিও শুরুতে ৪৬ জনের নাম নিবন্ধিত হয়েছিল, স্বাস্থ্যগত কারণে কয়েকজন শেষ মুহূর্তে যাত্রা থেকে সরে দাঁড়ান বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা ইন্দিরাপুরম-এ উত্তরপ্রদেশের পর্যটন ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী জয়বীর সিংহ ঐতিহ্যবাহী শৈবীয় রীতিতে পাঠান অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সেখানে ডমরু, মৃদঙ্গ, তুরহি ও ঢোলকের আওয়াজে আয়োজন করা হয় এক পূজো-অনুষ্ঠানের, যা যাত্রার আধ্যাত্মিক মহিমা আরও বাড়িয়ে তোলে।

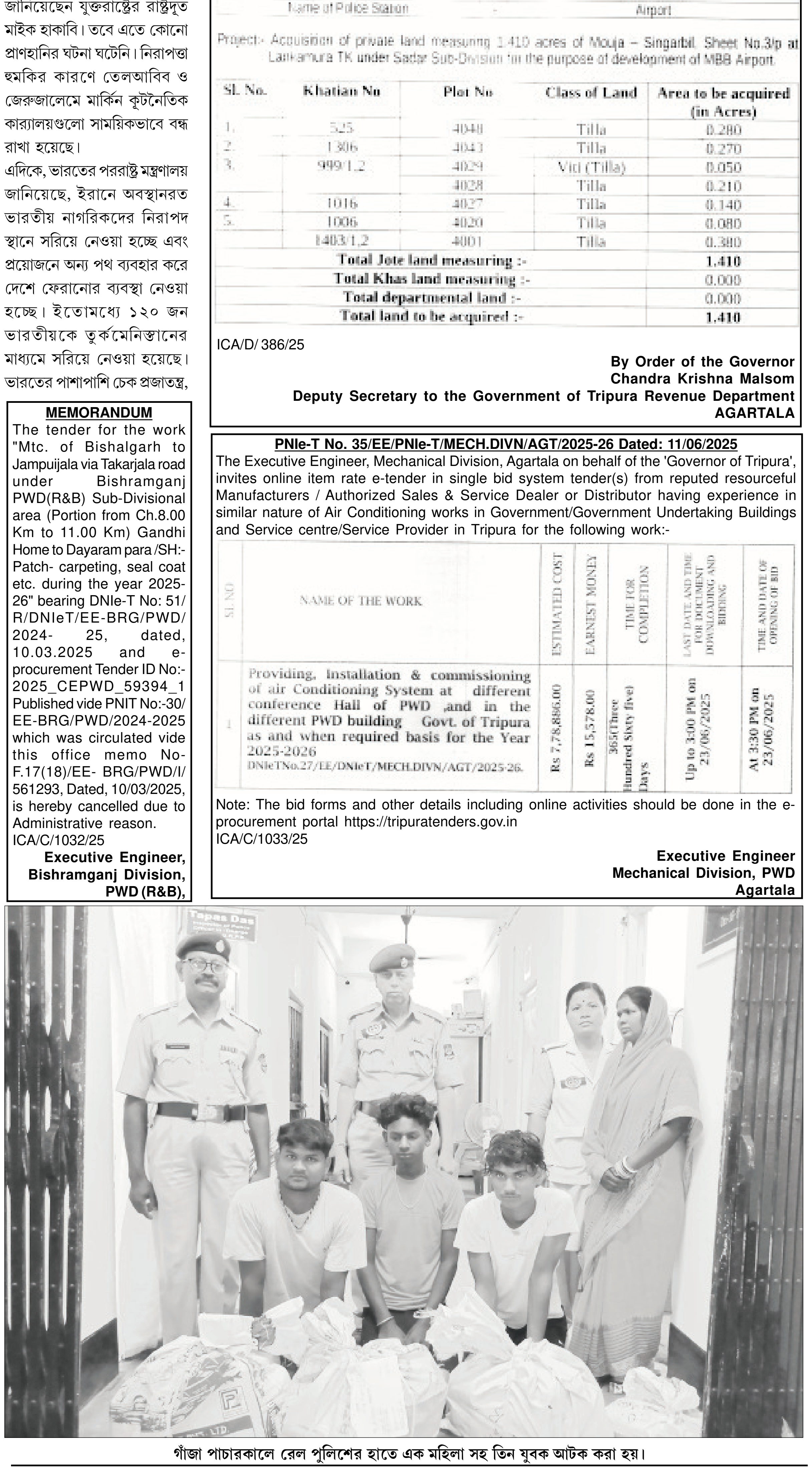

গাঁজা পাচারকালে রেল পুলিশের হাতে এক মহিলা সহ তিন যুবক আটক করা হয়।

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

মুরগির মাংস দিয়ে পোস্ত চিকেন

এমনিতেই বর্ষার আবহাওয়া। তার উপর সপ্তাহের শুরু। ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দেওয়া বড়ই কষ্টের। গোটা সপ্তাহ হাড়ভাঙা খাটনির পর একটা ছুটির দিন আসতে অনেক দেরি। তা নিয়ে ভাবতে গেলেই মন খারাপ হয় অনেকের। তবে মন ভাল রাখতে ভালমন্দ খাবার খেয়ে থাকেন কেউ কেউ। সপ্তাহান্তে বাজার থেকে কেনা মুরগির মাংস তো বেশ কিছুটা রয়ে গিয়েছে।
সপ্তাহের শুরুটা যদি চিকেন পোস্ত দিয়ে হয়, তবে মন্দ হয় না। কিন্তু কী ভাবে বানাবেন? রইল তার রেসিপি।
উপকরণ, মুরগির মাংস: ৫০০ গ্রাম, পোস্ত বাটা: ৪ টেবিল চামচ, কাজুবাদাম বাটা: ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা:,১ টেবিল চামচ,আদা বাটা: ১ চা চামচ,পেঁয়াজ বাটা: ২ টেবিল চামচ,টম্যাটো কুচি: আধ কাপ,লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ,গরম মশলা: আধ চা চামচ,লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ,তেজ পাতা: ১টি, লবঙ্গ: ৫টি,এলাচ: ২টি,দারচিনি: ১ টুকরো,মৌরি: ১ চা চামচ,সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ,নুন: স্বাদ অনুযায়ী,চিনি: সামান্য
প্রণালী, ১) প্রথমে ছোট টুকরো করে কাটা মুরগির মাংস কিনে ভাল ভাবে ধুয়ে নিন। ২) এর পর পাত্রে মাংস নিয়ে তাতে পাতিলেবুর রস, রসুন বাটা, আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, সর্ষের তেল দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। ৩) এ বার মাংসের পাত্রটা ঢেকে কমপক্ষে এক ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন। জলে ভেজানো পোস্ত ও কাজু বাদাম একসঙ্গে বেটে পেস্ট তৈরি করে রাখুন। ৪) এ বার কড়ায় তেল গরম করুন। একে একে তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি ও মৌরি ফোড়ন দিন। তাতে কুচনো পেঁয়াজ দিন। পেঁয়াজ বাদামি হওয়া অবধি ভাজতে থাকুন। ৫) এর পর কড়ায় কুচনো টম্যাটো দিন। এ বার পোস্ত ও কাজু বাদামের পেস্ট, লঙ্কার গুঁড়ো ও গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে পুরোটা ভাল ভাবে কষাতে থাকুন। ৬) মশলা থেকে তেল বেরোতে শুরু করলে তাতে ম্যারিনেট করা মুরগির মাংস দিন। কিছু ক্ষণ নেড়ে তাতে স্বাদ মতো নুন দিন। প্রয়োজনে সামান্য জল দিতে পারেন। ৭) এ বার কড়াই ঢাকা দিয়ে মুরগির মাংসটা সেদ্ধ হতে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে ঢাকনা সরিয়ে রাখুন। কম আঁচে আর কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে মাংসটা পছন্দ মতো পাত্রে নামিয়ে নিন। ধনেপাতা ছড়িয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন পোস্ত চিকেন।

স্বাদ বদলাতে ওট দিয়েই নতুন কিছু বানিয়ে নিন

ওজন কমাতে চোখ বন্ধ করে ওটসের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। রোগা হওয়ার ডায়েট ওট ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। দই দিয়ে হোক কিংবা সব্জি দিয়ে খিচুড়ি, ছিপছিপে হতে ওটসের জনপ্রিয়তা কম নয়। উপকারিতাও যথেষ্ট। রোগা হতে চেয়ে যদি ভরসা রাখা যায় এই খাবারের উপরে, তা হলে বিফলে যাবে না পরিশ্রম। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার ও নানা ধরনের খনিজ উপাদান।
সবচেয়ে বড় কথা ওটসে একেবারেই ক্যালোরি নেই। অনেকেই রাতে ওট ভিজিয়ে রাখেন দুধ কিংবা গ্রিক ইয়োগার্টে। তাতে সকালে উঠেই ওট খেয়ে নেওয়া সহজ হয়। তবে ওট খাওয়ার আরও একটি উপায় রয়েছে। সে ভাবে খেলে স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যত্ন একসঙ্গেই নেওয়া যাবে।
একটি পাত্রে ওট, দই, কারি পাতা, গাজর কুচি, শসাকুচি, লঙ্কাকুচি, সর্ষে, জিরে এবং ধনে গুঁড়ো একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার ফ্রাইংপ্যানে অল্প তেল দিয়ে সর্ষে, লাল লঙ্কা, কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। গন্ধ বেরোলে তাতে ওটসের মিশ্রণটি দিয়ে দিন। তার পর ঠান্ডা করে একটি পাত্রে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে উঠে স্বাস্থ্যকর জলখাবার হবে এটি। রোজ ওট খেতে খেতে এক সময়ে একঘেয়েমি চলে আসতে পারে। সেটা কাটাতে মাঝেমাঝেই ওট দিয়ে নানা রকম বাহারি খাবার বানিয়ে নিতে পারেন।

অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার অভ্যাস শরীরের কী কী ক্ষতি করছে?

অনেকের মতে, রান্নায় সামান্য মিষ্টি না পড়লে স্বাদ হয় না। দিনটা শুরু হয় চিনি দেওয়া এক কাপ চা থেকে, তার পর টিফিনে আম-দই মাখা, তাতেও চাই চিনি। দুপুরে খাবার পর একটা মিষ্টিমুখ না করলে পেট যেন ভরেও ভরে না। তার উপর বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই রয়েছে। উতব কি মিষ্টি ছাড়া সম্পূর্ণ হয়!
সিগারেট যেমন শরীরের ক্ষতি করে, অতিমাত্রায় চিনি খেলেও কিন্তু তেমনই ক্ষতি হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ধমনীর উপর তার প্রভাব পড়ে। ধমনীর প্রাচীরগুলি পুরু আর শক্ত হয়ে যায়, ফলে হৃদ্যন্ত্রের উপর চাপ পড়ে। তাই হার্টের অসুখের ঝুঁকি বাড়ে। অতিরিক্ত মাত্রায় চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে আর কী কী ক্ষতি হয় শরীরের? ১) ওজন কমানোর ডায়েটে সবার আগে পুষ্টিবিদেরা চিনি কম খাওয়ার কথা বলেন। একেবারে বন্ধ করে দিতে পারলে আরও ভাল। ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া, শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমার অন্যতম কারণ কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা।
২) নামী-দামি প্রসাধনী ব্যবহার করলেও অনেকের ব্রণের সমস্যা কিছুতেই কমতে চায় না। সে ক্ষেত্রে এক মাস চিনি খাওয়া বন্ধ করে দেখতে পারেন। ব্রণের সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।
ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া, শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমার অন্যতম কারণ কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা। ৩) কম বয়সেই ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে শুরু করেছে? এ-ও কিন্তু অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফল হতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে সেগুলি কোলাজেন প্রোটিনকে ধ্বংস করতে শুরু করে। এ কারণে চিনি খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভাল।
৪) অতিরিক্ত চিনি খাওয়া কিন্তু দাঁতের পক্ষেও একেবারে ভাল না। অল্প বয়স থেকেই অনেকে দাঁতের নানা রকম সমস্যায় ভোগেন। এর কারণও হতে পারে অত্যিক মাত্রায় চকোলেট, মিষ্টি, কেক-পেস্ট্রি খাওয়ার প্রবণতা। ৫) সারা দিল অলস ভাব? কাজে মন বসে না? এর পিছনেও কারণ হতে পারে অত্যধিক মাত্রায় চিনি খাওয়া। চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা হঠাতবেড়ে গিয়ে শরীর চাঙ্গা হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা সাময়িক। চিনিতে সে ভাবে কোনও পুষ্টিগুণ থাকে না। ফলে শরীর কিছু ক্ষণের মধ্যেই আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

ওজন কমাতে চাইলে ভুলেও সকালের জলখাবারে খাবেন না

ওজন কমাতে নিয়মিত শরীরচর্চা করা জরুরি। তবে দ্রুত রোগা হতে খাওয়াদাওয়ায় নিয়ম মানা প্রয়োজন। কী খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন, ওজন কমানোর পর্বে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিবিদদের মতে, ছিপছিপে হতে চাইলে সকালের খাবার হতে হবে সবচেয়ে ভারী। এমন কিছু খাবার খেয়ে দিন শুরু করতে হবে, যেগুলি ওজন ঝরাতে সাহায্য করবে।
কিন্তু সকালের জলখাবারে অনেকেই এমন কিছু খাবার খান, যা চুপিসারে মেদের সঞ্চার ঘটায় শরীরে। তাই ডায়েটের পর্বে সেই খাবারগুলি বাদ দেওয়া জরুরি।
পাউরুটি
পাউরুটিতে খানিকটা জ্যাম, জেলি কিংবা মাখন মাখিয়ে খেয়ে নিলেই আলাদা করে জলখাবার তৈরির ঝক্কি থাকে না। কিন্তু ওজন কমানোর ইচ্ছে থাকলে পাউরুটি না খাওয়া ভাল। কারণ পাউরুটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শর্করা। সেই সঙ্গে গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও বেশি। কাজ কমাতে গিয়ে ওজন বেড়ে যাক, তা না চাইলে পাউরুটি এড়িয়ে চলুন।
ফলের রস
ওজন কমাতে ফল খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাজারচলতি ফলের রস নয়। এ ধরনের পানীয়ে বাড়তি চিনি থাকে। সেটার পরিমাণ অনেক বেশি। ফাইবার নেই বললেই চলে। ফলের রস খেয়ে মেদ ঝরানো যায় না। বরং বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।
ইয়োগার্ট
ওজন কমানোর পর্বে দই রাখা আবশ্যক। তবে সেটা যদি বাড়িতে পাতা হয়, তা হলে খুব ভাল। একান্তই তা না হলে বাজারচলতি প্যাকেটজাত টক দই খেতে পারেন। তবে কখনও বেরি, স্ট্রবেরি স্বাদের ইয়োগার্ট খাবেন না। এতে অনেক চিনি থাকে। ফলে এড়িয়ে চলাই ভাল।
ভাজাভুজি
ছুটির সকালে লুচি, পরোটা খেতে মন চায়। এক দিন খাওয়া যেতে পারে, তবে রোজ নয়। ডোবা তেলে ভাজা কোনও খাবার সকালে না খাওয়াই ভাল। এতে মেদ জমতে থাকে।
নরম পানীয়
সকালে বলে নয়, ওজন ঝরানোর পর্বে কখনওই এই পানীয় খাওয়া উচিত নয়। এতে শর্করার আধিক্য অনেক বেশি। সপ্তাহে এক দিন খেলেও মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

বর্ষায় পেটের গন্ডগোল লেগেই রয়েছে

বর্ষা মানেই যত রকম উটকো রোগের বাড়বাড়ন্ত। কারও জ্বর, কারও সর্দি-কাশি লাগা, কারও অ্যাসিডিটি-গ্যাস-পেটের গোলমাল, আবার কারও হয়তো সারা শরীরের নানা রকম ব্যথা। মেয়েদের এ সময়ে বাড়তি সমস্যা। ঠান্ডা-গরম আবহাওয়া এবং স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে জীবাণু সহজেই বাড়তে পারে। তাই মেয়েদের যোনিতে চট করে নানা রকম সংক্রমণ হয়ে যায় এ মরসুমে। আর্দ্র পরিবেশ, তাপমাত্রার তারতম্য, যোনির পিএইচে হেরফের এ সবই ব্যাক্টেরিয়া এবং ফাঙ্গাস তৈরির জন্য আদর্শ। তাই বর্ষায় মেয়েদের ইউরিনারি ট্র্যাক্ট সংক্রমণ, রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট সংক্রমণ এবং অন্যান্য স্ত্রীরোগের আশঙ্কা বাড়ে। বর্ষার মরসুমে সংক্রমণ ঠেকাতে রোগ প্রতিরোধশক্তি বাড়ানো জরুরি। এ মরসুমে জীবাণুর সংক্রমণ, পেটের গোলমাল, খিদে না পাওয়া, ঠান্ডা লাগা, জ্বর জ্বর ভাব এ সব সমস্যা থেকে রেহাই পেতে একটি পানীয়ের উপর নির্ভর করতে পারেন।
কী ভাবে বানাবেন সেই জাদু পানীয়?
১ লিটারে জলে ৫ থেকে ৭টি তুলসী পাতা, ১ চামচ গোটা ধনে, ৭ থেকে ১০টি পুদিনা পাতা, ১ চামচ আদা কুচি দিয়ে ভাল করে মিনিট দশেক ফুটিয়ে নিন। এ বার মিশ্রণটি ছেঁকে নিয়ে সকালে খালি পেটে নিয়ম করে খান এই পানীয়। বর্ষার মরসুমে রোগ তাড়ানোর ভাল দাওয়াই এই পানীয়। অফিস কিংবা স্কুল-কলেজেও এই পানীয় নিজের সঙ্গে রাখতে পারেন, অল্প অল্প করে সারা দিন তাতে চুমুক দিন। প্রতিরোধশক্তি বাড়বে, শরীরও চাঙ্গা হবে।

রাসায়নিক দেওয়া প্রসাধনী চোখে ব্যবহার না করাই ভাল

যত দামি কাজলই কিনুন না কেন, চোখ থেকে তা গলে, ঘেঁটে মুখের চারদিকে মেখে একসা কাণ্ড। তবে চোখে কাজল না পরে বাইরে বেরোতে অনেকেরই ভাল লাগে না। এ দিকে, যাঁদের ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত, তাঁরা কাজল পরতে অস্বস্তি বোধ করেন। অনেকে আবার কাজল পরার পর চোখে কালো আইশ্যাডোর প্রলেপ বুলিয়ে নেন। তাতে কাজল ঘাঁটবে কি না, তা হলফ করে বলতে না পারলেও চোখের ভিতর রাসায়নিক দেওয়া আইশ্যাডোর গুঁড়ো ঢুকে যেতে পারে। অনেকেই চোখে লেন্স ব্যবহার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও গুরুতর হতে পারে।
এ সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বাড়িতেই কিন্তু কাজল তৈরি করে ফেলা যায়। জানেন কী ভাবে তৈরি করা যায় “স্মাজপ্রুফ” কাজল?
উপকরণ- খাঁটি ঘি: ২ টেবিল চামচ, জোয়ান: ১ চা চামচ,কাঠবাদাম: ৪ থেকে ৬টি,কাঠবাদামের তেল:, ১ টেবিল চামচ,কেশর: ২-৪টি, চন্দনবাটা: ১ টেবিল চামচ,মাটির, প্রদীপ: ১টি,চামচ: ১টি,তামার, পাত্র: ১টি-পদ্ধতি
১) প্রথমে খানিকটা তুলো নিয়ে চন্দনবাটায় ভিজিয়ে রাখুন।
২) এ বার প্রদীপে ঘি দিয়ে জ্বালিয়ে নিন। ৩) এর পর চন্দনে ভেজানো তুলোর মধ্যে জোয়ান এবং কাঠবাদামের গুঁড়ো ভরে হাতের তালুর উপর পাকিয়ে নিয়ে প্রদীপের সলতে তৈরি করুন। ৪) প্রদীপের শিখার উপর তামার পাত্র এমন ভাবে রাখুন, যাতে আগুনের শিখা থেকে কালো ভুসি এই পাত্রে জমতে পারে। ৫) প্রদীপের সলতে পুরো পুড়ে গেলে তার পর তামার পাত্র সরিয়ে নিন। ৬) পাত্রের গা থেকে কালো ভুসি, চামচের সাহায্যে চেঁচে তুলে ফেলুন। ৭) এ বার ওই কালো ভুসির মধ্যে কাঠবাদামের তেল মিশিয়ে নিন। ৮) কাজলের ঘনত্ব কেমন চান, সেই বুঝে তেল দেবেন। ৯) শুধু কাজল নয়, চাইলে জেল লাইনারের মতোও ব্যবহার করতে পারেন।

বর্ষার মরসুমেও মশলা থাকবে টাটকা

গরমমশলা হোক কিংবা মৌরি, জোয়ান হোক কিংবা পাঁচ ফোড়ন রান্নায় মশলার ব্যবহার করা হয় স্বাদ আর গন্ধ আনার জন্য। আর সেই গন্ধই যদি উবে যায়? বর্ষায় ঠিক ভাবে মশলা না রাখলে তার গন্ধ উবে যেতে পারে। অনেকখানি মশলা একসঙ্গে কিনে রাখলে বর্ষায় কিন্তু ছাতা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। রান্না করতে করতে যখন মশলার দরকার পড়ল, দিতে গিয়ে দেখলেন মশলা একেবারে মিইয়ে গিয়েছে।
বর্ষায় এমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় কমবেশি সকলকেই। বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় মশলাপাতির ভাল রাখবেন কী ভাবে?
১) মশলা কখনওই কোনও আলগা কৌটোতে রাখবেন না। অনেক সময়ে আমরা প্লাস্টিকের কৌটোয় ভরে মশলা রেখে দিই। বাতাস ঢুকবে না, এ রকম কোনও কৌটোতে রাখলে মশলা স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাওয়া বা মশলায় ছাতা পড়ে যাওয়ার মতো সমস্যা হবে না। রান্নার সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মশলা নিয়েই তাড়াতাড়ি কৌটোর ঢাকা আটকে দিন।
২) গোটা মশলা বাজার থেকে কিনে আনার পর একটু শুকনো তাওয়ায় নাড়াচাড়া করে তবে কৌটোতে ভরুন। এই পদ্ধতি মানলে দীর্ঘ দিন মশলাপাতি ভাল থাকবে আর রান্নায় স্বাদও বাড়বে বইকি।
৩) রান্নাঘরে জানলার সামনে কিংবা সরাসরি গ্যাসের সামনে মশলার কৌটো ফেলে রাখবেন না। তাপ আর আর্দতার মিশেলে মশলা খারাপ হয়ে যায়। ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে মশলাগুলি আলমারিতে ঠান্ডা পরিবেশে রাখুন।
৪) বর্ষার সময়ে অনেকখানি গুঁড়োমশলা কৌটোতে ঢেলে রাখলে দেখা যায়, তাতে পোকা ধরে গিয়েছে। এই সমস্যার সমসাধান করতে কৌটোতে কয়েকটা লবঙ্গ ফেলে রেখে তার পর মশলা ঢালুন। লবঙ্গের গন্ধে গুড়োমশলা দীর্ঘ দিন ভাল থাকবে।
৫) কাঠের বাক্সে মশলা রাখলে খুব ভাল হয়। এতে মশলা মিইয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। ভেজা চামচ ব্যবহার করবেন না, এতে মশলার গন্ধ ও স্বাদ দুই-ই নষ্ট হয়ে যায়।

উদ্বেগ বা অবসাদের সমস্যা বেড়েছে কি?

শরীরের সঙ্গে মনের যে গভীর যোগ রয়েছে, তা অনেকেই জানেন। কিন্তু ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলেও যে মন ভাল রাখতে হয়, তা জানতেন কি? মনোবিদেরা বলছেন, নিয়মিত শরীরচর্চা করলে সাধারণত মন ভাল থাকারই কথা। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে অন্যথা ঘটে। ডায়েট এবং শরীরচর্চা করার পরও কাঙ্ক্ষিত ওজন পেতে সমস্যা হতে পারে।
কোনও ব্যক্তির উচ্চতা এবং বয়স অনুযায়ী দেহের ওজন কেমন হওয়া উচিত, তা পুষ্টিবিদেরাই বলে দেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু) বলছে, দেহের অতিরিক্ত ওজন শরীর এবং মনের উপর যে প্রভাব ফেলে, তা অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যধির চেয়েও কঠিন। তাড়াতাড়ি ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইলে কোন কোন বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি?
১) নিজের চেহারা সম্পর্কে ভুল ধারণা
প্রথমেই নিজের সম্পর্কে এই ভুল ধারণা ত্যাগ করতে হবে। অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে চাইলে প্রতি দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা কতটা কমল বা বাড়ল, তা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগা বন্ধ করতে হবে।
২) সব বিষয়ে বেশি চিন্তা করা
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা সব কিছু নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করেন, তাঁদের ওজন ঝরানো বেশ সমস্যাদায়ক হয়। মনোবিদেরা বলছেন, একেবারে কিছু না ভেবে অলসের মতো বসে থাকা এবং বড্ড বেশি ভেবে ফেলা দুই ক্ষেত্রেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।
৩) অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকা
অবসাদের সঙ্গে দেহের ওজন বেড়ে যাওয়ার যে নিবিড় যোগ রয়েছে, তা-ও বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। অবসাদে ভোগা মানুষ, মন ভাল রাখতে যখন যা ইচ্ছে তা খেয়ে ফেলেন। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রেণে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।
৪) মানসিক চাপ
মানসিক চাপ থেকে মস্তিষ্কের রাসায়নিক উপাদানগুলির মাত্রায় হেরফের ঘটে যায়। ফলে কর্টিজলের মতো স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। যার প্রভাব পড়ে ওজনের উপরে।
৫) অপর্যাপ্ত ঘুম
মন ভাল নেই। তাই রাত জেগে ওটিটি দেখছেন। তাতে সাময়িক মন ভাল হলেও ওজন কমার আশা না করাই ভাল। মনোবিদেরা বলছেন, সুস্থ থাকতে এবং স্বাভাবিক ওজন ধরে রাখতে অন্তত পক্ষে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম জরুরি।

চাটনি দিয়েই করুন স্বাদবদল

কারও বাড়িতে হার্টের রোগী, কেউ আবার ওজন কমাতে ডায়েট করছেন তাই অনেক বাড়িতেই এখন তেল-মশলাদার খাবারের চল কমেছে। পুষ্টিবিদরাও বার বার সতর্ক করছেন, এই সময়ে রোজের খাবারে তেল মশলা যত কম ব্যবহার করবেন, ততই ভাল। অথচ রোজ রোজ সাদামাঠা খাবার খেতে হলে বড্ড একঘেয়েমি চলে আসে। তবে খওয়ার পাতে একটু চাটনি পড়লেই মুখের স্বাদ খুলে যায়।
ফিকে খাবারের সঙ্গে স্বাদবদল করতে বানিয়ে ফেলতে পারেন কয়েক রকম চাটনি। রইল এমনই কিছু চাটনির হদিস।
টম্যাটোর চাটনি: অল্প তেলে দু'টুকরো করে কাটা টম্যাটো ও গোটা রসুন ভাল করে ভেজে নিন। এ বার টম্যাটোর খোয়া কুলো ছাড়িয়ে মিশ্রণটি ভাল করে ঘেঁটে নিন। তার মধ্যে নুন, চিনি আর সামান্য লাল লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার কুচো করে কাটা পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা আর ধনেপাতা মিশিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করে নিলেই তৈরি টম্যাটোর চাটনি। রুটি-পরোটা সঙ্গে শুধুই খেয়ে নিতে পারেন এই সুস্বাদু চাটনি।
বাদামের চাটনি: সম পরিমাণ বাদাম আর ছোলার ডাল নিয়ে শুকনো কড়াইতে ভাল করে ভেজে নিন। এ বার মিশ্রণটি মিক্সিতে ঢেলে তার মধ্যে কাচালঙ্কা, রসুন, টম্যাটো আর নুন দিয়ে ভাল করে পেস্ট বানিয়ে নিন। এ বার একটি কড়াইতে সামান্য সাদা তেল গরম করে তাতে শুকনো লঙ্কা, সর্ষে, ছোলার ডাল, কারি পাতার ফোড়ন দিন। তৈরি হয়ে যাবে বাদামের চাটনি।
কাঁচা আমের চাটনি: কাঁচা আম টুকরো করে কেটে নিয়ে তার সঙ্গে আদা, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, নুন, চিনি আর সামান্য শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে মিক্সিতে ভাল করে বেটে নিন। সাধারণ ডাল-ভাতের সঙ্গেও এই চাটনি নিয়ে নিলে জমে যাবে দুপুরের খাবার।

সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে উপজাতি সেলের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মেঘালয়: নেহু শিক্ষক সংগঠনের চূড়ান্ত সময়সীমা প্রশাসনিক সংস্কারের দাবিতে জোরালো অবস্থান

শিলং, ১৬ জুন : নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি-র শিক্ষক সংগঠন নেহুটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চূড়ান্ত সময়সীমা দিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সমস্যার দ্রুত সমাধান দাবি করেছে। সংগঠনের তরফে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সুমারবিন উমডর-এর কাছে জমা দেওয়া একটি বিশদ স্মারকলিপিতে বিভিন্ন নিয়মভঙ্গ, অব্যবস্থা এবং বিলম্বিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেসে নিয়মিত ডিন নিযুক্তির বিষয়ে। প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই স্কুলে স্থায়ী ডিন নেই। নেহুটা কর্তৃপক্ষকে ১৬ জুনের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা ও ঘূর্ণন নীতির ভিত্তিতে ডিন নিয়োগের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। সংগঠন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, পুরনো নেতৃত্বকে অস্থায়ীভাবে পুনঃনিযুক্তির কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং এটি সাংবিধানিক সমতার পরিপন্থী।

ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম-এর অধীনে শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা আরেকটি বড় সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে। এই প্রক্রিয়ার প্রথম থেকে তৃতীয় ধাপ ১৯ জুনের মধ্যে এবং তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ ধাপ ৯ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করার দাবি জানিয়েছে সংগঠন। ইউজিসি-এর নির্দেশিকা অনুসরণ না করায় শিক্ষকরা হতাশ এবং ভবিষ্যত অনিশ্চিত বলে অভিযোগ।

আর্থিক অনিয়মের বিষয়েও নেহুটা কড়া অবস্থান নিয়েছে। অবৈধ অনুপস্থিতির অভিযোগে ওমকার সিং ও অমিত গুপ্ত নামক দুই কর্মচারীর বেতন অবিলম্বে স্থগিত রাখার দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রশাসনিক জটিলতা এড়াতে ওমকার সিংয়ের নামে থাকা ডিজিটাল সই স্থানান্তর করার দাবিও জানানো হয়েছে।

গঠনমূলক সংস্কার-এর ক্ষেত্রে বিল্ডিং কমিটি (যার সভাপতি উপাচার্য) ও পরিবহন কমিটি (যার নেতৃত্বে রেজিস্ট্রার) পুনর্গঠনের জন্য এক সপ্তাহের সময়সীমা নির্ধারণ করেছে সংগঠন। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্যস্বচ্ছ ও পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া চালু করা।

অবকাঠামোগত অবনতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবও শিক্ষক সংগঠনের অন্যতম অভিযোগ। শিক্ষক আবাসন এবং একাডেমিক ভবনের জরুরি সংস্কারের জন্য তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তুরা ক্যাম্পাসের নির্মাণ ও বিজনী কমপ্লেক্স-এর বর্তমান অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সংগঠন। টেন্ডার প্রক্রিয়া এবং আর্থিক নিয়ম মেনে নতুন করে দরপত্র আহ্বানের দাবি জানানো হয়েছে। গেট নম্বর ১ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত এক কোটি টাকার দাবি তুলে বলা হয়েছেএই অর্থ না পেলে ঠিকাদারদের বকেয়া পরিশোধ সম্ভব নয়, এবং গেট উদ্বোধনও আটকে যাবে।

নেহুটা স্মারকলিপিতে স্ট্যাটুট ৬(১) অনুযায়ী ডিন নিয়োগের বিধান নিয়ে সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে, যেখানে বর্তমানে বিধি অপব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

চলমান নিয়োগ সংকট-এর সমাধানে জুন ২৫-এর মধ্যে অশিক্ষক কর্মীদের নিয়মিত পদে বিজ্ঞপ্তি ও তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ এবং শিক্ষক পদে বিজ্ঞাপন ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে প্রকাশ করে যথাসময়ে নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে।

এই বিস্তৃত দাবিপত্র নেহু-র প্রশাসনিক কাঠামোর স্থবিরতা ও কার্যকারিতা নিয়ে গভীর উদ্বেগের প্রতিফলন। শিক্ষকরা দাবি করছেন, এইসব দীর্ঘসূত্রিতা ও দায়িত্বহীনতা কেবলমাত্র তাঁদের পেশাগত অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষার মান ও সুনামকেও প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

এই দাবিগুলির নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ও শিক্ষক-প্রশাসনের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। দ্রুত পদক্ষেপ নিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আস্থা ফিরে আসতে পারে, অন্যথায় সংঘাত আরও তীব্র হতে পারে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

ইটানগরে অবৈধ অনুপ্রবেশ বিরোধী গণর্যালি, এএপিএসইউ-র জোরাল দাবি: "ক্ষমা নয়, শুধু বিতাড়ন"

ইটানগর, ১৬ জুন : ইটানগরে প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সোমবার, ১৬ জুন অল অরুণাচল প্রদেশ স্টুডেন্টস' ইউনিয়ন আয়োজন করে এক বিশাল গণর্যালি, যার নাম দেওয়া হয় 'মেগা মাস রেফারেন্ডাম র্যালি'। রাজ্যের আদিবাসী পরিচয় রক্ষা ও অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভে হাজারো মানুষ অংশ নেন। আকাশদীপ থেকে শুরু হয়ে রাজ ভবন পর্যন্ত পদযাত্রায় ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং এনজিওর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বৃষ্টির মধ্যেও তারা দৃঢ় সংকল্পে "সে নো টু ডেমোগ্রাফিক ইনভেশন," "প্রটেক্ট আওয়ার ল্যান্ড, আইডেন্টিটি ঃ ফিউচার," এবং "সেভ অরুণাচল ফ্রম ইললিগাল ইমিগ্রান্টস"এই ধরনের জোরালো স্লোগানে মুখরিত করেন গোটা শহর।

র্যালিতে এএপিএসইউ চারটি মূল দাবি তোলে: রাজ্যের ভোটার তালিকার পূর্ণাঙ্গ পুনরায় যাচাই ও শুদ্ধিকরণ; অরুণাচল প্রদেশের স্থানীয় নন ভোটারদের অপসারণে মন্ত্রিসভার অনুমোদন; সমস্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর অবিলম্বে বিতাড়ন; এবং রাজ্যের আদিবাসী পরিচয় ও সংস্কৃতি রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। সংগঠনের সভাপতি টানা ডোজি তারা স্পষ্টভাবে জানান, "এই আন্দোলন কেবল প্রতিবাদ নয়, এটি মাটি ও মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রতিজ্ঞা।"

তিনি বলেন, এএপিএসইউ দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে চাকমা ও হাজং -সহ সমস্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে বিতাড়ন করতে হবে এবং ভোটার তালিকা থেকে অ-এপিএসটি ও দ্বৈত ভোটারদের বাদ দেওয়া আবশ্যক। তিনি নন-এপিএসটি ভোটারদের ক্ষেত্রে এনওসি বাধ্যতামূলক করার কথাও বলেন, যদি তারা তাদের মূল রাজ্যে ভোটাধিকার ব্যবহার করেন।

এএপিএসইউ -এর সাধারণ সম্পাদক ঋতুম তালি বলেন,

আসামের ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বস্তির খবর: পুনর্মূল্যায়নের পর ৮৮ জনের ফলাফল উন্নীত করল আএসএসইবি

গুয়াহাটি, ১৬ জুন : আসাম রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ (আএসএসইবি) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের এইচএসএলসি কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা ২০২৫-এ পুনর্মূল্যায়নের আবেদনকারীদের সংশোধিত ফলাফল প্রকাশ করেছে। এই ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে বহু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের উদ্বেগ অবসান হয়েছে।

আএসএসইবি-এর প্রকাশিত নতুন বিজ্ঞপ্তিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথমত, যেসব পরীক্ষার্থীর ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের পর উন্নীত হয়েছে, তাদের একটি বিশদ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, অনেক শিক্ষার্থী পূর্বে অকৃতকার্য হওয়া বিষয়গুলোতে উত্তীর্ণ হয়েছেন অথবা উচ্চতর বিভাগ (প্রথম, দ্বিতীয়, কিংবা তৃতীয়) অর্জন করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞপ্তিতে এইচএসএলসি কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকাও তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয়ত, কিছু পরীক্ষার্থীর ফলাফল এখনও চূড়ান্ত যাচাইয়ের জন্য স্থগিত রয়েছে, তাদের একটি আলাদা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বোর্ড জানিয়েছে, যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হলে এই ফলাফলগুলিও প্রকাশ করা হবে।

আধিকারিক তথ্য অনুসারে, ৮৮ জন পরীক্ষার্থী পুনর্মূল্যায়নের পর তাদের ফলাফলে উন্নতি পেয়েছেনকেউ কেউ আগের অকৃতকার্য বিষয় পাস করেছেন, আবার কেউ কেউ উন্নীত হয়েছেন প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে।

আএসএসইবি-র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা বজায় রাখাই তাদের লক্ষ্য। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং ফলাফল সংশোধনের মাধ্যমে এই অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

সংশোধিত ফলাফল দেখতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অফিসিয়াল আএসএসইবি পোর্টাল ভিজিট করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যাদের ফলাফল এখনও স্থগিত রয়েছে, তাদের দ্রুত যাচাই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানিয়েছে বোর্ড। যাচাই সম্পন্ন হলেই সংশ্লিষ্ট ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ইম্ফল বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার যুগের অবসান, বহুবছরের সেবার ইতি টানল সংস্থা

ইম্ফল, ১৬ জুন : মণিপুরের বিমান যোগাযোগের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল। ১৫ জুন, ২০২৫ থেকে ইম্ফল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষেবা বন্ধ করল এয়ার ইন্ডিয়া। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে মণিপুরকে দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যুক্ত রেখে যাত্রীদের নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা দিয়ে এসেছে রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থা।

এয়ার ইন্ডিয়ার এই প্রস্থানের সিদ্ধান্ত টাটা গোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে ইম্ফল রুটে বিমান চলাচলের দায়িত্ব গ্রহণ করবে টাটা মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, যা একটি স্বল্প-মূল্যের বিমান সংস্থা।

ইম্ফল বিমানবন্দর তাদের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া পেজে লিখেছে, "দীর্ঘ কয়েক দশকের অসাধারণ সেবার পর, আজ ১৫ই জুন ২০২৫, এয়ার ইন্ডিয়া ইম্ফল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাদের যাত্রা শেষ করছে। এই সঙ্গে মণিপুরের বিমান পরিবহন ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।" তারা আরও জানায়, যাত্রীসুবিধা যাতে ব্যাহত না হয়, সেই কারণে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এখন থেকে এই রুটে পরিষেবা চালাবে।

এয়ার ইন্ডিয়ার উপস্থিতি শুধু একটি যাতায়াত মাধ্যম ছিল না, বরং এটি বহু মণিপুরি নাগরিকের কাছে ছিল জাতীয় সংহতির প্রতীক। সেই চেনা লাল-সাদা বিমানের রঙ, কর্মীদের সৌজন্যমূলক ব্যবহার, আর নির্ভরযোগ্য সময়সূচিসবই ছিল মণিপুরের যাত্রীদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত সাম্প্রতিক কোনও ঘটনার প্রেক্ষিতে নয়, বরং পূর্বনির্ধারিত পুনর্গঠন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। তারা আরও উল্লেখ করেছে, "আগেকার দিনে এয়ার ইন্ডিয়ায় ভ্রমণ একটি বহু প্রতীক্ষিত অভিজ্ঞতা ছিল। দীর্ঘ ওয়েটিং লিস্ট, ছুটি বা ভর্তি মৌসুমে ভিড়, এবং পরিচিত ঘোষণার অপেক্ষায় মুখিয়ে থাকা যাত্রীরাসবকিছুই এখন শুধুই স্মৃতি।"

এয়ার ইন্ডিয়ার অবদান শুধু পরিবহনেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি শিক্ষাক্ষেত্র, স্বাস্থ্যসেবা এবং বাণিজ্যিক সংযোগেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বহু মানুষের জন্য এটি ছিল বহির্বিশ্বে পৌঁছনোর প্রথম ধাপ।

ইম্ফল বিমানবন্দরের শেষ বার্তায় উঠে এসেছে সেই আবেগঘন বিদায়বাণী: "ধন্যবাদ, এয়ার ইন্ডিয়াএই দীর্ঘ বছর আমাদের সঙ্গে উড়ে চলার জন্য। তোমার অনুপস্থিতি অনুভূত হবে, তবে মণিপুরের আকাশে ও হৃদয়ে তোমার অবদান চিরকাল অম্লান থাকবে।"

দ্বিতীয় নীতিনির্ধারক ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল: 'স্বাস্থ্য সকলের জন্য' লক্ষ্যপূরণে ভারত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন: কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং রাসায়নিক ও সার বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী অনুপ্রিয়া প্যাটেল আজ দ্বিতীয় নীতিনির্ধারক ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে মূল ভাষণ প্রদান করেন। ভারতীয় ফার্মাকোপিয়া কমিশন -এর আয়োজনে ও স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং বিদেশ মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই ফোরামের মূল লক্ষ্যঔষধ মান নির্ধারণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং সাশ্রয়ী ও গুণগত মানের ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

২৪টি দেশের ঔষধ নিয়ন্ত্রক ও নীতিনির্ধারক প্রতিনিধিদল এই ফোরামে অংশ নিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে লাইবেরিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়া, কিউবা, জ্যামাইকা, কানাডা সহ আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের প্রতিনিধিরা। এই প্ল্যাটফর্ম ভারতের আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সহযোগিতার ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করছে। এর আগে ২০২৪ সালের আগস্টে প্রথম ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুপ্রিয়া প্যাটেল তাঁর বক্তব্যে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত আজ বিশ্বে সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার এক কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। 'স্বাস্থ্য সকলের জন্য' আমাদের লক্ষ্য, এবং ভারতের জনঔষধি প্রকল্প তার প্রমাণ।" তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে ডব্লিউএইচও-এর ৭০ু টিকাই ভারতের সরবরাহকৃত এবং আমেরিকার জেনেরিক ওষুধ আমদানির ১৪ু আসে ভারত থেকে। এছাড়াও, কোভিড-১৯ মহামারিকালে ভারতের "ভ্যাকসিন মৈত্রী" উদ্যোগে ১০০টিরও বেশি বন্ধুদেশে টিকা সরবরাহ করা হয়।

তিনি আরও জানান, ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে ইউএস এফডিএ অনুমোদিত সর্বোচ্চ ওষুধ প্রস্তুতকারী প্ল্যান্ট রয়েছে এবং ভারতের ঔষধ মান নির্ধারণী কমিশন ইতিমধ্যেই ডব্লিউএইচও- গ্লোবাল বেঞ্চমার্কিং টুল অনুযায়ী ম্যাচিউরিটি লেভেল-৩ অর্জন করেছে।এছাড়াও, তিনি বলেন, "বর্তমানে ১৫টি দেশ ভারতীয় ফার্মাকোপিয়া-কে ঔষধ মানের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যার সর্বশেষ সংযোজন কিউবা। এটি কেবল একটি নিয়ন্ত্রক স্বীকৃতি নয়, বরং আন্তর্জাতিক ঔষধ গুণমান সংহতকরণের একটি বড় পদক্ষেপ।"স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব শ্রীমতী পুন্য সলিলা শ্রীবাস্তব বলেন, "ভারত 'এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য' দর্শনে বিশ্বাসী। আয়ুষ্মান ভারত ও আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির-এর মাধ্যমে আমরা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা সুবিধা দিচ্ছি এবং ৪০ু জনসংখ্যা এই সুবিধার আওতায় এসেছে।" তিনি আরও জানান, ২০০৪ সালে যেখানে স্বাস্থ্য খাতে ব্যক্তিগত ব্যয় ৭০ু ছিল, তা এখন কমে ৪০ু-এ দাঁড়িয়েছে।

অনুষ্ঠানে আইপিসি-এর ১৫ বছরের পথচলার একটি ডিজিটাল স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া, সিডিএসসিও, পিএমবিজেপি-র বাস্তবায়ন এবং আইপিসি-এর কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত অধিবেশন হয়।

আগামী ১৬ থেকে ১৯ জুন পর্যন্ত চলা এই চারদিনব্যাপী ফোরামে প্রতিনিধিরা আইপিসি-র গবেষণাগার (গাজিয়াবাদ), আগ্রার একটি জনঔষধি কেন্দ্র এবং আহমেদাবাদের ফার্মাসিউটিক্যাল উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল ড. রাজীব সিং রঘুবংশী, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উপদেষ্টা শ্রী রাজীব ওধাওয়ান, জয়েন্ট ড্রাগস কন্টোলার ড. রঙ্গা চন্দ্রশেখর, এবং পিএমবিআই-এর সিইও শ্রী রবী দাধিচ সহ কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

এই ফোরাম ভারতের ঔষধ শিল্প, গবেষণা, এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যনীতি ও কূটনীতিতে নেতৃত্বের ভূমিকাকে আরও জোরদার করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

মেঘালয়: খুনের তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস, বেআইনি ভাড়া গাড়ি পরিষেবার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি

শিলং, ১৬ জুন : সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে আলোড়ন ফেলে দেওয়া রাজা রঘুবংশীর খুনের তদন্তে বেআইনি গাড়ি ভাড়ার সংযোগ পাওয়া যাওয়ার পর মেঘালয় সরকার রাজ্যজুড়ে সব প্রকার অনুমোদনবিহীন ব্যক্তিগত যানবাহন ভাড়া পরিষেবার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

রাজ্যের পরিবহন বিভাগ জানিয়েছে, এখন থেকে মেঘালয়ের কোথাও কোনও প্রকার বেসরকারি দুই চাকা বা চার চাকার যানবাহন ভাড়া দেওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তদন্তে উঠে এসেছে, নিহত রাজা রঘুবংশী, তাঁর স্ত্রী এবং হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত তিন ব্যক্তি শিলং থেকে বেআইনি ভাড়ার মাধ্যমে মোটরসাইকেল সংগ্রহ করে সোহরায় গিয়েছিলেন, যেখানে রঘুবংশীর নৃশংস খুন হয়। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পরই কড়া পদক্ষেপে নামে পরিবহন কর্তৃপক্ষ।

পরিবহন কমিশনার স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, মেঘালয়ে কখনওই সরকারিভাবে মোটরসাইকেল বা চার চাকার গাড়ি ভাড়ার অনুমোদিত প্রকল্প চালু হয়নি। সুতরাং বর্তমানে যে সকল ভাড়া পরিষেবা চলছে, তা আইনত সম্পূর্ণ বেআইনি। কেন্দ্রীয় মোটরযান আইনের আওতায় কোনও গাড়িকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে হলে নির্দিষ্ট পারমিট আবশ্যক, যা ছাড়া এই পরিষেবা চালালে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যার মধ্যে রয়েছে ফৌজদারি মামলা, উচ্চ অঙ্কের জরিমানা এবং অবিলম্বে যানবাহন বাজেয়াপ্তকরণ।

শিলংয়ের কেটিং রোড-সহ একাধিক এলাকায় বেআইনি ভাড়ার ব্যবসা বহুদিন ধরেই চলছিল বলে জানিয়েছে পরিবহন দফতর। এই ব্যবসাগুলি কোনওরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছিল, যা নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি তৈরি করছিল এবং অপরাধীরা এই ফাঁক গুলি কাজে লাগাচ্ছিল।

সরকারি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা জনসুরক্ষার স্বার্থে জারি করা হয়েছে, যাতে অপরাধমূলক কাজে গাড়ি ভাড়া ব্যবহারের প্রবণতা রোখা যায়। পরিবহন বিভাগ আরও জানিয়েছে, যারা এই পরিষেবা চালাচ্ছেন এবং যারা বিজ্ঞাপন বা প্রচারের মাধ্যমে এই পরিষেবার প্রচার করছেনউভয়ের বিরুদ্ধেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যতক্ষণ না বৈধ ও নিয়ন্ত্রিত ভাড়ার পরিষেবা চালুর জন্য উপযুক্ত কাঠামো গড়ে ওঠে, ততদিন পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।

গোলপাড়ায় ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান, ১৫০০ বিঘা সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদ ৬০০-রও বেশি পরিবার

গোলপাড়া, ১৬ জুন : গোলপাড়া জেলায় সোমবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে এক বিশাল উচ্ছেদ অভিযান। হাসিলা বীল এলাকায় প্রায় ১৫০০ বিঘা সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। অভিযানের আওতায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৬৬৭টি অবৈধ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, অভিযানে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। উচ্ছেদকৃত জমির মধ্যে পাঁচটি অবৈধ স্কুল এবং একটি জল জীবন মিশন প্রকল্পও রয়েছে, যেগুলি অনুমতি ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমিতে কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল।

উচ্ছেদের আগে প্রশাসন এক বিস্তৃত নোটিশ পর্ব সম্পন্ন করে। অবৈধ দখলদারদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিশ পাঠানো হয় এবং ১৫ জুন, ২০২৫-এর মধ্যে এলাকা খালি করে দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়। সেই সঙ্গে, ব্যানার ও মাইকে ঘোষণা করেও সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। তবুও নির্ধারিত সময়ের পরও এলাকায় রয়ে গিয়েছিল একাধিক অবৈধ নির্মাণবাড়ি, দোকান, বাউন্ডারি ওয়াল, বিল্ডিং, এমনকি ব্যক্তিগত জলনির্বাহ পাইপলাইন ও বোরওয়েলও। বর্তমানে সেগুলি ধ্বংস করার প্রক্রিয়া চলছে।

অভিযানকে ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না সৃষ্টি হয়, তা নিশ্চিত করতে গোলপাড়া পুলিশ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই উচ্ছেদ অভিযান রাজ্যের একটি বৃহত্তর প্রকল্পের অংশ, যার মাধ্যমে সরকার পুনরুদ্ধারকৃত জমি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং টেকসই উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে চায়।

এই অভিযানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, সরকারি জমিতে অবৈধ দখলদারি বরদাস্ত করা হবে না।

ধুবরিতে রহস্যজনক দেয়াল লিখন: ফরেনসিক টিমের তদন্ত, একজন আটক

ধুবরি, ১৬ জুন : ধুবরি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ডাক বাংলোর দেয়ালে হঠাৎ করেই উদ্ভব হওয়া রহস্যময় কিছু দেয়াল লিখন নিয়ে জোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ধুবরি পি.আই. কোর্টের ঠিক বিপরীতে থাকা এই ভবনের দেয়ালে এমন কিছু রহস্যজনক বার্তা দেখা যাওয়ায়, সোমবার ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে আসাম ফরেনসিক সায়েন্স ডিরেক্টরেটের বিশেষজ্ঞ দল। ঘটনাটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে ফরেনসিক দল স্থানটি ঘিরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় এবং দেয়াল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে। তোলা হয় ছবি, নেওয়া হয় শারীরিক নমুনাও। ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে লেখাগুলোর উৎস ও উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

এই ঘটনায় ইতিমধ্যে একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে আটক করেছে ধুবরি পুলিশ। যদিও তার পরিচয় নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, ধৃত ব্যক্তির নাম নুরুল হক ইসলাম এবং তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। তবে পুলিশ এখনও নিশ্চিত করে জানায়নি ধৃত ব্যক্তি তিনিই কিনা বা অন্য কেউ রয়েছে কিনা এই ঘটনার পেছনে। তদন্তকারীরা এখনো স্পষ্টভাবে বলতে পারেনি এই বার্তাগুলোর প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য কী। এমন একটি বিচার বিভাগীয় ভবনের সামনে এই ধরনের বার্তা প্রকাশ নিয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা মানসিক দিক থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে।

সোমবার আগরতলায় শিক্ষা ভবনের সামনে এসটিজিটি শিক্ষার্থীরা এক ডেপুটেশনে মিলিত হন।

অননুমোদিত এজেন্টদের থেকে দূরে থাকার আহ্বান ইপিএফও-র, সরকারি পোর্টাল ও অ্যাপ ব্যবহার করেই বিনামূল্যে পরিষেবা গ্রহণের পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল সংস্থা সদস্যদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা জারি করে বলেছে, তারা যেন কোনোভাবেই অননুমোদিত সাইবার ক্যাফে বা তৃতীয় পক্ষের এজেন্টের মাধ্যমে ইপিএফও পরিষেবা গ্রহণ না করেন। সকল পরিষেবা বিনামূল্যে ও নিরাপদভাবে সরকারি পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য, তাই তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পরিষেবা নেওয়া ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্যের সুরক্ষাকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে বলে ইপিএফও জানিয়েছে।

ইপিএফও জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে তারা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে পরিষেবা আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও ব্যবহারবান্ধব হয়ে ওঠে। এর মধ্যে রয়েছে কেওয়াইসি বা সদস্য তথ্য সংশোধনের সহজীকরণ, ট্রান্সফার ক্লেইম সাবমিশনের নতুন নিয়ম, ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অ্যাডভান্স দাবির স্বয়ংক্রিয় নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, এবং সেন্ট্রালাইজড পেনশন পেমেন্ট সিস্টেম চালুর মাধ্যমে পেনশন প্রদানের প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে মোট ২.৩৪ কোটি দাবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। এছাড়া, ২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে ট্রান্সফার ক্লেইম প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হয়েছে, যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়োগকর্তার অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

সদস্য প্রোফাইল সংশোধনের জন্য আধার-ভিত্তিক অনলাইন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এখন আর নিয়োগকর্তা বা ইপিএফপিও-র উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। ভুল মেম্বার আইডি ডিলিংক করার সুবিধা শুরু হওয়ায় সদস্যদের অভিযোগ কমেছে। এছাড়া উমঙ্গ অ্যাপে মুখ সনাক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইউএএন অ্যাক্টিভেশনের সুযোগ চালু হয়েছে, যার ফলে সদস্যরা সহজেই পাসবুক দেখা, কেওয়াইসি আপডেট, ক্লেইম সাবমিশন ইত্যাদি পরিষেবা নিতে পারছেন।

ইপিএফপিও আরও জানিয়েছে, অনলাইনে দাবির ক্ষেত্রে চেক লিফ বা অ্যাটেস্টেড পাসবুক আপলোড করার বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া হয়েছে, এবং এপ্রিল ২০২৫ থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যুক্ত করার জন্য নিয়োগকর্তার অনুমোদনও বাতিল করা হয়েছে।

তবে উদ্বেগের বিষয়, দেখা যাচ্ছে অনেক সাইবার ক্যাফে বা ফিনটেক সংস্থা ইপিএফপিও সদস্যদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে এমন পরিষেবার জন্য যা সরকারিভাবে একেবারে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা কেবল ইপিএফপিও-র অভিযোগ নিষ্পত্তি পোর্টাল ব্যবহার করছে, যা সদস্যরা নিজেরাই বাড়িতে বসে করতে পারেন। এদের সঙ্গে লেনদেন করলে ব্যক্তিগত আর্থিক তথ্য বিপদের সম্মুখীন হতে পারে, কারণ তারা ইপিএফপিও-র অনুমোদিত নয়।

ইপিএফপিও জানিয়েছে, তারা একটি শক্তিশালী অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে সিপিজিআরএমএস ও ইপিএফআইজিএমএস পোর্টালে অভিযোগ নথিভুক্ত হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাধান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ১৬,০১, ২০২টি অভিযোগ ইপিএফআইজিএমএস-এ এবং ১,৭৪,৩২৮টি সিপিজিআরএমএস -এ জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৯৮ু অভিযোগ সময়মতো নিষ্পত্তি হয়েছে।

ইপিএফপিও সব সদস্য, নিয়োগকর্তা এবং পেনশনভোগীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছে, যেন তারা শুধুমাত্র সরকারি ইপিএফপিও পোর্টাল (ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ত্রদ্বদ্রত্বথ.দ্বন্তুদ্র) বা উমঙ্গ অ্যাপের মাধ্যমেই পরিষেবা গ্রহণ করেন এবং কোনো তৃতীয় পক্ষকে অর্থ প্রদান না করেন। কোনো সমস্যায় পড়লে, সদস্যরা ইপিএফপিও-র আঞ্চলিক অফিসগুলির প্রো বা হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করতে পারেন।

ইপিএফপিও নিশ্চিত করেছে যে, তারা ভারতীয় কর্মশক্তিকে বিশ্বমানের প্রযুক্তিনির্ভর সামাজিক নিরাপত্তা পরিষেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রধানকে পরিবর্তনের দাবিতে সরব তেলিয়ামুড়া ব্লকের মাইগঙ্গা পঞ্চায়েতের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ জুন: তেলিয়ামুড়া ব্লকের মাইগঙ্গা পঞ্চায়েতে সোমবার প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থার বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত দিতে পারলেন না পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার। এনিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

তেলিয়ামুড়া ব্লকের মাইগঙ্গা পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান এবং উপ প্রধানকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের পক্ষ থেকে ব্লক আধিকারিকের কাছে আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই আবেদন মোতাবেক সোমবার পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার কৌশিক দেববর্মার উপস্থিতিতে মাইগঙ্গা পঞ্চায়েতে সকল পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই আলোচনা সভায় বর্তমান প্রধানকে সরিয়ে নতুন প্রধান নিযুক্ত করার ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার কৌশিক দেববর্মা।

এমনকি, উপপ্রধানের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা জমা দেওয়া হয়েছিল সেই বিষয় নিয়েও কোন আলোচনা করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় গ্রামবাসী। অন্যদিকে, পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার কৌশিক দেববর্মা জানান, উপপ্রধানের অনাস্তার বিষয়ে উনাকে কোন আবেদন দেওয়া হয়নি। তাই তিনি প্রধানের বিষয় নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তা ব্লক আধিকারিকের এর নিকট জমা দেবেন। পরবর্তী সময়ে এই সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদ্যোগে চারা গাছ বিতরণ

আগরতলা, ১৬ জুন : সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির দ্বাদশ তম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল সম্মেলনকে সামনে রেখে সোমবার ধলেশ্বর এলাকায় পথ চলতি জনগণের মধ্যে চারা গাছ বিতরণ করেন সমিতির নেত্রীরা।

এদিন সমিতির নেত্রী বলেন, আগামী বছর জানুয়ারি মাসে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তাকে সামনে রেখে প্রতিটি রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্য সম্মেলন। রাজ্য সম্মেলনের আগে বিভিন্ন অঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মোট ১৪৬৮টি প্রাথমিক কমিটির সম্মেলন প্রায় শেষের পথে। তাই এই সম্মেলনকে ঘিরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে তাঁরা। তাই আজ ধলেশ্বর এলাকায় পথ চলতি জনগণের মধ্যে চারা গাছ বিতরণ করার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গাছ ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় গাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজ নারী সমিতির তরফ থেকে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

মোদি সরকারের ১১বছর পূর্তি উপলক্ষে কৈলাসহরে বিশেষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ জুন: কেন্দ্রের মোদি সরকারের ১১বছর পূর্তি উপলক্ষে কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক খতিয়ান তুলে ধরা হয়। কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ১১বছর পূর্তিতে দেশ কোন কোন সেক্টরে অগ্রগতি হয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে গুণীজনদের সামনে। গ্যালারি তৈরি করে এতে বিগত ১১বছরের কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজের ছবি তুলে ধরা হয়।

এই দলীয় অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি বিমল কর, জেলা সম্পাদকদয় যথাক্রমে অরুন সাহা, দীপঙ্কর গোস্বামী, কৈলাসহরের পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন চপলা দেবরায়, লিগাল সেল ইনচার্জ সন্দীপ দেবরায়, ওয়াকুপ বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মফশ্বর আলী, শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি পার্থ সারথী দত্ত সহ আরো অনেকেই। এই অনুষ্ঠানের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রবুদ্ধ জনমত বিনিময়'। এখানে অনেকেই ১১ বছরের উপলব্ধির উপর মত বিনিময় করেন। দলের সোসিয়াল গ্রুপে ১ মিনিট নিজের বক্তব্য রাখার অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রতিটি জেলার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ২০২৫: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রিলিফ কমিশনার এবং দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনীগুলির এক সম্মেলনে বলেন, আগামী ৯০ দিনের মধ্যে দেশের প্রতিটি জেলার জন্য একটি পৃথক 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রস্তুত করতে হবে।

নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এই সম্মেলনে শ্রী শাহ বলেন, 'দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্রুত ও কার্যকর প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করতে জেলার স্তরে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা অত্যন্ত জরুরি।' তিনি জানান, সরকার এখন 'জিরো ক্যাজুয়ালটি অ্যাপ্রোচ'-এর মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় কাজ করছে, যার লক্ষ্য দুর্যোগের সময় প্রাণহানি একেবারে শূন্যে নামিয়ে আনা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, গত দশ বছরে ভারত দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সক্ষমতা, দক্ষতা, গতি এবং নির্ভুলতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সারা বিশ্ব এখন দুর্যোগ নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ , জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী এবং দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামোর জন্য গঠিত বৈশ্বিক জোট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

শ্রী শাহের মতে, এই তিনটি সংস্থার কার্যকর উদ্যোগের ফলে ভারত আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক গ্লোবাল লিডার হয়ে ওঠার পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। তিনি দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে সমন্বয় রেখে কাজ করার আহ্বান জানান, যাতে দেশের প্রতিটি জেলা দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে।

উত্তর প্রদেশের আমরোহায় বাজির কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, ৪ মহিলার মৃত্যু, আহত ৬

আমরোহা, ১৬ জুন : উত্তর প্রদেশের আমরোহা জেলার আত্রাসি গ্রামে একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত আতশবাজির কারখানায় সোমবার ভয়াবহ বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৪ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং ৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রশাসন। বিস্ফোরণের ঘটনাটি রাজবপুর থানার অধীন এলাকায় ঘটেছে। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই রাজবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় এবং আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

আমরোহা পুলিশ এক্স-এ জানিয়েছে, আজ সোমবার রাজবপুর থানার অন্তর্গত আত্রাসি গ্রামে একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাজির কারখানায় সকাল ১১টা নাগাদ ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে। ৬ জন আহত মহিলাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ৪ জন মহিলার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।"জেলা শাসক নিধি গুপ্তা বাটস জানান, আজ রাজবপুর এলাকায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ৪ জন মহিলা ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন এবং ৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের অবিলম্বে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

স্টপ ডাইরিয়া ক্যাম্পেইন ২০২৫ আজ থেকে শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী "স্টপ ডাইরিয়া ক্যাম্পেইন-২০২৫" আজ থেকে শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ডাইরিয়ায় ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যু শূন্যতে নামিয়ে আনা। কর্মসূচির সার্বিক সাফল্যের জন্য আজ সচিবালয়ে রাজ্যভিত্তিক পরিচালন এবং সমন্বয় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা তপন মজুমদার সহ খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর, পঞ্চায়েত, তথ্য ও সংস্কৃতি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করতে এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দপ্তরের কি কি করণীয় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এবারের কর্মসূচির মূল ভাবনা হল "ডাইরিয়া কি রোকথাম, সাফাই আউর ওআরএস সে রাখে আপনা ধ্যান"। ধলাই জেলার ৩৬,২৯৩ জন, গোমতী জেলার ৩৮,০৯৬ জন, খোয়াই জেলার ২৬,২৪১ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪২, ৭৭৯, সিপাহীজলা জেলার ৪৫,৬২৭, ঊনকোটি জেলার ২৫,৮৪৭ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৩২,৬৬৭ জন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৫৭, ৫১২ জন ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এই কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে শিশুদের জন্য ওআরএস এবং জিঙ্ক ট্যাবলেট প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, গত বছর রাজ্যে ১২,০৭৫ জন শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলেও সবাই সুস্থ হয়েছে। কর্মসূচিতে আসপিরেশনাল জেলা, ব্লক সহ দুর্গম অঞ্চল, বস্তি এলাকা, বন্যাপ্রবণ এলাকা এবং গত বছরে যেখানে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার খবর রয়েছে সেসব অঞ্চলের শিশুদের এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।

কাঞ্চনপুরে ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৬ জুন: গতকাল এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাঞ্চনপুর টাউনহলে উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের সূচনা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ জনভাগিদারি অভিযানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রন, দশদা বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান উদারাম রিয়াং, লালজুরি বি.এ.সি-র চেয়ারম্যান অজন্ত কুমার চৌধুরী, জম্পুইহিল বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান বি. নুংচুংগা, কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক দীপক কুমার, জেলা কল্যাণ আধিকারিক সি. সাংমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সভাধিপতি অপর্ণা নাথ বলেন, জনজাতি অংশের মানুষকে আরও এগিয়ে আনার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এই কর্মসূচি শুরু করেছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিবিরগুলি থেকে সরকারি পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি জনজাতিদের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক দীপক কুমার। সভাপতিত্ব করেন লালজুরি বি.এ.সি-র চেয়ারম্যান অজন্ত কুমার চৌধুরী।

বিলোনিয়া জেলা আদালতের নির্দেশে দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকের কার্যালয়ের বিভিন্ন সামগ্রী ক্রোক করলো বিলোনিয়া জেলা আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ জুন: আজ বিলোনিয়া জেলা আদালতের বিচারক গোবিন্দ দাসের নির্দেশ অনুযায়ী দক্ষিণ জেলার ল্যান্ড একুইজিশন কালেক্টর তথা দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসকের চেয়ার টেবিল সমেত অন্যান্য সামগ্রী ক্রোক করলো বিলোনিয়া জেলা আদালত।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিলোনিয়া রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা দিলীপ দাস দক্ষিণ জেলার এল এ কালেক্টর এর বিরুদ্ধে তার রেল দপ্তর অধিকৃত সম্পত্তির সঠিক অর্থ পায়নি বলে মামলা করে। যার কেস নম্বর হল এক্সিকুইশন এল এ ৯/২১। এই মামলা অনুযায়ী আদালত দক্ষিণ জেলার ল্যান্ড একুজিশন কালেক্টর তথা দক্ষিণ জেলা অতিরিক্ত জেলাশাসককে নির্দেশ দেয় দিলীপ দাসকে সুদ সমেত তার পাওনা অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। যার পরিমাণ বর্তমানে ৪২ লক্ষ্য ৯৫ হাজার ৬২ টাকা। যার মধ্যে আসল অর্থের পরিমাণ হল প্রায় ২০ লক্ষ ৯০ হাজারেরও বেশি। আর তার সুদ হয়েছে ২২ লক্ষ টাকারও বেশি।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আজ বেইলিফ কমল চৌধুরী এবং কিশোর দেববর্মা ও প্রসেস সার্ভার আশীষ দাস গুপ্ত জেলা শাসকের অফিসে এসে অতিরিক্ত জেলা শাসকের চেয়ার টেবিল সমেত অন্যান্য সম্পত্তি গাড়ি বোঝাই করে তুলে নিয়ে গেল। এই ঘটনায় হতচকিত অফিসের অন্যান্য কর্মীসহ এলাকাবাসী।

সন্ধ্যা থেকে গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমাতে রীতিমতো বিদ্যুৎ বিপর্যয়, গরমে নাজেহাল জনসাধারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ জুন: আজ সন্ধ্যা থেকে গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমাতে রীতিমতো বিদ্যুৎ বিপর্যয় নেমে এসেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিদ্যুৎ নিগমের কর্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ১১ কে ভি বিদ্যুৎ লাইনে মারাত্মক ফল্ট তৈরি হয়েছে, এর পাশাপাশি কিছু কিছু জায়গায় ট্রান্সফরমারের গোলযোগের কারণে একসাথে গোটা তেলিয়ামুরা সহ মুঙ্গিয়া কামির বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রচন্ড এই গরমের মধ্যে এলাকাগুলি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে হাসপাতাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এর দারুন প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গোটা বিষয়ে গামাইবাড়ির বিদ্যুৎ নিগমের জনৈক অপারেটরের সুজিত দেবের সাথে কথা বললে তিনি দাবি করেন ১১ কেভি লাইনে মারাত্মক ফল্টের কারণে এই অবস্থা তৈরি হয়েছে, তবে কি কারণে এই ফল্ট তৈরি হয়েছে সুজিত পাল সঠিকভাবে বলতে পারছেন না।

যদিও তিনি আশ্বস্ত করেছেন আগরতলা থেকে বিশেষজ্ঞ দল তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। তারা এখানে আসার পর যাবতীয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করার পর হয়তো লাইন চালু হতে পারে বলে শ্রী পাল আশা প্রকাশ করেছেন। শেষ সংবাদ পর্যন্ত জরুরি কালীন পরিস্থিতিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে জেনারেটর যুগে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে স্বাভাবিক করে রাখা হয়েছে।

ধর্মনগরে 'বিকশিত ভারত সংকল্প সভা' মোদি সরকারের সাফল্যের বার্তা পৌঁছাল জনতার দরবারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জুন: বিকাশ,সুশাসন ও জনসেবার বার্তা পৌঁছে দিতে ধর্মনগরের কালিদিঘির পাড়ে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে সোমবার অনুষ্ঠিত হল বিজেপির 'বিকশিত ভারত সংকল্প সভা'। দেশজুড়ে মোদি সরকারের ১১ বছরের সাফল্য ও নানা কল্যাণমূলক প্রকল্পের তথ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই জনসংযোগ মূলক কর্মসূচির আয়োজন করে ৫৬ ধর্মনগর মন্ডল।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, ধর্মনগর মন্ডলের সভাপতি শ্যামল নাথ, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী দাস সেন সহ বিজেপির অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব। নেতারা জানান,ডিজিটাল ইন্ডিয়া,উজ্জ্বলা যোজনা,আয়ুষ্মান ভারত, অপারেশন সিন্দুর এবং নতুন শিক্ষানীতির মতো একাধিক ঐতিহাসিক প্রকল্প দেশে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছে।সভা শেষে নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানানবিকশিত ভারতের বার্তা যেন প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়,যাতে আগামী দিনের ভারত হয় আরও আত্মনির্ভর, উন্নত ও সমৃদ্ধ।

স্বামী সন্তান ফেলে পর পুরুষের

● প্রথম পাতার পর

সম্পর্ক রয়েছে বলেও জানা যায়।

এমনকি, বিশ্বজিৎ শীল নান্টু সেনের বাড়িতে আসতো এবং রাত্রিযাপন করত। ওই গৃহবধূ যাবার সময় নগদ অর্থ সহ স্বর্ণালংকার সঙ্গে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। নান্টু সেনের অভিযোগ উনার স্ত্রী বিশ্বজিৎ শীলের সাথে পালিয়ে গিয়েছে। এদিকে অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

রেগা ধ্বংসের চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর

কমানো মানে গরিব মানুষের জীবনে একটি গুরুতর আঘাত হানা। কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করবে। তাঁর সাফ কথা, আমরা আমাদের দুটি দাবিতে অটল প্রথম, এমজিএনরেগা শ্রমিকদের জন্য দৈনিক ন্যূনতম মজুরি ৪০০ টাকা করা হোক। দ্বিতীয়, বছরে কমপক্ষে ১৫০ দিনের কাজ নিশ্চিত করুক কেন্দ্রীয় সরকার।

গ্রামীণ এলাকায়

● প্রথম পাতার পর

সভায় কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, বিধায়ক কিশোর বর্মণ, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, বিধায়ক মাইলায়ু মগ, এমডিসি সঞ্জিব রিয়াং, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ, টিটিএএডিসি"র সিইও এবং রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসকগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন।

সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব কুন্তল দাস ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজ্যে রেগায় কাজের সাফল্য এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৮টি জেলা, ৫৮টি ব্লক, ১,১৯৩টি গ্রাম পঞ্চয়েত ও ভিলেজ কমিটিতে এম জি এন রেগায় মোট ৬,৯৪,৫৫৯ জবকার্ড হোল্ডার রয়েছেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজ্যে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৩৭ হাজার শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব কুন্তল দাস জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এম জি এন রেগায় প্রায় ৫ হাজার ২১০টি বনায়ন কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে। রাজ্যের আনারস চাষকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রেগার অনুমোদিত কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে জেলাগুলিতে এম জি এন রেগার মাধ্যমে যেসব কাজ রূপায়িত হয়েছে এবং বর্তমানে চলছে তার বিস্তারিত তথ্যও তিনি তুলে ধরেন। সভায় অতিরিক্ত সচিব চলতি অর্থবছরে অনুমোদিত লেবার বাজেট এবং প্রস্তাবিত কাজের কথাও সভাকে অবহিত করেন। এসএনএ স্পর্শ চালু সহ ভূমি উন্নয়নে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করার বিষয় সভায় আলোচনায় প্রাধান্য পায়। তাছাড়াও রাজ্যে সোশ্যাল অডিট-এর গুরুত্বের বিষয়টিও সভার আলোচনায় উঠে আসে।

৭০ হাজার বার্মিজ সিগারেট

● প্রথম পাতার পর

অন্তর্গত আনন্দবাজার এসপিও ক্যাম্পের নাকা চেকিং পয়েন্টে টিআর০৫জি০৫৯৭ নম্বরের একটি বিলাসবহুল গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় গাড়ি থেকে ৯ কার্টুনে ৯০ হাজার সিগারেট উদ্ধার করা হয়।

কিন্তু পুলিশ অফিসার সুলেমান রিয়াং জানান সাতটি কার্টুনে মোট ৭০, ০০০ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করা হয়। ধর্মনগর থানার রাত্রিকালীন ডিউটিতে থাকা পুলিশ অফিসার সোলেমান রিয়াং ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ি ও সিগারেটসহ তিন যুবককে আটক করেন।

আটককৃতরা হলেন দামছড়া এলাকার সৌরভ সিনহা, পানিসাগরের চামটিলা এলাকার প্রকাশ দেবনাথ ও বিশ্বজিৎ দেবনাথ। ধর্মনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধারকৃত সিগারেটের মোট পরিমাণ সাতটি কার্টুন, যার প্রতিটিতে ১০,০০০ করে সিগারেট রয়েছে। এই ঘটনাটি উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বার্মিজ সিগারেট চোরাচালানের বিরুদ্ধে পুলিশের চলমান অভিযানের অংশ বলে জানা যায়।

এর আগে, মার্চ মাসে রাজনগর এলাকায় একটি গাড়ি দুর্ঘটনার পর ৪০ কার্টুন বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করা হয়েছিল। তবে সে সময় কোনো গ্রেফতার হয়নি। পরে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়, যাদের বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ রয়েছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, আটককৃতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং সিগারেট চোরাচালান রোধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবাদে বাংলাদেশ সহকারি

● প্রথম পাতার পর

এই হামলা শুধু এক ঐতিহাসিক স্মৃতির ওপর নয়, এটি সাহিত্য সংস্কৃতি এবং মানবতাবাদী ভাবধারার ওপর সরাসরি আঘাত হেনেছে। এদিন তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল একজন কবি, সাহিত্যিক বা দার্শনিক নন তিনি ভারতের আত্মিক চেতনার প্রতীক।তাঁর পৈতৃক বাড়ি শুধু একটি দালান নয়, বরং ইতিহাস ও মানবতার একটি প্রামাণ্য নিদর্শন। এই ঘটনার বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

এরই প্রতিবাদে আজ প্রদেশ বিজেপির তরফ থেকে রাস্তায় নেমে এক ধিক্কার মিছিলের মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

ফল প্রকাশের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

জানিয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

তাঁদের আরও অভিযোগ,এসটিজিটির পরীক্ষার্থীর মধ্য কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থীর বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তাই তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী নিকট আবেদন, ফলাফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক।

বিবিএমসি কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

● প্রথম পাতার পর

বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজে সুষ্ঠুভাবে শুরু হয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়া। গত ১৩জুন থেকে শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া। প্রথম পর্যায়ে ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে ১৯ জুন পর্যন্ত। মোট আঠারোশো ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হবে এবছর। প্রথম পর্যায়ে ১৯ জুন পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়ার কৌটা পূরণ না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২৫ জুন থেকে। এরপর আসন খালি থাকলে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশক্রমে পরবর্তী সময়ে ভর্তি গ্রহণ করা হবে। ভর্তি প্রক্রিয়া অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

খোয়াইয়ে ধরতি আবা জনভাগীদারি

● আটের পাতার পর

দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মবিল ব্লক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সরজিৎ দেববর্মা, খোয়াই মহকুমা ওয়েলফেয়ার অফিসার নৃপেন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পদ্মবিল বি.এ.সির চেয়ারম্যান প্রশান্ত দেববর্মা বলেন, এই অভিযানের মাধ্যমে জনজাতি অংশের মানুষের কাছে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে। তিনি এই কর্মসূচির সাফল্য কামনা করেন। এই অভিযানে আগামীকাল জুমিয়া কলোনী এস.বি. স্কুলে, ২১ জুন নালুংবাড়ি এস.বি. স্কুলে এবং ২৭জুন শরৎ চৌধুরী এস.বি. স্কুলে সচেতনতামূলক প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসূচি সফল করতে পদ্মবিল বাজারে সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই র‍্যালিতে অতিথিগণ সহ স্থানীয় নাগরিকগণও অংশ নেন।

ম্যাচ অমীমাংসিত : প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে সংহতির তিন পয়েন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিতভাবেই ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে সংহতি ক্লাব তিন পয়েন্ট পেয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত বিগত সময়ের অর্থাৎ ২০২৩-২৪ এর এই টুর্নামেন্ট। দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা আজ শেষ হয়েছে। সংহতি ক্লাব বনাম স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বৃষ্টি বিঘ্নিত টেস্ট ম্যাচটি অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে। তবে সংহতি শিবিরে কিছুটা আফসোসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে কেননা দ্বিতীয় ইনিংসে আরও কিছুটা কম রান করে স্ফুলিঙ্গকে ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ জানালে হয়তো আজ অন্তিম দিনে সরাসরি জয় ধরা দিত তাঁদের শিবিরে। তবে ক্রিকেট যেহেতু অনিশ্চয়তার খেলা, হলফ করে আগের থেকে কেউ কিন্তু এত কিছু বলতে পারেন না। উল্লেখ্য, গত ১৪ জুন ম্যাচ শুরুতে টস জিতে স্ফুলিঙ্গ প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সংহতি ব্যাট করতে নেমে বৃষ্টি বিঘ্নিত তিন দিনের খেলায় ৬৪.২ ওভারে ২০০ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে জবাবে স্ফুলিঙ্গের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় ৭২ রানে ৪৩.১ ওভার খেলে ১২৮ রানে লিড নিয়ে পুনরায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দেয়। ১১.১ ওভার খেলে তিন উইকেটের বিনিময়ে ৭৫ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়।

এদিকে জয়ের জন্য ২০৪ রানের লক্ষ্যমাত্রায় খেলতে নেমে স্ফুলিঙ্গ খেলার শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় ৩১.৩ ওভার খেলে ৮ উইকেট হারিয়ে ৪১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। স্বাভাবিক কারণে ম্যাচ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়। সংহতি ক্লাবের চিরঞ্জীব পাল তের রানে পাঁচটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। তবে বোলিংয়ে সংহতি ক্লাবের স্বরাব সাহানির ৫৭ রান, অরিন্দম বর্মনের ৪৬ রান, তন্ময় ঘোষের ২৮ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে দুর্লভ রায় নয় রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল। স্ফুলিঙ্গের সুভম ঘোষ পেয়েছিল পাঁচটি উইকেট ৪৫ রানের বিনিময়ে।

জি সি মেমোরিয়াল ক্রিকেটের অপর ম্যাচও অমীমাংসিত : প্রথম ইনিংসে লিড ব্লাড মাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জেসি মেমোরিয়াল ক্রিকেটে অপর ম্যাচটিরও একই হাল। ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর ম্যাচ। বৃষ্টি বিঘ্নিত তিন দিনের খেলা প্রত্যাশিতভাবেই অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ব্লাডমাউথ ক্লাব ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত জে সি মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৩-২৪। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ১৪ জুন ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। বাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব বৃষ্টি বিঘ্নিত তিন দিনের খেলায় ৪৭.২ ওভার খেলে ১৮৫ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৩৪.৩ ওভারে ৬৬ রানে ইনিংস শেষ করলে, ব্লাড মাউথ ক্লাব এগিয়ে থেকে খেলা শুরু করে ১৮.১ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ১০৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করে করে দেয়। জয়ের জন্য ২২৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৩৯.৩ ওভার খেলে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৪৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। স্বাভাবিক কারণে ম্যাচ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়। সন্দীপ সরকার ব্যাটে বলে দারুন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। তবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর বাবুল দের সর্বাধিক ৭৫ রান, ব্লাড মাউথের বিক্রম কুমার দাসের ৫০ বলে ৫০ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ের সন্দীপ ২৮ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে সন্দীপ সরকার পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। এছাড়া ব্যাটিংয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর বাবুল দে-র ৭৫ রান এবং বিক্রম কুমার দাসের ৫০ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর জয়দীপ ভট্টাচার্য্য চল্লিশ রানে ছয়টি উইকেট পেয়েছিল। অমিত আলী নয় রানে চারটি উইকেট পেয়েছে।

বন্ধু ডিভিলিয়ার্সের সঙ্গে কেন কয়েক মাস কথা বলেননি কোহলি? জানা গেল নেপথ্য কারণ

এক সময় ছিলেন সতীর্থ। পরে হয়েছেন বন্ধু। ধীরে ধীরে সেই বন্ধুত্ব বেড়েছে। পরে মাঠের জুটি ভেঙে গেলেও বন্ধুত্ব একই রয়েছে বিরাট কোহলি ও এবি ডিভিলিয়ার্সের। চলতি মাসে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএল জেতার পর সেই বন্ধুত্ব আরও এক বার দেখা গিয়েছে। অথচ এই বন্ধু ডিভিলিয়ার্সের সঙ্গে কয়েক মাস কথাই বলেননি কোহলি। কেন? সেই কারণ জানিয়েছেন ডিভিলিয়ার্স নিজেই। কোহলির দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম নিয়ে মুখ খুলেছিলেন ডিভিলিয়ার্স। সেই কারণে তাঁর উপর বিরক্ত হয়েছিলেন কোহলি। কয়েক মাস কথা বলেননি। চলতি বছর অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় আবার কথা শুরু হয় তাঁদের। একটি সাক্ষাৎকারে ডিভিলিয়ার্স বলেন, "বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি চলাকালীন বিরাট আবার আমাকে ফোন করে। তার পর থেকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। মাঝে কয়েক মাস বিরাট আমার সঙ্গে কথাই বলেনি। অবশ্য দোষটা আমারই। বিরাট কিছু বলার আগেই ওর দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের কথা আমি প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। তাতে ওর খারাপ লেগেছিল।" গত বছর ইংল্যান্ড সিরিজ চলাকালীন বোমা ফাটান ডিভিলিয়ার্স। সেই সিরিজে খেলেননি কোহলি। তখনই কোহলির দ্বিতীয় সন্তান জন্মের কথা জানিয়েছিলেন ডিভিলিয়ার্স। তিনি বলেছিলেন, "আমি যত দূর জানি, ওদের পরিবারে সব ঠিক আছে। বিরাট পরিবারের সঙ্গে একটু বেশি সময় কাটাচ্ছে। সেই কারণেই প্রথম দুই টেস্টে ও খেলছে না। আমি ওকে মাঠে দেখার জন্য মুখিয়ে আছি।" এর পরেই ডিভিলিয়ার্স বলেছিলেন, "আমি বিরাটের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তখনই জানতে পারি যে অনুষ্কা দ্বিতীয় বার মা হতে চলেছে। তাই এই সময় ওর পাশে থাকা বিরাটের কর্তব্য। ক্রিকেটার হলেও পরিবার সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সবাই সেটাই করে। বিরাটও করছে। এর জন্য ওর ক্রিকেটের প্রতি ভালবাসা নিয়ে প্রশ্ন করার কোনও মানে নেই।"তার পরেই অবশ্য নিজের কথা থেকে সরে এসেছিলেন ডিভিলিয়ার্স। জানিয়েছিলেন, না জেনেই সেই মন্তব্য করেছেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেছিলেন, "আমি না জেনেই একটা কথা বলে দিয়েছিলাম। সেটা ঠিক করিনি। আমার উচিত ছিল বিরাটের সঙ্গে কথা বলা। আশা করছি বিরাটকে তাড়াতাড়ি মাঠে দেখতে পাব।" এমনকি, কোহলির কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন ডিভিলিয়ার্স। একটি ইউটিউব ভিডিয়োতে ডিভিলিয়ার্স বলেছিলেন, "আমার বন্ধু বিরাট এখনও মাঠে নামতে পারছে না। আমি সবার কাছে অনুরোধ করছি ওদের একা থাকতে দিন। পরিবার সবার আগে। আমি জানি না কী হয়েছে? আমি শুধু সবাইকে অনুরোধ করছি ওদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে। আমি মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি। বিরাট ও তার পরিবারের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি।" তার পরেই হয়তো কোহলির মন গলেছিল। আবার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কথা শুরু হয়েছিল তাঁর। সেই সময়ের কথা এত দিনে খোলসা করলেন ডিভিলিয়ার্স।

ছ'ম্যাচে ছয় হার ভারতের, হকির প্রো-লিগে হতাশ করছে ক্রেগ ফুলটনের দল

জিততে কি ভুলে গিয়েছে ভারত? হকির প্রো-লিগে খারাপ ফর্মে রয়েছে তারা। ছ'টা ম্যাচের মধ্যে ছ'টাতেই হেরেছে ভারত। রবিবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২-৩ গোলে হারতে হয়েছে ক্রেগ ফুলটনের ছেলেদের। কেন এই খারাপ হাল দলের? গত দুই অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জজয়ী দলের এই ফল অবাক করার মতো। এমন নয় যে বাজে খেলছে তারা। এমন নয় যে গোল করতে পারছে না ভারত। কিন্তু তারা হেরে যাচ্ছে। প্রতিটা ম্যাচে ১ গোলের ব্যবধানে হেরেছে ভারত। তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে, অল্পের জন্য জয় আসছে না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেটাই দেখা গিয়েছে। এগিয়ে গিয়েও জিততে পারেনি ভারত।আগের পাঁচটা ম্যাচ ভাল খেলে হারলেও রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের হকি হতাশ করেছে। হতে পারে শুরুতে তারা এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এক বারও তাদের খেলা দেখে মনে হয়নি যে অস্ট্রেলিয়াকে তারা হারাতে পারবে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শুরুতে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। কিন্তু তা রক্ষা করতে পারেনি তারা। দু'মিনিটের মধ্যে জোড়া গোল করে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যান মার্কিংয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন ফুলটন। সেটা করতে গিয়ে একটা ভুল করে ফেলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়াকে বেশি জায়গা দিয়ে দেন। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের যা গতি তাতে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে সমস্যা হয়নি। এক বার এগিয়ে যাওয়ার পর আর অস্ট্রেলিয়াকে ধরতে পারেনি ভারত। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আরও একটা গোল করে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। খেলা শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট আগে ভারত এক গোল শোধ করে বটে, কিন্তু জিততে পারেনি।আগের ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২-৩ গোলে হেরেছিল ভারত। সেই ম্যাচে ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর হারতে হয়েছিল তাদের। তার পরেও দলের কোচ স্বীকার করেননি যে তাঁরা খারাপ খেলেছেন। ফুলটন বলেছিলেন, "আমার মনে হয় আমরা ভালই খেলেছি। সুযোগ পেয়েছি। গোল করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিততে পারিনি। এই ম্যাচ থেকে অনেক শিক্ষা পেয়েছি। সেই শিক্ষা পরের ম্যাচে কাজে লাগাব।" কিন্তু আদতে দেখা গেল, কোনও শিক্ষা নিতে পারেনি ভারত। টানা হাফডজন হারের ধাক্কা খেতে হয়েছে তাদের।

কর্মীদের ভাতার টাকা কমিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, কিছু অবাধ্য কর্মীর জন্যই এই সিদ্ধান্ত

ভারতীয় বোর্ড বিশ্বের সব ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে ধনীতম। তারাই কর্মীদের দৈনিক ভাতা কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গিয়েছে, কিছু কর্মী অনৈতিক ভাবে ভাতা নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের সামলাতে একটি নীতি তৈরি করা হয়েছে, যেখানে কমে গিয়েছে ভাতার পরিমাণ।আগের নীতি অনুযায়ী, বোর্ডের কর্মী কম মেয়াদের যাতায়াতের (চার দিন পর্যন্ত) ক্ষেত্রে দৈনিক ১৫ হাজার টাকা করে পেতেন। দীর্ঘমেয়াদী যাতায়াতের জন্য পেতেন ১০ হাজার টাকা করে। দীর্ঘমেয়াদী যাতায়াতের মধ্যে আইপিএল, ডব্লিউপিএল এবং ভারতের আয়োজিত আইসিসি প্রতিযোগিতা থাকত। তা ছাড়া এককালীন ভাতা হিসাবে ৭৫০০ টাকা দেওয়া হত।নতুন নিয়মে এককালীন ভাতা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই দৈনিক ভাতা ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। কর দেওয়ার পর প্রত্যেক কর্মী প্রতি দিন পাবেন ৬৫০০ টাকা করে। জানুয়ারি থেকে বোর্ডের কর্মীরা ভাতার টাকা পাননি। নীতি প্রকাশের পর এ বার তাঁদের সেই টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছেন, কিছু কর্মী মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে বসে পুরো কাজ সামলালেও পূর্ণ সময়ের দৈনিক ভাতা চাইতেন। তা এ বার বন্ধ হচ্ছে। ধরা যাক, আইপিএলের ৭০ দিনই কেউ যাতায়াত করলেন। ১০ হাজার টাকার হিসাবে সর্বমোট সাত লক্ষ টাকা পাবেন। যিনি অনিয়মিত যাতায়াত করেছেন তিনি ৬০ শতাংশ টাকা পাবেন। যিনি এক দমই যাতায়াত করেননি তিনি ৪০ শতাংশ টাকা পাবেন।

বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে প্রতি দিন ৩০০ ডলার (প্রায় ২৬ হাজার টাকা) মিলবে। বোর্ডের সভাপতি, সচিব, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি এবং যুগ্ম-সচিব বিদেশযাত্রা করলে প্রতি দিন ৮৬ হাজার টাকা করে পাবেন।

টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনাল হেরেও আইসিসি ক্রমতালিকায় শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া, ভারত কত নম্বরে?

ফাইনাল হারলেও শীর্ষস্থান হারাল না অস্ট্রেলিয়া। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছে তারা। কিন্তু তার পরেও আইসিসি-র টেস্ট ক্রমতালিকার শীর্ষে প্যাট কামিন্সেরা।আইসিসি-র নতুন টেস্ট ক্রমতালিকায় শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৩২০০। গত দু'বছরে ২৬টা টেস্ট খেলে তাদের রেটিং ১২৩। টেস্ট বিশ্বকাপ জেতায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২২টা ম্যাচ খেলে তাদের পয়েন্ট ২৫০১। টেম্বা বাভুমাদের রেটিং ১১৪। দক্ষিণ আফ্রিকা এক ধাপ ওঠায় এক ধাপ নেমেছে ইংল্যান্ড। ৩৪টা ম্যাচে ৩৮৩৯ পয়েন্ট ও ১১৩ রেটিং নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছেন বেন স্টোকসরা।ভারত রয়েছে চার নম্বরে। তাদের জায়গার কোনও বদল হয়নি। গত দু'বছরে ২৭টা টেস্ট খেলেছে তারা। ভারতের পয়েন্ট ২৮৩৭। তাদের রেটিং ১০৫। এই চারটে দলেরই রেটিং ১০০-র উপরে রয়েছে। পাঁচ নম্বরে নিউ জিল্যান্ড। ২২টা টেস্ট খেলে তাদের পয়েন্ট ২০৯৪ ও রেটিং ৯৫। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। তারা খেলেছে ২৪টা টেস্ট। তাদের পয়েন্ট ২০৭৮ ও রেটিং ৮৭। সাত নম্বরে রয়েছে পাকিস্তান। ২২টা টেস্টে ১৭০৫ পয়েন্টের পাশাপাশি তাদের রেটিং ৭৮।আইসিসি-র টেস্ট ক্রমতালিকায় আট থেকে

হরিয়ানায় জাতীয় অনূর্ধ-৯ দাবায় লড়ছে ত্রিপুরার দাবাড়ুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা লড়াই করছে ত্রিপুরার দাবাড়ু-রা। হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত জাতীয় অনূর্ধ-৯ দাবা প্রতিযোগিতায়। সোমবার আসরের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকালে দ্বিতীয় এবং বিকেলে তৃতীয় রাউন্ডে জয় লাভ করে তৃষিকা কামারাপু। বালিকা বিভাগের রাজ্যের অপর দাবাড়ু অবন্তিকা চক্রবর্তী দ্বিতীয় রাউন্ডের জয় পেলেও হেরে যায় তৃতীয় রাউন্ডে। বালক বিভাগে শুভায়ন দাস এদিন সকালে হারলেও দুপুরে জয় পায়। রাজ্যের অপর দাবাড়ু দেবরাজ ভট্টাচার্য্য সকালে জয় পেলেও বিকেলে হেরে যায়। তিন রাউন্ড শেষে রাজ্যের দাবাড়ুদের মধ্যে শুভায়ন দাস এবং তৃষিকা কামারাপুর পয়েন্ট ২। অবন্তিকা চক্রবর্তী দেড় এবং দেবরাজ ভট্টাচার্য্যের পয়েন্ট এক। মঙ্গলবার আসরের চতুর্থ এবং পঞ্চম রাউন্ডের খেলা হবে। এ খবর জানান ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার সেন্টু রঞ্জন দাস।

বিষাক্ত লোকজন ছিল দিল্লিতে'! আইপিএলের প্রথম দল নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ ডিভিলিয়ার্সের

এ বারই প্রথম আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। শনিবার ২৭ বছরের খরা কাটিয়ে আইসিসি ট্রফি জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সব মিলিয়ে দারুণ মেজাজে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার এবি ডিভিলিয়ার্স। তার মধ্যেই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন আইপিএলে নিজের প্রথম দল নিয়ে। দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তিনি।বেঙ্গালুরুর আগে দিল্লির হয়ে খেলতেন ডিভিলিয়ার্স। সে সময় দলের নাম ছিল দিল্লি ডেয়ারডেভিলস। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, দলে প্রচুর বিষাক্ত লোকজন ছিলেন। কারা তাঁরা? ডিভিলিয়ার্স বলেছেন, "তাঁদের নাম বলতে চাই না। তবে তাঁরা চাইলে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারতেন। তাঁদের জন্যই দিল্লি সমস্যায় পড়েছিল। অনেক বিষাক্ত চরিত্র ছিল দলে। তিন বছর খুবই সমস্যার মধ্যে ছিলাম। দিল্লি দলে তেমন কেউই আমার পাশে ছিল না। দলে কয়েক জন বড় ক্রিকেটারও ছিলেন। সবটাই খারাপ ছিল, বলছি না। কিছু ভাল, কিছু খারাপ ছিল। তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে।"দিল্লির হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে ডিভিলিয়ার্স আরও বলেছেন, "আমার ব্যক্তিগত এবং ক্রিকেটজীবনের বেশ খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ সময় দিল্লিতে কেটেছে। গ্লেন ম্যাকগ্রা, ড্যানিয়েল ভেট্টরির মতো ক্রিকেটারদের সঙ্গে সময় কাটাতে পেরেছি। ওরা আমার নায়ক ছিল। ২০০৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছিলাম। ম্যাচটা ম্যাকগ্রাও খেলেছিল। ওর বল খেলার সময় দমবন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল আমার। কথা বলতে পারছিলাম না। তার পর ২০০৮ সালে দিল্লি দলে পাশে ম্যাকগ্রাকে পাই। আমার ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেছিল। একটা সময় পর্যন্ত বিশ্বাস করে পারিনি, ম্যাকগ্রা কথাগুলো বলেছিল আমায়।" আইপিএলের প্রথম তিন মরসুম অর্থাৎ ২০১০ সাল পর্যন্ত দিল্লির ক্রিকেটার ছিলেন ডিভিলিয়ার্স। দিল্লির হয়ে ২৮টি ম্যাচ খেলে ৬৭১ রান করেছিলেন। একটি শতরান এবং তিনটি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর দিল্লির হয়ে।

রোহিতের জুতোয় পা গলিয়ে কি সফল হবেন শুভমন? এখন থেকেই ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন সতীর্থ

নতুন চ্যালেঞ্জ শুভমন গিলের সামনে। রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ার পর ভারতের নতুন টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন তিনি। শুরুতেই কঠিন চ্যালেঞ্জ। ২০ জুন থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরু ভারতের। রোহিতের জুতোয় পা গলিয়ে কি সফল হতে পারবেন শুভমন? উত্তর দেবে সময়। তবে এখন থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন শুভমনের সতীর্থ কুলদীপ যাদব। তাঁর মতে, শুভমন তৈরি।

ইংল্যান্ড সফরের দলে রয়েছেন কুলদীপ। তবে প্রথম একাদশে তিনি খেলবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টের আগে কুলদীপ জানিয়েছেন, শুভমন অধিনায়কত্বের জন্য তৈরি। তিনি বলেন, "শুভমন জানে কী ভাবে অধিনায়কত্ব করতে হয়। ও গত দেড় বছর ধরে রোহিত ভাইয়ের সঙ্গে থেকেছে। মাঠে রোহিত ভাইয়ের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছে। আমি নিশ্চিত রোহিত ভাইয়ের কাছে ও অনেক কিছু শিখেছে। সেগুলো ওর কাজে লাগবে।"কুলদীপের মতে, শুভমন মাঠে সবসময় ইতিবাচক থাকেন। সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ। দলের মধ্যে সেটা ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন তিনি। কুলদীপ বলেন, "শুভমন সবসময় ইতিবাচক। কখনও ভাবে না যে খারাপ কিছু হতে পারে। এই মনোভাব ও সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। সকলে জয় ছাড়া কিছু ভাবছে না। আমার মনে হয়, শুভমন অধিনায়কত্বের জন্য তৈরি। এটাই ওর জায়গা। অনেক দিন ও ভারতের অধিনায়কত্ব করবে।"শুভমন নিজেও জানিয়েছেন যে রোহিত ও কোহলির শিক্ষা কাজে লাগাতে চান তিনি। ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম 'স্কাই স্পোর্টস'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুভমন বলেছেন, "টেস্টে বিরাটের অধীনে খেলার সময় মাঠে ওর সক্রিয়তা বার বার চোখে পড়ত। নিজের ভাবনা ভাগ করে নেওয়াই হোক বা ওর মাঠের আচরণ, আমার বেশ পছন্দ হত। ওটা আমিও কাজে লাগাতে চাই। যদি ওর কোনও পরিকল্পনা কাজে না লাগত, সঙ্গে সঙ্গে সেটা বদলে ফেলত এবং বোলারকে বলে দিত ও ঠিক কী চায়।"কোহলির তুলনায় বেশ খানিকটা আলাদা ছিলেন রোহিত। অনেক শান্ত, ধীরস্থির। তবে সেটা শুধু আচরণে, কৌশলে নয়।

শুভমনের কথায়, "অনেকেই ভাবে রোহিত আগ্রাসী ছিল না। কিন্তু কৌশলের দিক থেকে ও অত্যন্ত আগ্রাসী। ম্যাচের আগে, সিরিজের মাঝে বা সিরিজের পরে, সব সময় নিজের ভাবনা প্রকাশের ব্যাপারে অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল। সতীর্থদের থেকে কী চায় সেটা পরিষ্কার বলে দিত।" শুভমনের সংযোজন, "রোহিত ভাই দলের পরিবেশটাই আলাদা রাখতে পারত। যদি আপনাকে বকাঝকাও করে, সেটা গায়ে লাগত না। এটাই ওর ব্যক্তিত্ব। এই ক্ষমতা থাকাও ভাগ্যের ব্যাপার। নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনড় থাকত।"ভারতীয় দল ভবিষ্যতে কোন দিকে এগোবে সে ব্যাপারেও রোহিতের থেকে পরামর্শ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন শুভমন। তাঁর কথায়, "অন্তত দু'বার এ ব্যাপারে রোহিতের সঙ্গে কথা বলেছি। আজ থেকে ৫, ৭ বা ১০, ১৫ বছর পরে ভারতীয় দলের কোথায় থাকা উচিত, সেটা নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।"দীর্ঘ দিন পর রোহিত ও কোহলিকে ছাড়া বিদেশ সফরে গিয়েছে ভারত। তবে এর ভাল দিক দেখতে চাইছেন কুলদীপ। তাঁর মতে, এই সিরিজ অনেকের জন্য সুযোগ। তিনি বলেন, "রোহিত, বিরাট ভাইয়ের অভাব তো মেটানো যাবে না। ওরা দলের জন্য অনেক করেছে। কিন্তু এটা বাকিদের কাছে একটা সুযোগ। তরুণেরা দলে নিজেদের জায়গা পাকা করতে চাইবে। ওরা এটা চ্যালেঞ্জ হিসাবেই নিচ্ছে। ভাল করে তৈরি তৈরি হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা থাকা ভাল। এতে আমাদেরই ভাল হবে।"ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্পিনার-অলরাউন্ডার হিসাবে রবীন্দ্র জাডেজার খেলা প্রায় পাকা। সঙ্গে কি কুলদীপও খেলবেন? সেটা এখনও জানেন না তিনি। তবে জাডেজার সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। কুলদীপ বলেন, "জাডেজার পাশে খেলা আমার কাছে সম্মানের। গত কয়েক বছরে ওর কাছে অনেক কিছু শিখেছি। মাঠ ও মাঠের বাইরে ওর সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি। তাতে ক্রিকেটার হিসাবে আমার উন্নতি হয়েছে।"

পটৌদীর নাম বাঁচাতে আসরে সচিন! ভারত ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ডকে কী অনুরোধ করলেন তেন্ডুলকর

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের নাম বদলে ফেলেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। 'পটৌদী ট্রফি'র নাম বদলে রাখা হয়েছে 'সচিন-অ্যান্ডারসন ট্রফি'। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। এ ভাবে ট্রফির নাম বদলে যাওয়ায় খুশি নয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আসরে নেমেছেন সচিন তেন্ডুলকরও। ভারত ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ডের কাছে বিশেষ অনুরোধ করেছেন তিনি।সচিন অনুরোধ করেছেন, সিরিজের নাম বদলে ফেললেও যেন কোনও ভাবে পটৌদীর নাম এই সিরিজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সেই অনুরোধের পর ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জয়ী দলকে যে মেডেল পরানো হবে তা পটৌদীর নামে থাকবে।

দু'দেশের দুই সমসাময়িক ক্রিকেটারকে সম্মানিত করতে চান ইংল্যান্ডের ক্রিকেট কর্তারা। সচিন তেন্ডুলকর এবং জেমস অ্যান্ডারসনের নামে নতুন ট্রফির নামকরণ করেছেন তাঁরা। আর তা করতে গিয়ে পটৌদী ট্রফিকে 'অবসরে' পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইসিবির এই সিদ্ধান্তকে পটৌদী পরিবারের জন্য অসম্মান হিসাবে দেখছে ক্রিকেটমহলের একাংশ।মনসুর আলি খান পটৌদী ২১ বছর বয়সে ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত তিনিই ভারতের সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট অধিনায়ক। তাঁর বাবা ইফতিকার আলি খান ইংল্যান্ড এবং ভারত দু'দেশের হয়েই টেস্ট খেলেছিলেন। পটৌদী ট্রফিকে 'অবসরে' পাঠিয়ে দেওয়ার বিষয়টি পছন্দ হয়নি বিসিসিআই কর্তাদেরও। ইসিবিকে ভারতীয় বোর্ডের কর্তারা অনুরোধ করেছেন, ইংল্যান্ড-ভারত টেস্ট সিরিজের কোনও একটি পুরস্কার অন্তত পটৌদীর নামে করা হোক। সেই একই অনুরোধ করেছেন সচিনও। অবশেষে তা মেনে নিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

ভারতীয় বোর্ডের ঘাড়েই দোষ চাপালেন অশ্বিন

ভারতের অন্যতম সেরা বোলার হলেও চোট পিছু ছাড়ে না জসপ্রীত বুমরাহের। মাঝেমাঝেই চোট পান। সে কারণে তাঁকে ইংল্যান্ড সিরিজে সব টেস্টে খেলানো হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুমরাহের ঘন ঘন চোট পাওয়ার নেপথ্যে ভারতীয় বোর্ডেরই দোষ দেখছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর মতে, ক্রীড়াবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার হয় না বলেই বার বার চোট পান বুমরাহ।

এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে অশ্বিন বলেছেন, "বুমরাহের ক্ষেত্রে আমরা সে ভাবে ক্রীড়াবিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যবহারই করিনি। এই মুহূর্তে পুরোটাই ধোঁয়াশায় ঢাকা। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে মেলবোর্ন টেস্টের আগে পর্যন্ত জস্সি জানায়নি যে ও ক্লান্ত এবং শরীর এই চাপ আর নিতে পারছে না।"

অশ্বিনের সংযোজন, "সিডনিতেই ওর শরীর ভেঙে পড়ে। ওই ঘটনা থেকে অনেক শিক্ষা পাওয়ার আছে। ওখান থেকেই বুঝে নেওয়া দরকার ছিল যে ইংল্যান্ডে ওকে কী ভাবে ব্যবহার করা হবে। ও তিনটে টেস্ট খেলবে না চারটে, সেটা এখানে আসল বিষয়ই নয়।" শোনা যাচ্ছে, ইংল্যান্ডে তিনটি টেস্ট খেলতে পারেন বুমরাহ। সেটা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বিন। বলেছেন, "কেন দুটো বা চারটে টেস্ট নয়? এখন তো আমরা সব কিছু আগে বলে দিতে পারি। তা হলে জস্সির শারীরিক ক্ষমতা খতিয়ে দেখে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রতি দিন অনুশীলনের পর ওর শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখতে হবে। প্রতিটা সেশন নজরে রাখতে হবে।"

ক্লাব বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ড্র মেসির মায়ামির

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই আটকে গেল লিয়োনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। আল আহলির সঙ্গে ড্র করে মাঠ ছাড়লেন মেসিরা। কোনও দলই গোল করতে পারল না মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে। ৩২ দলকে নিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের শুরুটা দুর্দান্ত হল না।

নতুন প্রতিযোগিতা নিয়ে ফিফা কর্তাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু প্রথম ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হল। দু'দলের ফুটবলারেরা চেষ্টার খামতি রাখলে না। তবু ফুটবলের আসল আকর্ষণ গোলটাই হল না। লড়াই হলেও দাপট বেশি ছিল মিশরের ক্লাবটির। মায়ামির গোলরক্ষক অস্কার উস্তারি অন্তত সাত বার দলকে বিপন্মুক্ত করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে প্রথমার্ধের শেষ দিকে আল আহলির পাওয়া পেনাল্টিও। ম্যাচের ৪৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে নেওয়া ত্রেজেগুয়ের শট ডান দিকে ঝাঁপিয়ে আটকে দেন উস্তারি। ২০০৫ সালে অনূর্ধ-২০ বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা দলের গোলরক্ষক ছিলেন তিনি। দেশের জার্সি গায়ে সেটাই ছিল মেসির প্রথম ট্রফি। ২০০৮ সালে অলিম্পিক্স সোনাজয়ী দলেও ছিলেন দু'জনে। ক্লাব বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে ছাপিয়ে নায়ক হয়ে উঠলেন জাতীয় দলে তাঁরই প্রাক্তন সতীর্থ।

ব্যস্ততা কম ছিল না আল আহলি গোলরক্ষক মোহাম্মদ এল শেনাউইয়েরও। অন্তত পাঁচ বার মায়ামির ফুটবলারদের হতাশ করেছেন তিনি। তার মধ্যে রয়েছে মেসির একটি দুরন্ত শটও।

৭ বছরে মহিলাদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে ২ হাজার কোটি ব্যয় হয়েছে ঃ টিংকু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মহিলা সশক্তিকরণ ও তাদের আত্মনির্ভর করার জন্য বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তবে মহিলাদের সশক্তিকরণের সাথে সাথে সমাজে বাল্যবিবাহ ও কুসংস্কার প্রতিরোধে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের মহিলা প্রতিনিধিদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তবেই সমাজের এই অজ্ঞানতা ধীরে ধীরে দূর হবে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় আজ প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে আয়োজিত মহিলা সংক্রান্ত আইন এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে রাজ্যস্তরীয় একদিনের কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর এই কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালার উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিস্কু রায় বলেন, আমাদের দেশে মহিলারা আজ অনেক ক্ষেত্রে সামনের সারিতে রয়েছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি ও অর্থমন্ত্রী মহিলা। এদেশে মহিলারা পিছিয়ে নেই। দিন দিন সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহিলা সশক্তিকরণে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যেও অনেক গুণী ও প্রতিভাবান মহিলা রয়েছেন। রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদে সাড়ে তিন হাজারের বেশি মহিলা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন। সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দিয়েছেন। সরকারি চাকুরীতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ পদ সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। এছাড়া সরকারি মার্কেট স্টলেও মহিলাদের জন্য অর্ধেক স্টল সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। রাজ্যে মহিলা টিএসআর ব্যাটেলিয়ান গঠন করা হয়েছে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর অর্থাৎ বিগত ৭ বছরে রাজ্যে মহিলাদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৫৮ হাজার স্বসহায়ক দল রয়েছে। এতে ৫ লক্ষাধিক মহিলা সদস্যা রয়েছেন।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প মিশন মুডে বাস্তবায়ণ করছে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে মহিলাদের জন্য ৮ জেলায় ৮টি ওয়ান স্টপ সেন্টার রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৈলাসহর ও আগরতলায় আরও ২টি গড়ার জন্য অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে আগরতলায় ১টি সখী নিবাস রয়েছে। আরও ১০টির মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। বর্তমানে রাজ্যে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩০০ জন বয়স্ক মহিলাদের প্রতিমাসে ২০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে নরসিংগড়ে ২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাফ ওয়ে হোম (শান্তি নিড়) নির্মাণের কাজ চলছে। মহিলাদের কল্যাণে রাজ্যে ত্রিপুরা স্টেট পলিসি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ ওমেন-২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় ওমেন হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। জুভেনাইল জাস্টিস ফান্ডে প্রতিমাসে ৩০ থেকে ৪০ জন শিশুকে সহায়তা করা হচ্ছে। সরকার ও এনজিও পরিচালিত হোমকে সহায়তা করা হচ্ছে। নবম শ্রেণির সকল বালিকাকে প্রতিবছর বাইসাইকেল দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মাজু বন্দনা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী ট্যালেন্ট সার্চ প্রকল্পে সহায়তা করা হচ্ছে। দ্বাদশ পরীক্ষায় যারা টপার তাদের স্কুটি দেওয়া হচ্ছে। তিনি এই দপ্তরের বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, সুকন্যা সন্তান যোজনা প্রভৃতি প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। খেলাধুলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে বহু মহিলা প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে। গতবছর ও এবছর বহু মেয়ে খেলাধুলায় সফলতা অর্জন করে রাজ্যের জন্য বহু জাতীয় মেডেল এনেছে।

স্বাগত বক্তব্যে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস বলেন, পিএম জনমন প্রকল্পে এবছর ৮৫টি এবং ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান প্রকল্পে ১১৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের জন্য মঞ্জুরী পাওয়া গেছে।

কর্মশালায় মিশন শক্তি প্রকল্প ও স্টেট পলিসি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ ওমেন-২০২২ নিয়ে আলোচনা করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাঞ্জল। মহিলা উন্নয়ন ও সামাজিক ভাতা নিয়ে আলোচনা করেন এই দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা জন সি দেববর্মা, আইসিডিএস ও পোষণ অভিযান নিয়ে আয়োচনা করেন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ড. চন্দ্রানী বিশ্বাস ও শিশু কল্যাণের ক্ষেত্রীয় কার্য্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন দপ্তরের উপ অধিকর্তা টি কলই। সামাজিক ভাতার ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার আধিকারিক নারায়ণ পাল এবং রেবতী রঞ্জন কুমানা। মহিলা সংক্রান্ত আইন নিয়ে আলোচনা করেন আইন দপ্তরের অবর সচিব দীপান্বিতা গাঙ্গুলী। এই কর্মশালায় উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি, ধলাই, দক্ষিণ ত্রিপুরা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা থেকে এই দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক, জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা পরিদর্শক, সিডিপিও, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী প্রমুখ অংশ নেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা বিজন চক্রবর্তী।

জিবিপি হাসপাতালে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করল মোহন ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল গত ১৭ এপ্রিল ২০২৫ মোহন ফাউন্ডেশনের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। সেই চুক্তি অনুসারে, মোহন ফাউন্ডেশন ত্রিপুরায় এই প্রকল্প পরিচালনার জন্য ভিনসেন্ট দেববর্মা-কে নিয়োগ করেছে। তিনি গত ১ জুন ২০২৫ যোগদান করেছেন এবং এখন তিনি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এদিকে চুক্তি অনুসারে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে মোহন ফাউন্ডেশনকে কাজকর্ম পরিচালনার করার জন্য একটি স্থান বরাদ্দ করা হয়েছে। মোহন ফাউন্ডেশন খুব শীঘ্রই রাজ্যে আরও একজন ট্রান্সপ্ল্যান্ট কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করবে। এই ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল সফর করবেন এবং চিকিৎসক ও নার্সদের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা কার্য্যক্রম পরিচালনা করবে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ট্রান্সপ্ল্যান্ট অ্যাক্টিভিটি (অঙ্গ প্রতিস্থাপন) সামগ্রিক তদারকির জন্য এস.ও.টি.টি.ও (স্টেট অরগান অ্যান্ড টিসু ট্রান্সপ্ল্যান্ট অর্গানাইজেশন) -ত্রিপুরার সাথে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন, যাতে করে রাজ্যের চিকিৎসকরা নিয়মিতভাবে আরও বেশি সংখ্যক ট্রান্সপ্ল্যান্ট (অঙ্গ প্রতিস্থাপন) করতে উৎসাহিত হন।

আগরতলা পুর নিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ড অফিসে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ১৬ জুন : গতকাল রাতে আগরতলা পুর নিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ড অফিসে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র, কম্পিউটার, টাকা পয়সা অনেক সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান কর্পোরেটর সুভাষ ভৌমিক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে আগরতলা পুর নিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ড অফিসে চুরি হয়েছে। আজ সকালে অফিসের কর্মীরা গিয়ে ঘরের তালা ভাঙ্গা দেখতে পেয়ে সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশের উপস্থিতিতে ওয়ার্ড অফিসে প্রবেশ করতেই নজরে পরে উধাও কম্পিউটার, ট্রফি, নগদ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। এবিষয়ে এলাকার কর্পোরেটর সুভাষ ভৌমিক জানালেন, এমনিতেই নড়বড়ে অবস্থা অফিস ঘরটির। বহুবার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষদের জানিয়ে মেরামতির কথাও বলা হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাছাড়া, অফিসে নেই নিরাপত্তা কর্মীও। সম্ভবত এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই নেশাখোরেরা এই কান্ডটি ঘটিয়েছে। ওই চুরিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান কর্পোরেটর সুভাষ ভৌমিক।

খোয়াইয়ে ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৬ জুন: খোয়াই মহকুমাভিত্তিক ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান গতকাল পদ্মবিল ব্লকের ক্ষিরোদনগর এডিসি ভিলেজে শুরু হয়েছে। পদ্মবিল বাজারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন পদ্মবিল ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান প্রশান্ত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার হেডলাইন্স এবার কলকাতায় সংবাদ পরিবেশনায় নতুন দিগন্তের সূচনা

কলকাতা, ১৬ জুন ত্রিপুরার বুকে সংবাদ পরিবেশনের এক নতুন মাত্রা এনে দেওয়া সংবাদমাধ্যম "হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনাল" এবার তার পাখা মেলল পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায়। খবরের নামে গলা ফাটানো চিৎকার নয়, নয় চোখ রাঙানো নাটক — বরং সংবাদের প্রতি এক নিখাদ শ্রদ্ধা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে শুরু হল 'হেডলাইন্স কলকাতা'র পথচলা।

সোমবার বিকেলে এক অনাড়ম্বর কিন্তু মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক সূচনা হল "হেডলাইন্স কলকাতা"-র। উপস্থিত ছিলেন এক ঝাঁক বিশিষ্ট অতিথি — যাঁদের উপস্থিতি এই উদ্বোধনী মুহূর্তকে আরও তাৎপর্যময় করে তোলে। অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে অফিস উদ্বোধনের পর মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। গৌহাটির পর এবার তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা — কলকাতায় হেডলাইন্সের আগমনকে শুধু আর এক সংবাদমাধ্যমের বিস্তার বললে ভুল হবে। এটি আসলে ত্রিপুরার সংবাদ দিগন্তের এক গর্বিত উত্থান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্ধন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রশেখর ঘোষ, যাঁর উপস্থিতি উদ্বোধনী আসরকে গৌরবান্বিত করে। এছাড়াও ছিলেন শ্যামসুন্দর জুয়েলারির কর্ণধার ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সচিব রূপক সাহা, লংতরাই গুড়া মসলার কর্ণধার রতন দেবনাথ, শরীফ কোম্পানির কর্ণধার চাঁদ মোহন লাডা, বিধাননগরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আই.পি.এস. অনীশ সরকার, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশীষ সুর, সাহা টেক্সটাইলস-এর কর্ণধার কান্তিলাল সাহা, ও মিল্ক ভেরি কোম্পানির কর্ণধার সিদ্ধার্থ ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশনের সাংস্কৃতিক সেন্টারের মহারাজ শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে আশীর্বাদ জানান। অনুষ্ঠানে অতিথিদের শুভেচ্ছা ও সমর্থনের বার্তা — সংবাদপত্রের আঙিনায় এই চ্যানেল যেন সত্যের মুখপত্র হয়ে উঠে, এমন কামনা ছিল সকলের। বিশেষ করে বক্তারা জোর দিয়ে বলেন, যেভাবে "হেডলাইন্স ত্রিপুরা" জনগণের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে, সেভাবেই "হেডলাইন্স কলকাতা"ও সংবাদের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠবে। তারা আরও আশাবাদী, সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এই চ্যানেল শহরের কোলাহলে এক স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও প্রাঞ্জল ধারা বয়ে আনবে।

ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম কোনও ইলেকট্রনিক মিডিয়া চ্যানেল পশ্চিমবঙ্গের বুকে তার সম্প্রচারের সূচনা করল। এটি নিঃসন্দেহে সংবাদ জগতের এক মাইলফলক। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন হেডলাইন্স কলকাতার দুই কর্ণধার প্রণব সরকার ও ঋত্বিক মুখার্জি। তাঁরা বলেন, ত্রিপুরার মাটিতে আমরা যেভাবে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছি, এবার কলকাতার জনগণের মধ্যেও সেই আস্থা ও ভালোবাসা গড়ে তুলতে চাই।

সংবাদ শুধু তথ্য নয়, দায়িত্ব ও সচেতনতার প্রতীক — এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করেই "হেডলাইন্স কলকাতা"-র যাত্রা শুরু। নতুন শহর, নতুন দর্শক, কিন্তু উদ্দেশ্য এক — খবরকে সম্মান দিয়ে, সযত্নে পৌঁছে দেওয়া মানুষের দরবারে। হেডলাইন্স কলকাতা'র জন্য এটি কেবল শুরু। সামনে আরও বহু মাইল হাঁটার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে পঞ্চায়েত সমিতির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ জুন: আজ গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির হল ঘরে পঞ্চায়েত সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পূর্ত দপ্তর, বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তর এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য গৌরনগর আর ডি ব্লকের অধীনে ২০টি পঞ্চায়েত এবং তিনটি এডিসি ভিলেজ এর কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাপতি অমলেন্দু দাস। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বদরুজ্জামান বিধায়ক বিরজীৎ সিনহা, বিডিও নবারুন চক্রবর্তী। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান লক্ষী নমঃ সহ সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধানরা। সারা রাজ্যে যে কৃষি বিপ্লব শুরু হয়েছে গৌরনগর আর ডি ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার এই সুযোগ পেতে পারে কৃষকরা। এখানকার মানুষের প্রধান সমস্যা জলসেচ। কৃষি প্রধান এলাকা সেচ ছাড়া কৃষি হয় না।কৃষি জন্য সেচ দরকার।

ব্লককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লাইন ডিপার্টমেন্ট সহ সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। বিভিন্ন বক্তারা বিভিন্ন উন্নয়নের কাজ নিয়ে আলোচনা করেন। বিরজীৎ সিনহা বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টে উদ্দেশ্যে বলেন ব্লকের কাজের সহযোগিতা করার জন্য। ব্লকের মিটিং থাকলে অনেকেই উপস্থিত থাকেন বিশেষ করে কৃষি দপ্তরের পূর্ত দপ্তর শিল্প দপ্তর মৎস্য দপ্তর অনেকেই অনুপস্থিত। বিরজীৎ সিনহা বলেন আমাদের কৈলাশরের মানুষ কৃষি কাজ করে জীবন যাপন করেন কৃষি প্রধান এলাকা কৃষি দপ্তরের ভূমিকা থাকতে হবে। আরডি ব্লক এবং পঞ্চায়েতে সুনাম সারা রাজ্যে ছড়িয়ে যায় এইদিকে সবাই নজর রাখতে হবে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিরা অনেকেই অনুপস্থিত থাকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আজকের এই সভায় নয়টি পঞ্চায়েতের হাতে কম্পিউটার তুলে দেওয়া হয়। যাতে বিভিন্ন কাজকর্ম খুব সহজে করতে পারে। নয়টি পঞ্চায়েতের হাতে কম্পিউটারগুলা তুলে দেন বিধায়ক বিরোজীৎ সিনহা ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ বদরুজ্জামান সহ অন্যান্যরা।

আগরতলা রেল স্টেশন থেকে গাঁজা সহ চার গাঁজা পাচারকারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: আগরতলা রেল স্টেশন থেকে গাঁজা সহ চার পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।

আগরতলা রেলস্টেশন থেকে জিআরপি থানার পুলিশ, এবং আগরতলা আরপিএফ মিলে ৪ জন ড্রাগ প্যাডলারকে আটক করেছ। তাদের নাম বিপিন কুমার, বাড়ি জিলা- কাটিয়ার, বিহার। গৌতম কুমার, বাড়ি জেলা- কাটিয়ার, বিহার, মনিশ কুমার মন্ডল,বাড়ি জিলা -ভাগলপুর, বিহার।

দুর্গা দেবী,বাড়ি জিলা -পূর্ণিয়া, বিহার। তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট ৩৭ কেজি ৬১৫ গ্রাম শুকনা গাঁজা যা ৩৫টি প্যাকেটে ৪টি বস্তার মধ্যে রাখা ছিল।

আগরতলা রেলস্টেশনকে ব্যবহার করে তারা এই গাঁজাগুলি দিল্লির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়। এনিয়ে আগরতলা জিআরপি থানাতে উনাদের বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা নেওয়া হয়। আজ তাদের কোর্টে প্রেরণ করা হয় এবং পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয় বলে জানায়। উদ্ধারকৃত গাঁজার দাম প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হবে বলে জানা যায়।

বিশালগড়ের উৎপাদিত আনারস পাড়ি দিল দিল্লির উদ্দেশ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জুন: সোমবার সিপাহিজলা জেলার বিশালগড়ে একটি কৃষক উৎপাদক কোম্পানির মাধ্যমে নতুন দিল্লিতে আনারস বাগানের তাজা রসালো আনারসের প্রথম চালান পাঠানো হয় বেঙ্গালুরুর আন্তর্জাতিক জৈব কৃষি কেন্দ্রের (আই সি সি ও এ) এর সহায়তায়। উদ্যানপালন কর্মকর্তারা জানিয়েছে বিশালগড়ের বাদ্যারদিঘি এলাকা থেকে ১৫০ কেজি কুইন জাতের আনারস একজন ব্যবসায়ীর বিশেষ অনুরোধে বিমানে করে পাঠানো হয়েছে, যা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদল এবং ভারতের শীর্ষস্থানীয় ভিআইপিদের কাছে পরিবেশন করা হবে।

বিশালগড় থেকে আনারস এই প্রথম দিল্লীতে রপ্তানি করা হচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশালগড়ের বিধায়ক তথা সুশান্ত দেব, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতশী দাস এবং অন্যান্য পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন। বিশালগড়ের উদ্যানপালন বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট হিমানিশ লস্কর, সেক্টর অফিসার প্রবির দত্ত ছাড়াও বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা খুশি যে তাদের নিষ্ঠার সাথে কাজ এখন এলাকার কৃষকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। কৃষক হানিফ মিয়া জানিয়েছেন তিনি এই বছর এখন অব্দি ৭০ হাজার টাকার আনারস বিক্রি করেছেন।

কৃষক হানিফ মিয়া ১ হেক্টর জমিতে আনারস উৎপাদন করেন। বিশালগড় উদ্যানতত্ত্ব মহকুমা অফিস থেকে তিনি কারিগরি সহায়তা এবং আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। ত্রিপুরার আনারসের জাতগুলি সাত বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে সুনাম অর্জন করেছে। ফলস্বরূপ, রাজ্যজুড়ে ফলের চাষ অগ্রগতি হচ্ছে। সাত বছরে আনারসের বাণিজ্যিক চাষ তিনগুণ বেড়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে উৎসাহজনক চাহিদার সাথে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশ ছাড়াও, ত্রিপুরার আনারস গত কয়েক বছরে যুক্তরাজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে যার ফলে কৃষকদের মুখেও হাসি ফুটেছে। গত বছর থেকে ত্রিপুরা থেকে দুবাই এবং লন্ডনে কাঁঠাল সরবরাহ শুরু করেছে, যেগুলি রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। বিপুল উৎপাদন সত্ত্বেও বিশ্বমানের আনারস, লেবু এবং কাঁঠালের বাজার সংযোগ না পেয়ে কৃষকরা বিরক্ত ছিলেন। অল্প পরিমাণে পণ্য আসামে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে কম খরচে বিক্রি হয়েছিল। ফলস্বরূপ, কৃষকরা ফল চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে ছিল তবে এক দশক ধরে জমির একটি বিশাল অংশ অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতো। ২০১৮ সালে বিজেপি-আইপিএফটি ক্ষমতায় আসার পর,ফল বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছিলো এবং এর ফলে সবচেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে বলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব। তিনি বলেন, আনারস, লেবু এবং কাঁঠাল সহ উদ্যানজাত পণ্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি, কৃষি বিভাগ জমি পুনরুদ্ধার করে স্থানীয় মৌসুমী ফলের চাষকেও অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি এও বলেন কৃষি মন্ত্রী রতনলাল নাথ ৭৯ বছর বয়সে যেভাবে যুবকদের কৃষি বা আধুনিক কৃষি কাজে যুক্ত হতে উজ্জীবিত করছেন তা শ্রদ্ধার যোগ্য। বিশালগড়ে কৃষি ও উদ্যান বিভাগ যে ভাবে কাজ করছে আগামী দিনে শুধু আনারস নয় , প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত পণ্য, আম লেবু ইত্যাদি ব্যাপক সাড়া ফেলবে বলে জানান সুশান্ত দেব।

লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে এবার আনারস চাষেই গুরুত্ব দিচ্ছে কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ জুন: লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে এবার আনারস চাষেই গুরুত্ব দিচ্ছে কৃষকরা। বর্ষার দিনে বহুল উৎপাদিত একটি বিশেষ ফল হল আনারস। এবছর কৃষকরা লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে আনারস চাষেই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এমনটাই চিত্র উঠে এসেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত চাল্লাই এলাকা থেকে।

বর্তমান সময়ে কৃষকরা তাদের কৃষিক্ষেত্রে কি ফসল উৎপাদন করছেন বা কিরকম উৎপাদন রয়েছে তার জানা এবং দেখার জন্য গন্তব্য ছিল তেলিয়ামুড়া মহকুমার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চাল্লাই ৩৪ মাইল এলাকার কৃষক দিলীপ দেব্বরমার কৃষি ক্ষেতে। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, কৃষক দিলীপ বাবু আপন মনে আনারস চাষে ব্যস্ত উনার কৃষিজমিতে। উনার সাথে কথা বলে জানা যায়, উনি ৮২ মাইল এলাকা থেকে প্রায় ৮০০ আনারস চারা এনে উনার কৃষিক্ষেত্রে চাষ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

প্রথম পর্যায়ে বিক্রি করে মোটামুটি ১৫-১৬ হাজার টাকা লাভবান হয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি। এছাড়াও তিনি আরো জানান যে, এই আনারস চাষ তিনি সম্পূর্নই নিজ উদ্যোগে নিজ অর্থ ব্যয়ে করছেন এবং সরকারের তরফে কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাননি। তাই তিনি দাবি করেছেন যে, যদি সরকারের তরফে কোনো সাহায্য করা হয় তাহলে উনি উনার এই আনারস চাষে আরো উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবে।

তেলিয়ামুড়ায় বিদ্যুৎ বিপর্যয় গরমে নাজেহাল জনতা

আগরতলা, ১৬ জুন : তেলিয়ামুড়া মহকুমায় বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কাজ পরিদর্শনে গিয়েছেন এলএনটি কোম্পানির দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ এবং ডিসট্রিক্ট নোডাল অফিসার অঞ্জন দেববর্মা নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল।

উল্লেখ্য, এলএনটি নামক একটি কোম্পানি কর্তৃক তেলিয়ামুড়া মহকুমায় যে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে, এই কাজ নিয়ে বিগত কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ওই বহিঃ রাজ্যের ঠিকেদারী এই সংস্থার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলি বসিয়ে দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই খুঁটি গুলি বেঁকিয়ে বিপদ সংকুল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সংবাদ প্রকাশের পর পরই এলএনটি কোম্পানির দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ এবং ডিসট্রিক্ট নোডাল অফিসার অঞ্জন দেববর্মা নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এলাকা গুলি পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের পর মূলত দেখা যায় লাগাতার বেশ কিছুদিনের অবিরাম বর্ষণের ফলে বৈদ্যুতিক খুঁটি গুলি বেশ কিছুটা বেঁকিয়ে গেছে। পরবর্তীতে ওই প্রতিনিধি দল পরিদর্শন শেষে এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করেন আগামী কিছুদিনের মধ্যে ঐ সকল বেঁকিয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক খুঁটি গুলি সম্প্রসারণ করে দেবে এবং ইতিমধ্যেই খুঁটি গুলি মেরামতের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ জুন: সোমবার কমলপুর নজরুল ভবনে মধু - চামেলী স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে ৪৫ নং বিধানসভা কেন্দ্রের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। প্রয়াত শিক্ষক মধু সুধন দেব ও প্রয়াত চামেলী বিশ্বাস বিধায়ক মনোজ কান্তি দেবের পিতা ও মাতা। উনারা দুজনেই সুনামের সহিত কমলপুর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে গেছেন। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে নানা সামাজিক কাজ করছেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব তার অনুজ শশাঙ্ক শেখর দেব। বর্তমানে কমলপুর মধু -চামেলী স্মৃতি রক্ষা কমিটি নামে সামাজিক সংস্থা গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থা দুঃস্থ পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের বই, খাতা কলম দিয়ে থাকে। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্য সোমবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এদিন কমলপুর নজরুল ভবনে কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। উপস্থিত ছিলেন, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, মহকুমা শাসক ডঃ জি,শরৎ নায়েক, মধু -চামেলী স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক শিক্ষক সঞ্জয় কুমার দাস, কমিটির পৃষ্ঠপোষক শশাঙ্ক শেখর দেব, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক প্রবোধ দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় কুমার দাস। বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক ডঃ জি শরৎ নায়েক, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা।

চড়িলামস্থিত ৮ নং জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে সরব জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ জুন: চড়িলাম বিদ্যাজ্যোতি স্কুল সংলগ্ন ৮ নং জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাই অবিলম্বে সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনতা।

৮ নং জাতীয় সড়কের চড়িলাম বিদ্যাজ্যোতি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বেহাল অবস্থার কারণে নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ লেগেই রয়েছে। বিশেষ করে চড়িলাম ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি বিদ্যা জ্যোতি স্কুলের সামনে অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এক বছর ধরে চড়িলাম স্কুলের সামনে জাতীয় সড়ক বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও সংস্কারের উদ্যোগ নেই। জাতীয় সড়কের দু"পাশের ড্রেনগুলো আবর্জনায় পরিপূর্ণ। পরিষ্কার করা হচ্ছে না ড্রেন।জল নিষ্কাশনের অভাবে বৃষ্টি দিলেই জাতীয় সড়কে জমছে জল। জল জমে থাকার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত। যার ফলে প্রতিনিয়ত এই স্থানে ঘটছে দুর্ঘটনা। স্কুলের পাশে রয়েছে আবার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বুড়ামা দেবীর মন্দির এবং মহাদেব মন্দির। সবদিক থেকে গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও রাস্তাটি সংস্কার করছে না দপ্তর। তাই অবিলম্বে রাস্তা কি সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় জনতা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas